ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 26 November, 2023 ■ আগরতলা ২৬ নভেম্বর ২০২৩ ইং ■ ৯ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শেষ পাওয়া খবরে

রাজস্থানে ভোট পড়ল ৭২.৬৪ শতাংশ

জয়পুর, ২৫ নভেম্বর : ভোটগ্রহণ সমাপ্ত হল মরুরাজ্য রাজস্থানে। পাওয়া খবরে জানা গেছে রাজস্থানের বিধানসভা নির্বাচনে ভোট পড়ল ৭২.৬৪ শতাংশ। সন্ধে ছটা পর্যন্ত বেশিরভাগ ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন রয়েছ বলেও খবর। দু একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া ভোট শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। তবে নির্বাচন কমিশন দাবি করেছে ভোট শান্তিপূর্ণ ভাবে হয়েছে। পালি এবং উদয়পুর জেলায় দুই ব্যক্তি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে আসতে পারবেন এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন। সে মোতাবেক রাজ্যের ৭২.৬৪ শতাংশ ভোটার মতাধিকার প্রয়োগ করেছেন।

ভোটগ্রহণের মধ্যেই অশান্ত হয়ে উঠল রাজস্থানের সিকার জেলা, শনিবার জেলার ফতেহপুর শেখাওয়াতির বোচিওয়াল ভবনের কাছে পাথর নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। অশান্তির খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী।

ফতেহপুর ডিএসপি রামপ্রসাদ বলেছেন, 'বচসার পর সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে, কিছু মানুষের মধ্যে পাথর ছোড়ার ঘটনা ঘটেছে। কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে। আমরা কঠোর ব্যবস্থা নেব। ভোটগ্রহণ চলছে কিন্তু এই জায়গাটি (সংঘর্ষের) ভোটকেন্দ্র থেকে দূরে। ভোট দিতে কোনও সমস্যা হয়নি।' রাজস্থানে মোটামুটি শান্তিতেই চলছে ভোটগ্রহণ।

রাজস্থানে আবারও প্রত্যাবর্তন হবে কংগ্রেসের। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলট। তিনি বলেছেন, আজকের পর বিজেপিকে আর দেখা যাবে না। শনিবার সকালে সরদারপুরার একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন অশোক গেহলট। ভোট দেওয়ার আগে তিনি নিজ সমর্থকদের সঙ্গে দেখা করেন। পোলিং বুথের দিকে যাওয়ার সময় স্থানীয় মানুষজন গেহলটকে অভ্যর্থনা জানান। ভোট দেওয়ার পরই গেহলট বলেছেন, রাজস্থানে আবারও প্রত্যাবর্তন হবে কংগ্রেসের।রাজস্থানে কংগ্রেসের জয়ের বিষয়ে প্রবল আত্মবিশ্বাসী কংগ্রেস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভোট চলাকালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু পোলিং এজেন্ট

জয়পুর, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): *রাজস্থানে ভোটের মাঝে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল এক পোলিং এজেন্টের। ভোটগ্রহণ পর্ব চলাকালীন বুথেই আচমকা লুটিয়ে পড়েন তিনি। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।*

ঘটনাটি রাজস্থানের পালি জেলার সুমেরপুর এলাকার। ওই বিধানসভা কেন্দ্রের ৪৭ নম্বর বুথে এক প্রার্থীর পোলিং এজেন্ট হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন শান্তি লাল। কোন দলের হয়ে তিনি কাজ করছিলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। শনিবার সকাল ৭টা থেকে ভোট শুরু হয়েছে রাজস্থানে। তার আগেই নির্ধারিত বুথে পৌঁছে গিয়েছিলেন ওই পোলিং এজেন্ট। সকাল থেকে অন্যান্যদের মতো দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন তিনিও। বেলার দিকে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

যুদ্ধ বিমান তেজসে উড়লেন প্রধানমন্ত্রী

বেঙ্গালুরু, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): পরনে যুদ্ধবিমান চালকের পোশাক। মাথায় ব্যালিস্টিক হেলমেট আর চোখে ইউভি গগ্‌লস। শনিবার এই সাজেই দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি যুদ্ধবিমান 'তেজস'-এ উড়লেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতীয় প্রযুক্তিতে তৈরি চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধবিমানটির নয়া সংস্করণ শনিবার সকালে বেঙ্গালুরুর 'হিন্দুস্থান অ্যারোনটিকস লিমিটেড' (হ্যাল)-এর বিমানঘাঁটি থেকে ওড়ে। বিমানে মোদীর সঙ্গে ছিলেন ভারতীয় বায়ুসেনার এক আধিকারিক। সেই অভিজ্ঞতার কথা এবং ছবি এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, 'তেজসে সফল যাত্রা সম্পন্ন করলাম। এই অভিজ্ঞতা আমাকে দারুণ ভাবে সমৃদ্ধ করেছে। দেশবাসীর ক্ষমতার প্রতি আমার আস্থা বাড়িয়েছে এবং আমাদের জাতীয় সম্ভাবনা সম্পর্কে নতুন করে গর্ব এবং আশার আলো এনে দিয়েছে।" প্রসঙ্গত, ভারতীয় প্রযুক্তিতে তৈরি হাল্কা ওজনের, 'মাল্টি রোল সুপারসনিক' যুদ্ধবিমান তেজস নানা ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপে সক্ষম। প্রাথমিক ভাবে হ্যালকে ৪০টি তেজসের বরাত দিয়েছিল ভারতীয় বায়ুসেনা। পরে ৮৩টি তেজস কেনার জন্য হ্যালকে বরাত দেওয়া হয়েছে। তেজসের নৌ সংস্করণ ব্যবহার করতে চলেছে ভারতীয় নৌসেনাও। গত অক্টোবরে তেজসের মার্ক-১ ফাইটার জেটের দু'আসন বিশিষ্ট নয়া প্রশিক্ষণ সংস্করণটি আনুষ্ঠানিক ভাবে তুলে দেওয়া হয়েছিল বায়ুসেনার হাতে। শনিবার তাতেই সওয়ার হলেন মোদী।

রাজস্থান ভোট

রাহুলের ট্যুইটারে প্রচার ঘিরে বির্তক কমিশনে চিঠি বিজেপি'র

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): রাজস্থানে ভোট শুরুর ঠিক আগে এক্স (আগে টুইটার) প্ল্যাটফর্মে একটি পোস্টে রাজস্থানে দলের জনমুখী প্রকল্প ঘোষণার কথা তুলে ধরে রাজস্থানের ভোটারদের সরাসরি কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার কথা লেখেন দলীয় সাংসদ রাহুল গান্ধী। আর এই পোস্টে রাহুল নির্বাচনের আদর্শ নির্বাচনী বিধি ভেঙেছেন দাবি করে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছেন বিজেপি নেতারা।

ভারতের নির্বাচন বিধি ভঙের পোস্ট করা রাহুলের এক্স অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড করার দাবিতে মেল করল বিজেপি। ভোটের দিন কিছুতেই ভোটপ্রচার করা যায় না সেটা জানা সত্ত্বেও রাহুল এক্স প্ল্যাটফর্মে তেমনটা করায় রাহুলের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা যাতে রাজস্থানের নির্বাচন কমিশন করে সেই দাবিও তুলেছে বিজেপি।

বিজেপির এই দাবি উড়িয়ে কংগ্রেস বলেছে, ভোটের দিন সকালে যদি কেউ সোশ্যাল মিডিয়ায় দলের হয়ে সরাসরি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের ২৪ ঘন্টার মধ্যে

বিক্রি হওয়া শিশুকে উদ্ধার করল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। অভাবের তাড়নায় বিক্রি হওয়া শিশু কন্যা সন্তান প্রশাসনিক তৎপরতায় উদ্ধার হয়েছে। সদ্যজাত ওই শিশুটি পুষ্টির অভাবে শারীরিকভাবে অসুস্থ হওয়ায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি রাখা হয়েছে। খোয়াই জেলাশাসক চাঁন্দনি চন্দ্রন জানিয়েছেন, শিশু বিক্রির ঘটনায় তদন্ত হবে। শিশুটির অভিভাবক তাকে নিজের কাছে রাখতে অসম্মতি জানালে তাঁদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, গতকাল মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা অভাবের তাড়নায় শিশু বিক্রির ঘটনায় তদন্তের নির্দেশে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই এই পরিণাম পরিলক্ষিত হয়েছে।মাত্র ৩০ হাজার টাকার বিনিময়ে সদ্যজাত শিশু কন্যাকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন তাঁর পিতা। তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের অন্তর্গত বংশীপাড়ায় ওই ঘটনায় রাজ্য জুড়ে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বংশীপাড়া এলাকার বাসিন্দা খোকেন দেববর্মা স্ত্রীকে ঘুমে রেখেই তাঁর কন্যা সন্তানকে বিক্রি করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘুম থেকে উঠে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাড়িতে গুলি চালনা উদ্ধার পিস্তল ও বুলেট, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। পূর্ব শত্রুতার জেরে বাড়িতে গুলি চালিয়েছে দুষ্কৃতিকারীরা। বড়জলা মণিপুরি পাড়ার দুইজন ব্যক্তি ওই ঘটনার সাথে জড়িত বলে অভিযোগ পরিবারের সদস্যদের।

ওই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নেমে অভিযুক্তদের বাড়ি থেকে একটি পিস্তল সহ দুটি বুলেট উদ্ধার করেছে। ওই ঘটনায় একজনকে আটক করেছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, গতকাল সন্ধ্যা রাতে বড়জলা স্কুলের বিপরীতে শক্তিপদ পাল নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে দুষ্কৃতিকারীরা গুলি চালিয়েছে। বাড়ির মালিকের অভিযোগ, বড়জলা মণিপুরি পাড়ার রাকেশ রায় ও পিন্টু দেবনাথ ওই দুজন গোটা ঘটনার সাথে জড়িত। সাথে সাথে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার পুলিশ তদন্তে নামে।

ওই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্ত পিন্টু দেবনাথের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে। পুলিশ পিন্টু দেবনাথকে আটক করে। অন্যদিকে রাকেশ রায়ের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ঘর থেকে ৭.৬৫ এমএম পিস্তল সহ দুটি বুলেট উদ্ধার করে। কিন্তু রাকেশ রায়কে আটক করা সম্ভব হয়নি।

শিক্ষকের বদলি রুখতে রাজপথে ছাত্রছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৫ নভেম্বর।। শিক্ষকের বদলি রুখতে এবারে রাজপথে নেমে প্রতিবাদে সরব ছাত্রছাত্রীরা। ঘটনার বিবরনে প্রকাশ, রহিমপুর দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক শ্রী সনীত দেবনাথকে উত্তর ত্রিপুরা জেলার সৎ সঙ্গম উচ্চ বিদ্যালয়ে বদলী করা হয়েছে। কিন্তু বিদ্যালয়ের প্রিয় শিক্ষককে ছাড়তে নারাজ ছাত্রছাত্রীরা। বদলী রুখতে প্রতিবাদ স্বরুপ পর পর দুইদিন রাস্তা অবরোধ করে যান চলাচল স্তব্দ করে দেয় তারা। অবরোধের প্রথমদিন অর্থাৎ গত ২২শে নভেম্বর বুধবার দিন যখন ছাত্রছাত্রীরা তাদের সেই শিক্ষককের বদলী রুখতে সড়ক অবরোধ করে এবং বিদ্যালয়ের গেইটে তালা ঝুলিয়ে দেয় তখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে স্থানীয় থানা প্রশাসন সহ বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রী মহিম দেববর্মা ঘটনাস্থলে পৌঁছে শিক্ষক সনীত দেবনাথের বদলী আপাতত সগিত রাখার আশ্বাস দিলে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয় ছাত্রছাত্রীরা। কিন্ত বিদ্যালয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগুনে পুড়ে ছাঁই বসত ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। আগুনে পুড়ে ছাঁই হয়ে গেছে একটি বসত ঘর ।আজ দুপুর সাড়ে এগারটা নাগাদ ওই ঘটনায় চড়িলামের আড়ালিয়া রাজীব কলোনি এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে ।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে দমকলবাহিনী। দমকলবাহিনীর দীর্ঘ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে প্রাথমিক ধারণা এলাকাবাসীর ।তবে দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসার আগেই ঘরে থাকা একটি গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আগুন তীব্র আকার ধারণ করে বলে জানিয়েছেন জনৈক এলাকাবাসী। জনৈক এলাকাবাসী জানিয়েছেন, আজ দুপুর সাড়ে এগারটা নাগাদ ওই এলাকার বাসিন্দা আবু কাসেম মিঞার বসত ঘর আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। তখন বাড়ির মালিক আবু কাসেম বাড়িতে ছিলেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বন্ধুর হাতে খুন বন্ধু ঃ চাঞ্চল্য

পুলিশের হাতে আটক অভিযুক্ত।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। অবক্ষয়ের ঘটনা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। বন্ধুর হাতে খুন হল বন্ধুকে। দেবীপুর খামারে নিহত জনেস মুন্ডার দেহ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনা বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কমলাসাগর চা বাগান এলাকায়। মৃত যুবকের নাম জনেস মুন্ডা। বয়স ২৭। অভিযুক্ত ভক্ত মুন্ডাকে আটক করেছে পুলিশ।

জানা যায় জনেশ মুন্ডা তার স্ত্রী এবং কন্যা সন্তানকে নিয়ে কমলাসাগর চা বাগান স্থিত শ্বশুরবাড়িতে থাকতো ।দীর্ঘ ১০ বছর যাবত কাজের সুবাদে জনেশ মুন্ডা এবং ভক্ত মুন্ডার সঙ্গে পরিচয় হয়। তারা একসাথে কাজ করত। বৃহস্পতিবার দেবীপুর এলাকার এক বিয়ে বাড়িতে কাজ করছিল তারা দুজন। রাত দুটো নাগাদ বাড়ি ফেরার পথে দেবীপুর ফার্মের একটি নির্জন জায়গায় মদ্য পান করে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। একসময় ক্ষিপ্ত হয়ে ভক্ত মুন্ডা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেল সুরক্ষা বাহিনীর হাতে আটক ১০ অনুপ্রবেশকারী

মালিগাঁও, ২৫ নভেম্বর : উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) নিজের জোনের মধ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক অনুসন্ধান এবং অভিযানের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান পুনরায় প্রমাণ করল। বর্তমান সপ্তাহের আরপিএফ নিয়মিত তল্লাশি এবং অভিযান চালিয়ে আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন থেকে ১০ জন অবৈধ বাংলাদেশি নাগরিকের পাশাপাশি তাদের সাহায্য করার অভিযোগে ০২ জন ভারতীয় দালালকে গ্রেপ্তার করে।

২১ নভেম্বর উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আগরতলা পোস্টের আরপিএফ এবং জিআরপি টিম যৌথভাবে বিএসএফ কর্মীদের সাথে নিয়মিত তল্লাশি ও অভিযান চালানোর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশামুক্ত ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে

নেশার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে খেলার মাঠের ভূমিকা রয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৫ নভেম্বর।। নেশার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে খেলার মাঠের ভূমিকা রয়েছে। শারীরিক ও মানসিক ভাবে উন্নতি করতে হলে পড়াশুনার পাশাপাশি খেলাধূলা করতে হবে। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতেও খেলাধূলার ভূমিকা রয়েছে। আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে দক্ষিণ ত্রিপুরা নেশামুক্ত সুপার লিগ ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

"চলো খেলি এবং ড্রাগসকে না বলি" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে বিলোনীয়ার বি কে আই ফুটবল মাঠে এই প্রতিযোগিতা আজ থেকে শুরু হয়েছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী নেশার কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন কর্তৃক এই ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি বিভীষণ চন্দ্র দাস, বিধায়ক মইলাফু মগ, বিধায়ক স্বপ্না মজুমদার, পুলিশ সুপার আকাশ কুমার সিনহা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার ক্ষেত্রে আরক্ষা প্রশাসনের পাশাপাশি ক্লাব, সামাজিক সংস্থা, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফল প্রকাশের দাবিতে বিক্ষোভ এসটিজিটি'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। আবারও ফল প্রকাশের দাবিতে সিটি সেন্টারে বিক্ষোভে মিলিত হয়েছেন এসটিজিটি পরীক্ষার্থীরা। এদিন তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার কাছে অতিসত্বর নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে রাজ্যে শিক্ষক স্বল্পতা দূর করার জন্য কাতর আবেদন জানিয়েছেন ।জনৈক পরিক্ষার্থী জানিয়েছেন, ২০২২ সালে এসটিজিটি পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ৫০ ▫ ২৬ নভেম্বর ২০২৩ ইং ▫ ৯ অগ্রহায়ণ ▫ রবিবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সওয়ার মোদি

সামরিক ক্ষেত্রে ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ফলপ্রসু হইতে শুরু করিয়াছে। মিগ-২১ বিমান ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর সবচাইতে উচ্চমানের বিমান। কিন্তু বর্তমানে এই বিমানের উপর নির্ভর করা কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। বেশ কয়েকটি বিমান দুর্ঘটনার কবলে পরিবার পর দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নতুন প্রযুক্তিকে কাজে লাগাইয়া দেশেই সেনাবাহিনীর জন্য মিগ-২১ বিমান তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে ইহার সফল বাস্তবায়ন শুরু হইয়াছে। সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই বিমান বিভিন্ন দেশ ক্রয় করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। ইহা ভারতের জন্য খুবই গর্বের বিষয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তেজস ফাইবার নামক বিমানে চরিয়া বাস্তব অভিজ্ঞতা গ্রহণ করিয়াছেন।

তেজস ফাইটারে সওয়ার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বেঙ্গালুরুতে হিন্দুস্থান অ্যারোনটিক্স লিমিটেডের দপ্তরে গিয়াছেন তিনি। আর সেখানেই শনিবার ওই যুদ্ধবিমানে প্রায় ৪৫ মিনিটের উড়ানে শামিল হইতে দেখা গেল তাঁহাকে।বেঙ্গালুরুতে কীভাবে চলিতেছে তেজসের নির্মাণ তাহা খতিয়ে দেখিতেই সেখানে গিয়াছেন মোদি। প্রধানমন্ত্রী হ্যালের নির্মাণ বিভাগের কাজ খতিয়ে দেখেন। যাহার মধ্যে মূল ফোকাস অবশ্যই থাকিবে তেজস নির্মাণের বিষয়টি।

এদিন নিজের এক্স হ্যান্ডলে মোদি জানাইয়াছেন তাঁহার তেজসে চড়িবার অভিজ্ঞতার কথা। লিখিয়াছেন, 'ছোট্ট একটা উড়ান সম্পন্ন করালাম তেজসে। অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হইলাম। আমাদের দেশীয় নির্মাণ দক্ষতার প্রতি আমার আস্থা বাড়িল। আমাদের জাতীয় সম্ভাবনা সম্পর্কে নতুন করিয়া গর্ব ও আশা অনুভব করিলাম।

বহুদিন ধরিয়াই 'আত্মনির্ভর ভারতে'র উপরে জোর দিতে চাহিয়াছেন মোদি। স্বদেশীয় উৎপাদনে তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা জানাইয়াছেন। আর সেই পথে এক অন্যতম মাইলফলক হইয়া উঠিয়াছে তেজস। তেজস যুদ্ধবিমানটি বানাইয়াছে সামরিক বিমান প্রস্তুতকারী সংস্থা হ্যাল। 'লাইট কমব্যাট এয়ারক্রাফট'টি সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মীত। বায়ুসেনার জরাগ্রস্ত মিগ-২১ বিমানগুলির জায়গা অ তেজস। ভারত কেবলমাত্র এই বিমানের ব্যবহার শুরু করিয়াছে তাহা নয়। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি দেশ এই বিমান কেনায় আগ্রহও দেখাইয়াছে। ফলে একদিকে যেমন সামনের দিক দিয়া ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বয়ম্বর হইয়া উঠিয়াছে ,ঠিক তেমনি বিভিন্ন দেশের কাছে দেশ বিমান বিক্রয় করিয়া আর্থিক দিক দিয়েও লাভের মধ্যে দেখিবে ভারত।

শুধুমাত্র বিজেপিই তেলেঙ্গানার সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারে : অমিত শাহ

নাগারকুরনুল, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): শুধুমাত্র বিজেপিই তেলেঙ্গানার সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারে। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ। শনিবার তেলেঙ্গানার নাগারকুরনুলে এক নির্বাচনী জনসভায় অমিত শাহ বলেছেন, 'কেসিআর এখানকার আম চাষিদের জন্য কিছুই করেনি, কিন্তু বিজেপি সরকার আম চাষিদের জন্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট স্থাপন করবে যাতে কোল্লাপুরের আম ইউরোপের বাজারে পৌঁছাতে পারে!'কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'আমরা তফসিলি জাতির অধীনে সংরক্ষণ নিশ্চিত করার অংশ হিসাবে মাদিগা সম্প্রদায়ের জন্য কোটা নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তা করলে মাদিগাদের প্রতি দীর্ঘস্থায়ী অবিচারের অবসান হবে।' অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'বেকারত্ব তেলেঙ্গানার যুবকদের উপর প্রভাব ফেলেছে। রাজ্য থেকে যুবকদের আত্মহত্যার বেশ কিছু ঘটনা রিপোর্ট করা হচ্ছে। কেসিআর কোল্লাপুরের যুবকদের গুরুত্ব দেন না। তিনি কেবল একজন ব্যক্তি সম্পর্কে চিন্তা করেন এবং তিনি হলেন কেটিআর! কেটিআরকে তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী করাই তাঁর একমাত্র ভাবনা।'

ইসরো-এর রকেট উৎক্ষেপণের ৬০-তম বার্ষিকী উদযাপনের উদ্বোধন জিতেন্দ্র সিংয়ের

তিরুবনন্তপুরম, ২৫ নভেম্বর (হি.স.) : শনিবার ইসরো-র রকেট উৎক্ষেপণের ৬০-তম বার্ষিকী উদযাপন উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। তিনি ভারতের মহাকাশ আকাঙ্খাকে বাস্তবে পরিণত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টার (ভিএসএসসি)-এর প্রশংসা করেন। তিরুবনন্তপুরমে একটি অনুষ্ঠানে ভাষণে একথা বলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, পরমাণু শক্তি এবং মহাকাশের প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) উল্লেখ করেছেন যে চন্দ্রযান মিশনের সাফল্য ইসরো-এর উদ্বোধনী রকেট উৎক্ষেপণের ৬০ তম বছরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিদেশ ও সংসদীয় বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ভি মুরালীধরন সরকারী বিদেশ সফরের সময় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রশংসা উল্লেখ করে ইসরো-এর বৈশ্বিক অবদানের প্রশংসা করেন।

ফরাক্কার আকুরা ব্রিজের কাছে হেরোইন সহ ধৃত ২ ব্যক্তি

ফরাক্কা, ২৫ নভেম্বর (হি.স.) : মুর্শিদাবাদের ফরাক্কার আকুরা ব্রিজের কাছে প্রায় তিনশো গ্রাম হেরোইন সহ ধৃত দুই ব্যক্তি। পরে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে কোনও সদুত্তর না মেলায় গ্রেফতার করেছে তাঁকে। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার গভীর রাতে।

শনিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাত্রিবেলা ফরাক্কার আকুরা ব্রিজের কাছে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে ৩০৭ সাত গ্রাম হেরোইন নিয়ে গ্রেফতার হন দু'জন। তাঁদের নাম সুভাষ মণ্ডল (৪০) অপরজন সৃঞ্জিত মণ্ডল (৩৫)। উভয়ের বাড়ি মালদহের বৈষ্ণবনগর থানার চড়সুজাপুরে। কী উদ্দেশ্যে ওই দুই ব্যক্তি ফরাক্কায় হেরোইন নিয়ে এসেছিল তাঁর তদন্ত করে দেখছে ফরাক্কা থানার পুলিশ। ধৃত দুই ব্যক্তিকে শনিবার ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন চেয়ে জঙ্গিপুর আদালতে পাঠায় পুলিশ। এ দিকে, আজ আবার সামশেরগঞ্জের বালতি থেকে বোমা উদ্ধার হয়। যা নিয়ে জোর চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

বাংলা ও দেশের গর্ব ঝুলন গোস্বামীর আজ জন্মদিন

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর(হি.স.): উইমেন্স ক্রিকেটে ঝুলন গোস্বামী নামটা খুবই উজ্জ্বল।বাংলার এই ক্রিকেটার ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের উত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। বিশ্ব ক্রিকেটের এই আইকন নতুন প্রজন্মের উদাহরণ। আজ সেই ঝুলন গোস্বামীর জন্মদিন। সব মিলিয়ে ২০ বছরের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কেরিয়ার ঝুলন গোস্বামীর। মেয়েদের ক্রিকেটে প্রথম বোলার হিসেবে ওডিআইতে ২৫০ উইকেটের মাইলফলক পেরিয়েছেন ভারতের ঝুলন গোস্বামী। ২০৪টি ওডিআই ম্যাচে নিয়েছেন মোট ২৫৫ উইকেট। মেয়েদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তিনিই উইকেটের শিখরে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প, উপন্যাস মানেই 'সিনেমাটোগ্রাফি'

প্রদীপ মারিক

শরৎচন্দ্রের ছিল মাছ ধরার নেশা। বর্মার পেগুতে থাকাকালীন তিনি প্রায়ই যেতেন মাছ ধরতে। একদিন পুকুরঘাটে গিয়ে দেখলেন, এক সাহেব বেশ তরিবত করে মাছ ধরতে বসেছেন। এদিকে অল্প সময়ের মধ্যেই শরৎচন্দ্র ধরে ফেললেন একখানা বড় মাছ। তা দেখে ওই সাহেব স্পষ্ট বাংলায় শরৎচন্দ্রের মাছ ধরার তারিফ করে নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করতে লাগলেন। সুদূর পেগুতে সাহেবের মুখে বাংলা শুনে শরৎচন্দ্র তো অবাক। পরে জেনেছিলেন, সাহেব অনেকদিন কলকাতায় ছিলেন, সেখানেই বাংলা শেখেন। কথায় কথায় সাহেব জানালেন, আজ মাছ নিয়ে বাড়ি না ঢুকলে মেমসাহেব তাকে আস্ত রাখবেন না। কারণ, প্রচুর টাকা খরচ করে তিনি রেঙ্গুন থেকে পেন্ড এসেছেন স্রেফ মাছ ধরার নেশায়। এখন যদি একটাও মাছ নিয়ে যেতে না পারেন, তা হলে লজ্জার কথা। সব শুনে শরৎচন্দ্র হেসে বললেন, "আপনি কিছু মনে করবেন না, আমার মাছটি নিয়ে যান।" পেন্ডর বিখ্যাত শিকারি মিস্টার ম্যাখামের সঙ্গে শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝেই শিকারে বের হতেন। পরিবার, বন্ধু, কাউকে কিছু না জানিয়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বর্মা বর্তমান মায়ানমার পাড়ি। দিয়েছিলেন। কিন্তু জাহাজ বর্মার রাজধানী রেঙ্গুনে ঢোকার আগেই তাঁকে যেতে হল "কোয়ারান্টিন"-এ। সেই সময় কোনও বন্দরে সং ক্রামক ব্যাধি দেখা দিলে সেখান থেকে জাহাজ অন্য বন্দরে প্রবেশের আগে জাহাজকে বন্দর থেকে কিছুটা দূরে অন্য এক জায়গায় কয়েকদিন রাখা হত। একেই বলা হয় কোয়ারান্টিন। রেঙ্গুন তখন প্লেগে ভয়ংকর বিপর্যস্ত। বর্মার সাহেবসুবোরা ধরেই নিয়েছিল, প্লেগ ছড়িয়েছে তৎকালীন বম্বের বন্দরে জাহাজে যে কুলিরা কাজ করে তাদের থেকে। রেঙ্গুন ঢোকার আগেই কুলি আর ডেকের অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রও গেলেন আটকে। এক জঙ্গলঘেরা জায়গায় কাটালেন সাতদিন। অবশেষে ঢোকা গেল রেঙ্গুন শহরে। হাত একেবারে খালি। সে সময় রেঙ্গুন শহরে একটিমাত্র বাঙালি হোটেল- "দাদাঠাকুরের হোটেল"। সেখানে থেকেই শরৎচন্দ্র তাঁর মেসোমশাই অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ঠিকানা জেনে শেষমেশ পৌঁছলেন তাঁর কাছে। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন রেঙ্গুনের নামকরা উকিল। শরৎচন্দ্র সাতদিন আটকে ছিলেন শুনে মেসোমশাই বললেন, "তুই আমার নাম করতে পারলি না? আমার নাম করে কত লোক পার হয়ে যায়, আর তুই পড়ে ছিলিস কোয়ারান্টিনে!" বর্মি ভাষা শিখে শরৎচন্দ্র যদি বর্মায় ওকালতি করে, তা হলে তাঁকে আর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে হবে না, এ কথা শরতের পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায়কে অঘোরবাবু আগেই জানিয়েছিলেন। কিন্তু শরতের আর বড় উকিল হওয়া হল না। কারণ, তিনি বর্মি ভাষার পরীক্ষাতেই পাশ করতে পারলেন না। শোনা যায়, প্রণয়ঘটিত ব্যর্থতার যন্ত্রণা ভুলতে প্রথম জীবনে হাতে পয়সা পেলেই শরৎচন্দ্র বেজায় মদপান করতেন। মাঝে মদ খেয়ে বেহুঁশও দেবদাস হয়ে পড়তেন। তার বিখ্যাত উপন্যাস সৃষ্টির প্রেরণা পেলেন এই বার্মা থেকে। তিনি পতিতালয়ে গিয়েও অসুস্থ মেয়েদের চিকিৎসা করতেন।

একবার একটা মেয়ের কাছে গিয়ে দেখলেন তার বসন্ত রোগ হয়েছে। তা দেখে বন্ধুরা সকলে পালিয়ে গেলেও শরৎচন্দ্র কিন্তু পালালেন না। পয়সা খরচ করে ডাক্তার ডাকলেন, মেয়েটির চিকিৎসা করালেন। এতকিছু করা সত্ত্বেও মেয়েটি বাঁচল না। শরৎচন্দ্র তাঁর সৎকারও করেছিলেন। "দেবদাস" উপন্যাসের তৎকালীন ব্রাহ্মণ জমিদার বংশের সন্তান, পার্বতী বা পারু এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। বাংলার তালসোনাপুর গ্রামে এই দুই পরিবারের পাশাপাশি বাস। ছোটবেলা থেকেই দেবদাস ও পার্বতীর বন্ধুত্ব, যা পরবর্তীতে প্রেমের রূপ নেয়। দেবদাস বয়সে পার্বতীর চেয়ে কিছু বড়। দেবদাস ও পার্বতী একে অপরকে "পারু" ও "দেবদা" বলে ডাকে। বিদ্যালয়ে পড়াশোনা থেকে পুকুরে মাছ ধরা পর্যন্ত প্রত্যেকটি কাজই তারা একসঙ্গে করত। পার্বতী কিছু ভুল করলে দেবদাস তাকে মারতো, তবুও এদের সম্পর্ক বন্ধুর মতোই ছিল। পারুর বিয়ে হয়ে গেলে দেবদাস মর্মাহত হয়। শীঘ্র আসন্ন মৃত্যুর কথা অনুভব করতে পেরে দেবদাস, পারুকে দেওয়া তার পূর্বের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে হাতিপোতা গ্রামে পার্বতীর কাছে রওনা হয়। পার্বতীর বাড়ির সামনে পৌঁছে, এক অন্ধকার শীতের রাতে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে দেবদাসের মৃত্যু হয়। দেবদাসের মৃত্যুর খবর শুনে পার্বতী সেখানে ছুটে যায়, কিন্তু সেখানে পৌঁছনোর আগেই, বাড়ির লোকজন তাকে বাড়ির চৌকাঠ অতিক্রম করতে দেয় না। শরৎচন্দ্র তাঁর অন্যান্য অনেক উপন্যাসগুলির মতো এটিতেও তৎকালীন বঙ্গসমাজের নিষ্ঠুরতার চিত্র কঠোরভাবে তুলে ধরেছেন, যে সমাজব্যবস্থা এক সত্যিকারের প্রেমের শুভ পরিণতির এক বৃহৎ বাধা হয়ে দাঁড়ায়। রেঙ্গুনে থাকার সময় দাড়ি রেখেছিলেন। ঘন ঘন সিগারেট খেতেন। খেলতেন দাবা। জীবনচর্চায় ছিল ফরাসি বোহেমিয়ানিজমের প্রভাব। তখন তাঁর গুরু ফরাসি সাহিত্যিক এমিল জোলা। আপাত সামাজিক শরৎচন্দ্রের মধ্যে বাস করতেন নির্লিপ্ত, বাসনাশূন্য, সংসার বিবাগী আরেক শরৎচন্দ্র। তাঁর উপন্যাসগুলো গভীরভাবে পাঠ করলেই সেই মানুষটির ছায়া চোখে পড়বে। প্রথম জীবনেও তাঁর মতিগতি ছিল কিছুটা ছন্নছাড়া। এই সময়কালেই তিনি খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন দরিদ্র, লাঞ্ছিত, ধর্ম আর জাতপাতের বেড়ায় খণ্ডিত ভারতবর্ষের আসল চেহারা। পরবর্তীতে তাঁর দু'জনা আত্মজীবনীমূলক রচনা "শ্রীকান্ত" সহ একাধিক মহৎ, উপন্যাসে যার ছায়াপাত দেখা যাবে। ১৯২৭ সালে শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস 'পথের দাবি'কে ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লব ও বিপ্লবীদের উস্কে দেওয়ার অভিযোগে সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। শরৎচন্দ্র তখন রবীন্দ্রনাথকে তাঁর পাশে চেয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা করেননি। তিনি শরৎচন্দ্রকে জানান, বইখানি উত্তেজক এবং পাঠকমনকে অগ্রসর করে তোলে। শরৎচন্দ্র ভেবেছিলেন তাঁর উপন্যাস নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে নোবেলবিজয়ী কবিকে তাঁর পাশে পাবেন। কিন্তু পাননি। এতে শরৎচন্দ্র বিস্মিত হন, খুব আঘাত পান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'জন মহৎ গুণী, জনপ্রিয় লেখককে আরও মহৎ, আরও বড় করে দেখাতেই ডি লিট ডিগ্রি প্রদান করেছে। রবীন্দ্রনাথ কবি হিসেবে বিশ্বকবি ও নোবেল খ্যাত আর শরৎচন্দ্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাসাহিত্যিক হিসেবে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩১ ভাদ্র, ১২৮৩ (১৮৭৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর) হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে এখ দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯২ সালে দারিদ্রের কারণে স্কুলের ফি দিতে না পারার কারণে তাঁকে এই বিদ্যালয়ও ত্যাগ করতে হয়। এই সময় তিনি "কাশীনাথ" ও "ব্রহ্মদৈত্য" নামে দুটি গল্প লেখেন। ১৮৯৩ সালে মতিলাল পুনরায় রে ভাগলপুর ফিরে গেলে প্রতিবেশী সাহিত্যিক ভাস তথা তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুলের কে শিক্ষক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষালাভের চন্দ্র প্রতি শরৎচন্দ্রের আগ্রহ লক্ষ করে তাঁকে তাঁর লয় বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। এই বিদ্যালয় থেকে ১৮৯৪ সালে দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করে তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে ভর্তি হন। বাংলা কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) অপরাজেয় কথাসাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত। যে কোনও সময়ের বিবেচনায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক। তিনি ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনায় যে দক্ষতা দেখিয়েছেন, তা আর কোনও ঔপন্যাসিক দেখাতে পারেননি। তার বেশির ভাগ গল্প ও উপন্যাস পারিবারিক ও সামাজিক বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। শরৎ এ যুগের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক। তিনি উপন্যাস ও গল্প লিখে পাঠকের কাছে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে "বড়দিদি", "বিরাজবৌ", "বিন্দুর ছেলে", "পরিণীতা", "পণ্ডিতমশাই", "মেজদিদি, "পল্লীসমাজ", "চন্দ্রনাথ", "বৈকন্ঠের উইল", "অরক্ষণীয়া", "শ্রীকান্ত", "দেবদাস", "নিষ্কৃতী", "কাশীনাথ", "চরিত্রহীন", "স্বামী", "দত্তা", "ছবি", "গৃহদাহ", "দেনাপাওনা", "পথের দাবি", "শেষ প্রশ্ন", "বিপ্রদাস" ইত্যাদি। এ সমস্ত গল্প-উপন্যাসের কাহিনি প্রায়ই পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে গড়ে উঠেছে। শরতের আগে আমরা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনেক উপন্যাস পেয়েছি। যেগুলো হয় ঐতিহাসিক, না হয় রোমান্সধর্মী ছিল। শরৎ বঙ্কিমের পথে সাহিত্য রচনা করেননি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইতিহাস আর রোমান্সের সঙ্গে পারিবারিক এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তাকে। তিনি বাস্তব পরিবেশে চিন্তা-ভাবনা করে মানুষের জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে এমন বিষয়গুলোকে কথাসাহিত্যে তুলে এনেছেন। শরৎ সত্য ও জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষ? যেমন নির্বাচন ও নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। সমাজের অবহেলিত, নিম্নবিত্তের নারী চরিত্রকে সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। এইসব চরিত্রের মনের সত্য কথাকে তিনি অসাধারণ শিল্পকুশলতায় সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। "সবার উপরে মানুষ উপরে নাই" চণ্ডীদাসের এই তাঁর সাহিত্যকর্মে ফুটিয়ে মানুষই সত্য, মানুষের প্রেম সত্য, এই সত্যগুলোকে তিনি সাহিত্যে শিল্পরূপ দান করেছেন। প্রেমের বিচিত্র তিনি অসাধারণ শিল্পকুশলতার বাঙালি সমাজ এক সময় সং প্রেমের স্বাভাবিক প্রকাশ সমাজেরও সত্য তাহার ভগ্নি উক্তিটি শরৎচন্দ্র কবি তুলেছেন। দ্বী জীবন সত্য- ১৩ রহস্য বিশ্লেষণে নার পরিচয় দিয়েছে। রে কীর্ণ ছিল। প্রেমের স্বাভাবিক প্রকাশ সমাজে সহজ ছিল না বিশেষ করে নারী চরিত্রের প্রেমবিকাশের সুযোগ সমাজে খুব কমই ছিল। "গৃহদাহ" উপন্যাসে দেখা যায় যে, অচলা স্বামী মহিমকে ভালোবাসে। আবার স্বামীর বন্ধু সুরেশকেও ভালোবাসে। ফলে কোনদিকে যাবে অচলা নামের নারী চরিত্রটি। বেশিদিন প্রেমের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে পারেনি। একদিন অচলা স্বামীকে ছেড়ে সুরেশের সঙ্গে অজানার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে। ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন যে, নারীর ভালোবাসা দিকদর্শন যন্ত্রের মতো সব সময় যে, স্বামীর দিকে নিবেদিত থাকবে, তা নয়। যার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হবে, নারী তার দিকেই ধাবিত হবেন। এটাই শরৎ সাহিত্যের আসল কথা। তাই শরৎ সাহিত্য আমাদের নিকট এত জনপ্রিয়। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের সংখ্যা কম নয়। তবে যে গ্রন্থগুলো প্রতিনিধিত্ব করে তা হল "চরিত্রহীন", "শ্রীকান্ত" ও "গৃহদাহ"। "চরিত্রহীন" উপন্যাসে দেখানো হয়েছে সতীশ-সাবিত্রী, উপেন্দ্র-দিবাকর-কিরণময়ী চরিত্রগুলো কীভাবে সমাজের প্রচলিত বিধানের বাইরে নিজেদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলেছে এবং এ সব নর-নারীর প্রেমের বিকাশ ও বিশ্লেষণ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর "চরিত্রহীন" উপন্যাসে দেখিয়েছেন। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় "চরিত্রহীন" উপন্যাস সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, "চরিত্রহীন বঙ্গ-উপন্যাস সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।" মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসাকে প্রধান উপাদান হিসেবে রূপায়িত করে শরৎচন্দ্র সাহিত্যে নর-নারীর চরিত্র নির্মাণ করেছেন। তাই তাঁর সাহিত্য অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর লেখনীতে দেখালেন উচ্চশ্রেণি সমাজপতিরা শোষক ও অত্যাচারী তো বটেই, নিম্নশ্রেণির সাধারণ মানুষও নানা দোষে দোষী। রমেশ এই সমাজের পরিবর্তন করতে চায়। উপযুক্ত বিষয়ের আলোচনা- পর্যালোচনার মাধ্যমে দেখা যায় যে, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যকর্মে মানুষের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রেমকে রূপায়িত করেছেন। বিবাহিত বা অবিবাহিত হোক, বিধবা কিংবা সধবা হোক, যে কোনও সময় ও যে কোনও বয়সেই মানুষের জীবনে প্রেম আসতে পারে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় সমাজনিষিদ্ধ প্রেমে কীভাবে মানুষ জড়িয়ে পড়ে এবং প্রেমকে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যায়, এই বিষয়গুলো শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর গল্প ও উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। তাই সার্বিক বিচার-বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শরৎচন্দ্রের উপন্যাস বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সব থেকে নিপুণ হাতে লেখার মধ্যে। শিল্পের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হল চলচ্চিত্র। আর চলচ্চিত্রের মূল হাতিয়ার হল গল্প। আর সাহিত্য নির্ভর চলচ্চিত্র মানেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর লেখার মধ্যেই পাঠকরা খুঁজে পেত এক ছবি অর্থ্যৎ সিনেমাটোগ্রাফি। চলচ্চিত্র নির্মাতারা শরৎ সাহিত্য নিলেই সামাজিক এবং অবশ্যই বাণিজ্যিক ভাবে সফলতার মুখ দেখত।

(সৌজন্যে- দৈনিক স্টেটসম্যান)

> শরৎচন্দ্রের উপন্যাস বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সব থেকে নিপুণ হাতে লেখার মধ্যে। শিল্পের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হল চলচিত্র। আর চলচ্চিত্রের মূল হাতিয়ার হল গল্প। আর সাহিত্য নির্ভর চলচ্চিত্র মানেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর লেখার মধ্যেই পাঠকরা খুঁজে পেতে এক ছবি অর্থাৎ সিনেমাটোগ্রাফি।

সাহিত্যকে চলচ্চিত্রে আনার কান্ডারি

শিশিরকুমার ভাদুড়ি একাধারে নট, নাট্যাচার্য, প্রয়োগকর্তা। এঁর এই পরিচয়ই আমরা জানি। এখনও তিনি প্রাসঙ্গিক নাটক-সংক্রান্ত যে কোনও আলোচনায়। কিন্তু তিনি যে এক জন চলচ্চিত্র পরিচালক ও অভিনেতাও ছিলেন, সে বিষয়ে আমাদের জানাশোনা নেহাতই সীমিত। ১৯২১ সালের শেষে ম্যাডান কোম্পানিতে "আলমগীর" অভিনয় দিয়ে শিশিরকুমারের সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রবেশ। "আলমগীর"-এর সাফল্যে ম্যাডান কোম্পানির মালিক জামশেদজি ম্যাডান শিশিরকুমারকে চলচ্চিত্র পরিচালনার জন্য আমন্ত্রণ জানান। এই ম্যাডান কোম্পানিই প্রথম নির্বাক কাহিনিচিত্র "বিল্বমঙ্গল" (১৯১৯) আর প্রথম বাংলা সবাক ছবি "জামাইষষ্ঠী"র (১৯৩১) নির্মাতা। টালিগঞ্জ অঞ্চলে যেখানে ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়ো, সেখানেই ম্যাডানদের স্টুডিয়োতে শিশিরকুমার দুটো নির্বাক ছবি পরিচালনা করেন, "মোহিনী" আর "একাদশী"। প্রধান অভিনেতাও ছিলেন তিনি। ১৯২২ সালের ২ সেপ্টেম্বর কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে সেই ছবি মুক্তি পায়। পরে ম্যাডানদের হয়ে "কমলে কামিনী" বলে আরও একটা নির্বাক ছবি পরিচালনা করেন যা ১৯২৪-এ মুক্তি পায়। শিশিরকুমার যখন ছবি পরিচালনা করছেন সে সময়ে বিদ্যুত সহজলভ্য ছিল না। সেট তৈরি করে ইন্ডোর শুটিং হত। দিনের আলো থাকতে থাকতে শেষ করতে হত শুটিং। যে কারণে অল্প কিছু সময়ের মধ্যে ম্যাডানদের থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এসে নিজের নাটকের দল করেছিলেন, ম্যাডানদের চলচ্চিত্র কোম্পানির সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক একই কারণে বেশি দিন স্থায়ী হয়নি।

ক্যামেরাম্যান ননী স্যান্যাল, নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্রকে নিয়ে শিশিরকুমার তৈরি করলেন তাজমহল ফিল্ম কোম্পানি। এর স্টুডিয়ো তৈরি হল দমদম রোড আর নাগেরবাজার রোডের সংযোগস্থলে। প্রধান পৃষ্ঠপোষক হলেন ব্যারিস্টার বি কে ঘোষ। তৈরি হল সিনেমায় পুরোপুরি বাঙালি প্রতিষ্ঠান। বাঙালি প্রতিষ্ঠানের আবেগে অনেকেই ম্যাডানদের চাকরি ছেড়ে তাজমহল ফিল্ম কোম্পানিতে যোগ দিলেন। ম্যাডানদের সিনেমায় টাইটেল লিখতেন দুর্গাদাস। তিনিও যোগ দিলেন তাজমহল কোম্পানিতে। এই দুর্গাদাসই পরবর্তী কালের বিখ্যাত অভিনেতা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাজমহল ফিল্ম কোম্পানির প্রথম ছবি শরতচন্দ্রের "আঁধারে আলো"। শিশিরকুমারের উপর পরিচালনার দায়িত্ব। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন নরেশচন্দ্র মিত্র, যোগেশ চৌধুরী, দুর্গারাণী। এই ছবিতে একটা ছোট ভূমিকা ছিল দুর্গাদাসেরও। শিশিরকুমারের উপর পরিচালনার দায়িত্ব থাকলেও পর্দায় পরিচালক হিসেবে নাম ছিল শিশিরকুমার আর নরেশ মিত্রের। আসলে একটা দুর্ঘটনার কারণে ছবির প্রথমার্ধের পর শিশিরকুমার আর পরিচালনা করতে পারেননি, ফলে শেষটুকু নরেশ মিত্র পরিচালনা করেন। তাজমহল ফিল্ম কোম্পানি শুরুতে একটা বাসে করে আর্টিস্ট আর টেকনিশিয়ানদের স্টুডিয়োতে নিয়ে আসত, আবার দিনশেষে পৌঁছে দিত সেই বাসে করে। "আঁধারে আলো"-র শুটিং যখন মধ্যপথে, তখন বাসটি দুর্ঘটনায় পড়ে। শিশিরকুমার যথেষ্ট আঘাত পেয়ে কিছু দিন শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। "আঁধারে আলো" ছিল প্রথম কোনও শরত-কাহিনির চিত্ররূপ। অন্যান্য চিত্রনির্মাতা যখন পৌরাণিক কাহিনি, সামাজিক প্রহসন নিয়ে ব্যস্ত, শিশিরকুমার অনুভব করেছিলেন শরতচন্দ্রের কাহিনির জনপ্রিয়তা আর সাহিত্যগুণকে চলচ্চিত্রে নিয়ে আসা প্রয়োজন। মূল ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন শিশিরকুমার নিজে, নরেশ মিত্র, দুর্গারাণী। ছবিটি ১৯২২ সালে রসা থিয়েটারে মুক্তি পায়।

শিশিরকুমার ১৯২৯ সাল নাগাদ রবীন্দ্রনাথের "বিচারক" গল্পের চিত্ররূপ দিয়েছিলেন। ইস্টার্ন ফিল্ম সিন্ডিকেট এটি প্রযোজনা করে। অভিনয় করেছিলেন শিশিরকুমার, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, যোগেশ চৌধুরী, কঙ্কাবতী, শেফালিকা ও আরও অনেকে। অভিনেতাদের সকলেই ছিলেন শিশিরকুমারের নাট্যদলের সদস্য। ছবিখানি প্রথমে সেন্সর বোর্ড অশ্লীলতার কারণ দেখিয়ে আটকে দিয়েছিল। পরে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ১৯৩২ সালে লিবার্টি সিনেমায় মুক্তি পায়।

১৯৩১ সালে নির্বাক ছবি প্রথম সবাক হল। নির্বাক যুগের চলচ্চিত্রের আধিপত্য মূলত ছিল ম্যাডানদের হাতে। সবাক যুগে সেই আধিপত্য এল নিউ থিয়েটার্স-এর হাতে, যত দিন না সত্যজিত রায় এলেন। ১৯২৭ সাল নাগাদ পৃথিবীর নানা দেশে নির্বাক চলচ্চিত্র ক্রমশ মুখর হতে শুরু করলে, নিউ থিয়েটার্স-এর ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ১৯৩০ সাল নাগাদ সবাক ছবি তৈরির উপযোগী স্টুডিয়ো নির্মাণ শুরু করেন। প্রথমেই তিনি ছবি তৈরির জন্য প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, দেবকী বসুর সঙ্গে শিশিরকুমারকেও আহ্বান করেন। এই সবাক পর্বে শিশিরকুমার বেশ কিছু ছবি পরিচালনা করেন। তাঁর পরিচালিত ও অভিনীত ছবিগুলোর মধ্যে "পল্লীসমাজ", "সীতা", "টকী অব টকীজ", "চাণক্য", "পোষ্যপুত্র" উল্লেখযোগ্য।

১৯৩২ সালের ১ জুলাই নিউ থিয়েটার্স-এর সবাক ছবি শরতচন্দ্রের "পল্লীসমাজ" মুক্তি পায়। এর চিত্রনাট্য, পরিচালনা দুই-ই শিশিরকুমারের। অভিনয় করেছিলেন মূলত তাঁরই সম্প্রদায়ের অভিনেতা- অভিনেত্রী। ১৯৩৩ সালে শিশিরকুমার তাঁর বহুপ্রশংসিত মঞ্চনাটক "সীতা" চলচ্চিত্রায়িত করেন। সঙ্গীত পরিচালনায় বিষাণচাঁদ বড়াল, সম্পাদনায় সুবোধ মিত্র। ২৮ অক্টোবর চিত্রা আর নিউ সিনেমায় এটি মুক্তি পায়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরে মেয়র দীপক মজুমদার ও টিংকু রায়। ছবি- নিজস্ব।

উত্তরকাশী টানেল দুর্ঘটনা : অগার মেশিন ভেঙে ড্রিলিং ব্যাহত: হাসনাইন

নয়াদিল্লি,২৫ নভেম্বর (হি.স.) : উত্তরকাশীর সিল্কিয়ারা টানেলে অগার মেশিন ভেঙে ড্রিলিং-এর কাজ ব্যাহত হয়েছে। হাসনাইন শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের (এনডিএমএ) সদস্য লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) সৈয়দ আতা হাসনাইন জানিয়েছেন, উত্তরকাশীর নির্মাণাধীন টানেলে আটকে পড়া সব শ্রমিককে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। তবে ড্রিলিং করা অগার মেশিন নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কাজ ব্যাহত হয়েছে। বর্তমানে অন্যান্য ফ্রন্টে কাজ চলছে। শ্রমিকদের ৪ ইঞ্চি ও ৬ ইঞ্চি পাইপের মাধ্যমে খাবার, জল, ওষুধ ও অক্সিজেন ইত্যাদি সরবরাহ করা হচ্ছে। শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে হাসনাইন বলেন, ড্রিলিং করার অগার মেশিন নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কাজ ব্যাহত হয়েছে।

এপর্যন্ত অগার মেশিনের মাধ্যমে ৪৭ মিটার খনন করা হলেও ড্রিলিংয়ের সময় হঠাৎ করে মেশিনটি নষ্ট হয়ে যায়। মেশিনের এই ক্ষতিগ্রস্ত অংশ সরানোর চেষ্টা চলছে।

এসব টুকরো অপসারণের পর ম্যানুয়ালি আবার ৪৭ মিটার খনন কাজ শুরু করা হবে। হাসনাইন জানান, টানেলের ওপরের অংশে মেশিন পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে টানেলের ওপরের অংশ থেকেও খনন কাজ শুরু করা হবে। টানেলের উপরের অংশ থেকে শ্রমিকদের কাছে পৌঁছাতে প্রায় ৮৬ মিটার পর্যন্ত ড্রিলিং করতে হবে। দ্রুত কাজ চলছে। আটকে থাকা ধ্বংসাবশেষ সরানোরও চেষ্টাও চলছে। তিনি বলেন, আমাদের অগ্রাধিকার হল সব শ্রমিক যাতে নিরাপদে থাকে তা দেখা। তাদের স্বাস্থ্যেরও যত্ন নেওয়া হচ্ছে। মনোবল ধরে রাখতে তাদের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে।

হাসনাইন সম্প্রতি একটি সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, উত্তরাখণ্ডের ২ জন, হিমাচল প্রদেশের ১ জন, উত্তর প্রদেশের ৪ জন, বিহারের ৫ জন, পশ্চিমবঙ্গের ৩ জন, আসামের ২ জন, ওড়িশার ৫ জন এবং ঝাড়খণ্ডের ৫ জন শ্রমিক রয়েছেন। টানেলে আটকে পড়েছেন আরও ১৫ জন শ্রমিক।

বড়দিনের আগেই ঘরে ফিরবেন সুড়ঙ্গে আটকে পড়া ৪১ জন শ্রমিক, উদ্ধারকাজের মধ্যেই আশ্বাস আর্নল্ড ডিক্স-এর

উত্তরকাশি, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): নভেম্বরের ১২ তারিখ থেকে ২৫ তারিখ হয়ে গেল, এখনও আলোর মুখ দেখতে পারলেন না উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশির সিল্কয়ারা সুড়ঙ্গে আটকে পড়া ৪১ জন শ্রমিক। স্বাভাবিকভাবেই উৎকণ্ঠা বাড়ছে, তবে উদ্ধারকারী দলের সদস্যরাও হাল ছাড়ছেন না, বারবার থমকে গেলেও পূর্ণ শক্তি নিয়ে আবারও পুরোদমে উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আর মাত্র কয়েক মিটারের দূরত্ব। সেই দূরত্ব অতিক্রম করে ফেলতে পারলেই ব্যস! উত্তরকাশির ভাঙা সুড়ঙ্গে আটকে থাকা ৪১ জন কর্মীর কাছে পৌঁছে যাবেন উদ্ধারকারীরা। তবে দূরত্ব কম হলেও বার বার বাধার মুখে পড়ছে উদ্ধার অভিযান।

উদ্ধারকারী দলের আশা, খুব শীঘ্রই শ্রমিকদের উদ্ধার করা সম্ভব হবে, তবে কত সময় লাগবে তাই কেউ বলতে পারছেন না। তাড়াহুড়ো করার পরিবর্তে শান্ত মাথায় উদ্ধার প্রক্রিয়া চলছে।

শনিবার আন্তর্জাতিক টানেলিং বিশেষজ্ঞ, আর্নল্ড ডিক্স বলেছেন, 'আমরা একাধিক বিকল্পের দিকে নজর দিচ্ছি, কিন্তু প্রতিটি বিকল্পের সঙ্গে, আমরা নিশ্চিত করব কীভাবে ৪১ জন মানুষকে নিরাপদে বাড়ি ফিরে দেওয়া যায়। পাহাড় আবারও বিঘ্ন ঘটিয়েছে, তাই আমরা আমাদের পদ্ধতির বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করছি...আমি নিশ্চিত ৪১ জন মানুষ বড়দিনের মধ্যে বাড়িতে ফিরবেন...আমি সবসময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে বড়দিনের মধ্যে শ্রমিকরা বাড়িতে ফিরবেন।' উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি বলেছেন, 'সবাই কাজ করছে- কেন্দ্রীয় সরকার থেকে রাজ্য সরকার এবং সমস্ত সংস্থা। সবাই নিজেদের পূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কর্মীদের অবস্থা ও পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী মোদী। আমরা আশা আশা করছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অপারেশন শেষ হবে।'

এবার ময়দানে প্রকাশ্যে যুবককে এলোপাথারি কোপ, গ্রেফতার অভিযুক্ত

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর (হি.স.) : ফের খাস কলকাতায় ভরদুপুরে কোপানো হল এক যুবককে। অভিযোগ, ধাওয়া করে তাঁর পেটে ছুরি মারা হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাস্থল থেকেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তদন্ত চলছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, জখম যুবকের নাম সৌরভ মল্লিক (৩২)। তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলার বাসিন্দা। অভিযুক্ত যুবক ও তিনি একই জায়গায় কাজ করতেন বলে খবর। এদিন ময়দান চত্বরে দুপুর দুটো নাগাদ দুজনে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন। এর পর একটি ছোট ছুরি নিয়ে সৌরভকে আক্রমণ করেন অভিযুক্ত। তাঁকে ধাওয়া করে পেটে ছুরি মারেন। সঙ্গে সঙ্গে রক্তাক্ত অবস্থায় সৌরভকে উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে অভিযুক্তকে পাকড়াও করেছে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার উত্তপ্ত হয়েছিল চিৎপুর। দুই যুবকের মধ্যে বচসা থেকে হাতাহাতি, ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয় যুবককে। ছুরির আঘাতে প্রথমে গুরুতর জখম হন এক যুবক। তাঁকে আর জি কর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসকরা কিছুক্ষণ পর মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনার পর ২৪ ঘণ্টা কাটার আগেই ফের ময়দানে এলোপাথারি কোপালেন তাঁর প্রাক্তন সহকর্মী।

হরিয়ানার কর্ণাল জেলায় বাসে ভয়াবহ আগুন

নয়াদিল্লি,২৫ নভেম্বর (হি.স.) : শনিবার হরিয়ানা রাজ্যের কর্নাল জেলায় একটি বাসে ভয়াবহ আগুন লাগে। বাসের চালকের তৎপরতায় প্রায় ১৫ থেকে ১৭ জন মানুষ প্রাণে বেঁচে যান। যাত্রীবাহী বাসটি শনিবার কর্নাল জাতীয় সড়কে ১৫ থেকে ১৭ জন বিয়ের অতিথিকে নিয়ে আসছিল। তাঁরা সকলে দিল্লি থেকে একটি বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিলেন বলে জানা গিয়েছে। বাসের চালক পুলিশকে জানায় যে শর্ট-সার্কিট থেকেই বাসে আগুন লেগে গিয়েছিল।

তবে চালকের সতর্কতার কারণে সঠিক সময়ে বাসের যাত্রীদের নিরাপদে বাস থেকে বের করে আনা হয়েছিল। বাস চালক প্রদীপ জানিয়েছেন, যাত্রীরা দিল্লিতে একটি বিয়েবাড়ি থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। কর্নালে ফেরার পথে, চালক বাস থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন তারপরেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটি থামান। যাত্রীদের নিরাপদে বেরিয়ে আসতে বলেন। তাঁর সময়মত পদক্ষেপ নেওয়ায় একটি বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছেন বাস যাত্রীরা। ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বিভাগ ও পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। যদিও বাসটি সম্পূর্ণরূপে পুড়ে যায় বলে সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে।

নদিয়ায় ফুচকা খেয়ে অসুস্থ ৪০, গুরুতর ১০

নদিয়া, ২৫ নভেম্বর (হি.স.) : নদিয়ার নাকাশিপাড়া বেথুয়াডহরি মড়কখোলা ও মাঠপড়া এলাকায় ফুচকা খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ৪০ জন। যাঁদের মধ্যে গুরুতর অবস্থা ১০ জনের। হাসপাতালেও ভর্তি রয়েছেন অনেকে। অনেকের চিকিৎসা চলছে বাড়িতেই। ঘটনার পর থেকে আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি ফুচকা বিক্রেতার।

জানা গেথে, শুক্রবার সন্ধ্যায় মড়কখোলা ও মাঠপড়া এলাকায় এক ফুচকা বিক্রেতা ফুচকা নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর কাছেই ফুচকা খান অনেকে। শুরুতে কোনও সমস্যা না হলেও রাত বাড়তেই ঘনায় বিপদ। রাত বাড়তেই কারও পেটে যন্ত্রণা শুরু হয়, কারও বমি। শনিবার ভোরের দিকে লাগাতার বমির সঙ্গে অনেকের কাঁপুনিও শুরু হয় বলে জানা যাচ্ছে। ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে ওই দুই গ্রামে।

এদিন সকাল থেকেই চিকিৎসার জন্য ভিড় বেড়েছে বেথুয়াডহরি গ্রামীণ হাসপাতালে। অনেকের অবস্থাই গুরুতর বলে জানা যাচ্ছে। চিকিৎসকদের অনুমান, খাবারে বিষক্রিয়ার কারণেই এমনটা ঘটে থাকতে পারে। ঘটনায় তদন্তের দাবি তুলেছেন এলাকার বাসিন্দারা। প্রশাসনের কাছেও অভিযোগ জানানো হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। যদিও স্থানীয়রা জানাচ্ছেন ঘটনার খবর চাউর হতেই আর খোঁজ পাওয়া যায়নি ওই ফুচকা বিক্রেতার।

ধুলিয়ানে গ্যাস সিলিন্ডার লিক করে আগুন, জখম মহিলা

ধুলিয়ান, ২৫ নভেম্বর (হি.স.) : মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের আশ্রম পাড়ায় গ্যাস সিলিন্ডার লিক করে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল। ঘটনায় জখম হয়েছেন এক মহিলা। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে।

জানা গিয়েছে, এদিন সকালে এলাকার একটি বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার পৌঁছে দিয়ে যান ডেলিভারি বয়। পরে আগুন জ্বালাতেই গ্যাস সিলিন্ডার লিক করে ঘটে যায় বিপত্তি। আগুন দেখতে পেয়েই স্থানীয় বাসিন্দারা এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে না পেরে দমকলে খবর দেন তাঁরা। ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। সেখানে আসেন সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশও। অগ্নিকাণ্ডে জখম হন এক মহিলা। তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন ওয়ার্ড কাউন্সিলার কৃষ্ণ মণ্ডল।

২৮ নভেম্বর উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় শীতকালীন অধিবেশনের সূত্রপাত

লখনউ,২৫ নভেম্বর (হি.স.) : ২৮ নভেম্বর থেকে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় শীতকালীন অধিবেশন শুরু হবে। অধিবেশন চলাকালীন কেউ বিধানসভায় ফোন, ব্যানার নিয়ে উপস্থিত হতে পারবেন না বলে শনিবার একটি নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার সংক্ষিপ্ত শীতকালীন অধিবেশন ২৮ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে। তারিখ ঘোষণার পর নতুন নিয়ম কার্যকর হওয়ার

ওড়িশা থেকে উদ্ধার পশ্চিমবঙ্গের নিখোঁজ কলেজ ছাত্রের দেহ

হুগলি, ২৫ নভেম্বর (হি.স.) : ওড়িশার কেওনঝড় থেকে উদ্ধার পশ্চিমবঙ্গের নিখোঁজ কলেজ ছাত্রের দেহ। গত বৃহস্পতিবার ওড়িশার কেওনঝড়ের ঝরনায় পড়ে গিয়ে নিখোঁজ হন দক্ষিণ কলকাতার আশুতোষ কলেজের ছাত্র তারাশংকর সরকার। তাঁর সঙ্গে পড়ে গিয়েও একটি পাথরে আটকে কোনওমতে বেঁচে যান নীলাজ্ঞ। যদিও মাথা ফেটে আহত হন তিনি। ঘটনার পর শনিবার সকালে তারাশংকর সরকারের দেহ উদ্ধার করা হয়।

জানা গেছে, গত মঙ্গলবার আশুতোষ কলেজের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় বর্ষের ৩৮ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে ওড়িশার কেওনঝড় ও বারবিলে শিক্ষামূলক ভ্রমণে রওনা হন অধ্যাপকরা। বৃহস্পতিবার ট্রেন ধরার আগে প্রোজেক্টের অংশ হিসাবেই কেওনঝড়ের পুন্ডুল ঝরনায় যান ছাত্রছাত্রীরা। অধ্যাপকরা অন্য গাড়িতে করে সেখানে পৌঁছনোর আগেই ঘটে যায় দুর্ঘটনাটি। ঝরনাকে ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে সেলফি তোলার চেষ্টা করছিলেন দুই ছাত্র। তখনই ঝরনার জলে পা পিছলে পড়ে যান দুই ছাত্র।

পুলিশের কাছে নীলাজ্ঞর দাবি, জুতো পরা অবস্থায় পা পিছলে ঝরনার জলে পড়ে যান তারাশংকর। সে মুহূর্তে বন্ধুর হাত ধরে বাঁচাতে গিয়ে নীলাজ্ঞও জলে পড়ে যান।

প্রচণ্ড স্রোতে দু'জন মিলে এগিয়ে যেতে থাকেন। কিছুটা এগিয়ে গিয়েই ঝরনার কয়েকটি ধাপ। প্রায় ১৫ ফুট লাফিয়ে ঝরনা পড়েছে নিচের সরোবরে। প্রথমে দুজন হাত ধরে থাকলেও ঝরনা বেয়ে সরোবরে পড়ার সময় তাঁদের হাত ছেড়ে যায়। কোনওমতে সামনে একটি পাথর দেখতে পেয়ে নীলাজ্ঞ তা ধরে ফেললে পাথরের খাঁজে ঢুকে তাঁর মাথা ফেটে যায়। কিন্তু প্রচণ্ড জলের তোড়ে ভেসে যান তারাশংকর।

এনডিআরএফ এবং ওড়িশা পুলিশ যৌথভাবে ঝরনায় তল্লাশি চালায়। টানা দুদিন ধরে তল্লাশির পর হুগলির আরামবাগের বাসিন্দা প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিকের ছেলে তারাশংকরের দেহ উদ্ধার হয়।

দুঃসংবাদ পৌঁছতেই আশুতোষ কলেজের ছাত্রের আরামবাগের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ব্যানার্জিপাড়ার বাড়িতে নেমেছে শোকের ছায়া। চোখের জল বাঁধ নামছে না কারও।

রবিবার সংবিধান দিবস উপলক্ষে ভাষণ দেবেন উপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর (হি.স.) : রবিবার সংবিধান দিবস উপলক্ষে বিজ্ঞানভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভাষণ দেবেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখর। ভারতীয় আইন ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় আইন ও বিচার মন্ত্রক ২৬ নভেম্বর রবিবার বিজ্ঞান ভবনে সংবিধান দিবস উদযাপন করবে। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন জগদীপ ধনখর। তিনি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে মূল বক্তব্য পেশ করবেন। বিশ্বের জনগণের মঙ্গলের সঙ্গে সাংবিধানিক মূল্যবোধ এবং বৈশ্বিক আকাঙ্ক্ষার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র খোঁজাই এই ভাষণের লক্ষ্য হবে। ভারতের জনগণ ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর সংবিধানকে গ্রহণ করেছিল। এইবছর, সংবিধান দিবস উপলক্ষ্যে ২৬ নভেম্বর রবিবার দুপুর ২টো থেকে ৪টে পর্যন্ত পাঁচটি কারিগরি অধিবেশনের সমন্বয়ে একটি জাতীয় পর্যায়ের রূপান্তরমূলক সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। এই সেমিনারের মাধ্যমে ২০৪৭ সালের রূপকল্পের উপর দৃষ্টি দেওয়ার পাশাপাশি দেশের আইনের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করার জন্য আইন বিশেষজ্ঞ, নীতিনির্ধারক এবং শিক্ষাবিদদের একটি সুযোগ প্রদান করবে। আইন প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্ব) অর্জুন রাম মেঘওয়াল, আইন কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি ঋতু রাজ অবস্থি, সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা, এনএইচআরসি চেয়ারম্যান বিচারপতি অরুণ কুমার মিশ্র, সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বিচারপতি ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আইন বিষয়ক সচিব ড. নিতেন চন্দ্র এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ওইদিন "এ গাইড টু অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রেজোলিউশন" এবং "পারসপেক্টিভস অন কনস্টিটিউশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট" নামে দুটি বইও প্রকাশ করা হবে। এছাড়াও, ওইদিন ভারতীয় আইন ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় আইন ও বিচার মন্ত্রক সংবিধান দিবসের প্রাক্কালে জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষার্থীদের জন্য "স্বাধীনতার সীমা - মৌলিক অধিকার বনাম মৌলিক কর্তব্য" বিষয়ে একটি বিতর্কের আয়োজন করছে। এতে প্রথম বিজয়ী পাবেন ৫০,০০০ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার বিজয়ী পাবেন ৩০,০০০ টাকা এবং তৃতীয় পুরস্কার বিজয়ী পাবেন ২০,০০০ টাকা।

বড়বাজারে কাপড়ের গুদামে বিধ্বংসী আগুন, ঘটনাস্থলে দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর (হি.স.) : বড়বাজারে কাপড়ের গুদামে বিধ্বংসী আগুন। শনিবার দুপুরে বড়বাজারের কটন স্ট্রিটের একটি বহুতলের পাঁচতলায় থাকা শাড়ির গুদামে বিধ্বংসী আগুন লাগে। আগুন লাগায় কালো ধোঁয়ায় ঢেকেছে গোটা এলাকা। ঘিঞ্জি এলাকায় অগ্নিকাণ্ডে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন পৌঁছেছে ঘটনাস্থলে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালাচ্ছেন দমকল কর্মীরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুর ১টা ৪০ নাগাদ কটন স্ট্রিট এলাকার ওই গুদামটিতে আগুন লাগে। ছ'তলা ভবনের পাঁচ তলায় রয়েছে কাপড়ের গুদামটি। ধোঁয়া দেখা মাত্র দমকলে খবর দেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের পাঁচটি গাড়ি। আগুন যাতে আশপাশের বাড়িগুলিতে না ছড়ায় তার চেষ্টা চালাচ্ছে দমকল কর্মীরা।

কীভাবে আগুন লাগল তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, কাপড় এবং অন্য দাহ্য বস্তু থাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত। গোটা এলাকায় একাধিক কাপড়ের দোকান থাকায় চিন্তায় প্রশাসন। আগুন ছড়িয়ে পড়লে বিপদ বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে। আশঙ্কায় স্থানীয় সরাচ্ছে প্রশাসন।

উত্তর কেরলের বিমানবন্দরগুলির অচল উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রকে নিশানা কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর

কোঝিকোড়, ২৫ নভেম্বর (হি.স.) : কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন শনিবার উত্তর কেরলের বিমানবন্দরগুলিতে কোনোরকম উন্নয়ন না হওয়ার জন্য কেন্দ্রকে দায়ী করেছেন। শনিবার নাভা কেরালা সাদাস অনুষ্ঠানের ফাঁকে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের উদ্দেশে একথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন শনিবার উত্তর কেরলের জেলা কান্নুর এবং করিপুর বিমানবন্দরে উন্নয়নের অভাবের জন্য কেন্দ্রের সমালোচনা করেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন যে তাদের সম্প্রসারণ কেন্দ্র সরকারের নীতির কারণে খারাপ হয়ে গিয়েছে।

রাজ্য সরকারের আউটরিচ অনুষ্ঠান নাভা কেরল সাদাস অনুষ্ঠানের ফাঁকে মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি এই বিমানবন্দরগুলির ব্যাপক উন্নয়নের জন্য জনগণের দাবির উপর জোর দেন। কেরল প্রবাসীদের দেশ বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাঁদের জন্মভূমির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করার সুবিধা প্রদান করা খুবই প্রয়োজনীয়।

জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুর জেলায় বাড়ি ভেঙে মৃত ১, আহত ১

উধমপুর, ২৫ নভেম্বর (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুর জেলায় বাড়ি ভেঙে একজনের মৃত্যু হয়েছে, একজন আহত হয়েছেন। শনিবার পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুর জেলার পত্তনগড় পঞ্চায়েতের এক নম্বর ওয়ার্ডে একটি কাঁচা বাড়ি ভেঙে একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং অন্য একজন আহত হয়েছে। উধমপুরের এএসপি আনোয়ার উল হক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানিয়েছেন যে একটি কাঁচা বাড়ি ভেঙে একজনের মৃত্যু হয়েছে, এবং একজন আহত হয়েছেন। তিনি আরও জানান, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত ব্যক্তিকে ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য চেনানী কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে নিয়ে যায়। এএসপি আনোয়ার উল হক জানান, বাড়ি ভেঙে পড়ার কারণ জানতে আরও তদন্ত শুরু করা হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে বাড়ি ভেঙে মৃত্যুর ঘটনা এটিই প্রথম নয় বলেও তিনি জানান। এই বছরের মে মাসের শুরুতে জম্মু ও কাশ্মীরের কিশতওয়ার জেলায় প্রবল বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টির কারণে একটি বাড়ি ভেঙে একই পরিবারের তিন সদস্যের মৃত্যু হয়েছিল।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিং কাণ্ডে অবশেষে 'শাস্তি' পেল ৬ অভিযুক্ত

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর (হি.স.) : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিং কাণ্ডে বাংলা বিভাগের প্রথম বর্ষের পড়ুয়ার মৃত্যুতে তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য। ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ও প্রাক্তন মিলিয়ে নাম জড়িয়েছিল কিছু ছাত্রের। তাঁরা বর্তমানে জেলে।এবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শাস্তি দিল অভিযুক্তদের। এই ছয় অভিযুক্ত প্রবেশ করতে পারবে না যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে এমনটাই জানাল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

শনিবার একটি নোটিশ জারি করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, 'সব অভিযোগের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই ছ'জন আপাতত ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারবেন না। ইসি-র মিটিং থেকে এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' এদিন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একটি নোটিশ জারি করা হয়। যেখানে বলা হয়েছে, সব অভিযোগের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই ছ'জন আপাতত ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারবেন না। ইসি-র মিটিং থেকে এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসু। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের অগস্ট মাস নাগাদ যাদবপুরের মেইন হস্টেল থেকে পড়ে অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় নদিয়ায় এক কিশোরের। বিএ প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছিল সে। অভিযোগ ওঠে নৃশংসভাবে তাকে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করে মেরে ফেলা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে আপাতত ছ'জন রয়েছেন জেলে। অভিযুক্ত এই ছ'জন বর্তমানে জেলবন্দি রয়েছেন।

শনিবার বিধায়িকা মীনা রানি উদ্যোগে ক্রিয়া সামগ্রী বিলি করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম
হরেকরকম
হরেকরকম

নিউমোনিয়ার জেরে তীব্র জ্বর এবং শুকনো কাশিতে আক্রান্ত শিশুরা

ফুসফুসে সংক্রমণ তথা নিউমোনিয়ার জেরে তীব্র জ্বর ও শুকনো কাশিতে আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা। যার জেরে ক্রমশ হাসপাতালের শয্যা ভর্তি হচ্ছে শিশু রোগীতে। সম্প্রতি চিনে তৈরি হওয়া এমন উদ্বেগজনক পরিস্থিতি ভাবাচ্ছে বঙ্গের চিকিতকদেরও। গোটা পরিস্থিতির উপরে গুরুত্ব সহকারে নজরদারির কথা জানিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রকও।

মন্ত্রক সূত্রের খবর, গত অক্টোবরে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের উপপ্রজাতি বা সাব-টাইপ “এইচ ৯ এন ২”-র প্রকোপের কথা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে জানিয়েছিল চিন। এর পরে শেষ কয়েক সপ্তাহ ধরে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে একের পর এক শিশু। এই দু’টি বিষয়ই পর্যবেক্ষণ করে বৈঠকে বসেছিল ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রক। কর্তাদের দাবি, এ দেশে এইচ ৯ এন ২ এবং শ্বাসযন্ত্রে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা খুবই কম। তা-ও সব রকমের পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য দেশ প্রস্তুত রয়েছে। যদিও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যকর্তাদের আশ্বাসে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছেন না চিকিতকদের বড় অংশ। কারণ, আন্তর্জাতিক উড়ান চলাচলে এখনও কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। তাই যে রোগের প্রকোপ চিনে শিশুদের মধ্যে এখন দেখা যাচ্ছে, কোভিডের সংক্রমণের মতোই সেই সংক্রমণ কারও মাধ্যমে এ দেশে চলে আসার ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে। চিনে এখন যেমন সংক্রমণ হচ্ছে বলে খবর মিলছে, তাতে মহামারি সংক্রান্ত গবেষণা অত্যন্ত জরুরি বলেই মত জনস্বাস্থ্য বিষয়ক চিকিৎসক অনির্বাণ দলুইয়ের। তাঁর কথায়, ‘‘কোন জীবাণুর কারণে সংক্রমণ হচ্ছে, তার মারণ ক্ষমতা কতটা, কত দ্রুত তা ছড়াতে পারে, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে তা কতটা এড়াতে পারছে এই সমস্ত তথ্যের খুবই প্রয়োজন। কারণ, তার উপরে ভিত্তি করেই আন্তর্জাতিক বা জাতীয় নীতি বা নির্দেশিকা তৈরি হবে।” তাঁর আরও দাবি, সমস্ত তথ্য ঠিক মতো পাওয়া গেলে তবেই রোগের প্রকোপকে অতিমারিতে পরিণত হওয়া থেকে আটকানো সম্ভব। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, চিনের শিশুরা যে সমস্ত উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে, তা সাধারণত ইনফ্লুয়েঞ্জা, আরএসভি-ভাইরাসে আক্রান্ত হলে পাওয়া যায়। তবে তাতে সকলকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়, তেমনটা নয়। কিন্তু উত্তর-পূর্ব চিনে সংক্রমণের তীব্রতা এতটাই যে, কিছু স্কুল আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে মৃত্যুর খবর নেই। সংক্রামক রোগের চিকিতক যোগীরাজ রায় বলেন, ‘‘অক্টোবরে দক্ষিণ কোরিয়ায় একই রকমের উপসর্গ দেখা গিয়েছিল। যার নেপথ্যে ছিল মাইকোপ্লাজমা ব্যাক্টিরিয়া। কিন্তু উত্তর-পূর্ব চিনে কী কারণে সংক্রমণ হচ্ছে, তা এখনও জানা যায়নি। তাই উদ্বেগ তো একটা রয়েছেই।” চিনে শিশুদের মধ্যে নিউমোনিয়ার প্রাদুর্ভাব কেন বাড়ছে, তা জানতে চেয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও। রাজ্যের প্রাণী ও মত্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের ব. মাইক্রোবায়োলজিস্ট এবং ভাইরাস বিষয়ক গবেষক সিদ্ধার্থ জোয়ারদারের কথায়, ‘‘এই নিউমোনিয়ার সংক্রমণের আসল কারণ সামনে আসেনি। তবে, লক্ষণ দেখে আরএসভি ভাইরাস, মেটানিউমো ভাইরাস অথবা মাইকোপ্লাজমা নিউমোনিয়ার মতো ব্যাক্টিরিয়া এর কারণ হতে পারে বলে মনে হচ্ছে।’’ তিনি জানাচ্ছেন, পরীক্ষাগারে পিসিআরের মতো মলিকিউলার প্রযুক্তি ব্যবহার করে এটির কারণ সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব। তবে ওই সমস্ত ভাইরাস ও জীবাণুর মৃত্যু-হার বেশি নয়।

সূত্রের খবর, পরিচিত ভাইরাসের প্রকোপ বলে মনে করা ছাড়া এখনও পর্যন্ত অজানা জীবাণুর কথা চিনের তরফে বলা হচ্ছে না। এ দিকে, স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দাবি, করোনার সময় থেকেই জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্য নির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। তবে শিশুরোগ চিকিৎসক প্রভাসপ্রসূন গিরি বললেন, “কোন ভাইরাসের কারণে চিনে শিশুদের মধ্যে শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ বাড়ছে, তা অজানা। তাই কোভিড-১৯-এর অভিজ্ঞতা থেকেই আগাম সতর্ক থাকা প্রয়োজন। চিন থেকে আসা লোকজনদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা প্রয়োজন।”

ক্রনিক রোগের ঝুঁকি এড়াতে ভরসা রাখতে পারেন কালোজিরের উপর

পাতলা মুসুর ডাল হোক বা আলুর চচ্চড়ি, কালোজিরে ফোড়ন দিলে রান্না সুস্বাদু হয়। বাঙালি হেঁশেলে কালোজিরের জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া। নিরামিষ রান্নার পাশাপাশি বেশ কিছু আমিষ পদেও কালোজিরে অন্যতম উপকরণ। তবে কালোজিরে যে শুধু রান্নায় ব্যবহৃত হয়, তা কিন্তু নয়। স্বাস্থ্যগুণের দিক থেকেও কালোজিরের গুরুত্ব যথেষ্ট।

১) কালোজিরে ভেজানো জল উচ্চ রক্তচাপের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা নিঃসন্দেহে ভরসা রাখতে পারেন কালোজিরের উপর। এক কাপ জলে আধ চামচ মতো কালোজিরে ভিজিয়ে রেখে দিন। পরের দিন সকালে উঠে জল ছেঁকে খেয়ে নিন। সপ্তাহে তিন-চার দিন খেলে রক্তচাপের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

২) ওজন ঝরাতে হিমশিম খাচ্ছেন? কালোজিরের গুণেই ঝরবে মেদ। অনেকেই ওজন ঝরাতে চিয়াবীজ দিয়ে ডিটক্স পানীয় বানিয়ে খান। চিয়া বীজের মতো না হলেও কালোজিরে কম কার্যকরী নয়। শরীরের বাড়তি মেদ ঝরিয়ে ভিতর থেকে চনমনে রাখে কালোজিরে।

৩) ঘরোয়া টোটকায় কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে কালোজিরে ভরসা হতে পারে। একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, রজোনিবৃত্তির পর কালোজিরের গুঁড়ো খেলে এলডিএল কোলেস্টেরল দু-তিন মাসের মধ্যে ২৭ শতাংশ কমে যেতে পারে।

৪) শিশুর দৈহিক এবং মানসিক বৃদ্ধিতেও কালোজিরে বেশ উপকারী। নিয়মিত কালোজিরে, মধু খাওয়ালে শিশুর শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ দ্রুত হয়।

৫) এ ছাড়াও স্মৃতিশক্তি উন্নত করতে, হৃদ্রোগজনিত সমস্যা কমাতে, আথ্রাইটিসের ব্যথা কমাতেও কালোজিরে তেল বেশ উপকারী। কালোজিরেতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট পেশির নমনীয়তা বজায় রাখে। ত্বক ভাল রাখতেও কালোজিরে বেশ উপকারী।

শীতে গা গরম রাখতে পাঁচ রকম চা

পাহাড়ের ঢালে ছোট্ট ঝুলন্ত বারান্দা। পড়ন্ত বিকেল কিংবা সন্ধ্যার সময়ে সেই বারান্দায় বসে চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার আমেজই আলাদা। তবে পাহাড়ের ঢালে বসে বা নিজের বাড়ির বারান্দা যেখানে বসেই কাপে চুমুক দিন না কেন, চায়ের মাহাত্ম্য সব জায়গাতেই এক। শীতে ঠান্ডার দাপট থেকে বাঁচতে সকালে-বিকেলে এক পেয়ালা চায়ে চুমুক না দিলেই নয়। তবে চা তো শুধু মনের তৃষ্ণা মেটায় না। শরীর গরম রাখতেও সাহায্য করে এই পানীয়। কিন্তু কী ধরনের চা খেলে ঠান্ডা আবহাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবেন, তা জানেন কি?

১) মশলা চা

চা-প্রেমীদের কাছে এই চায়ের কদর সবচেয়ে বেশি। দুধ, চিনি দেওয়া গাঢ় চা যতই অস্বাস্থ্যকর হোক না কেন, ঠান্ডার সময়ে গা গরম রাখতে তা-ই যেন অমৃত। ফুল ক্রিম দুধের মধ্যে ছোট এলাচ, গোলমরিচ, দারচিনি, লবঙ্গ, আদা এবং চা পাতা দিয়ে ফুটিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে এই মশলা চা।

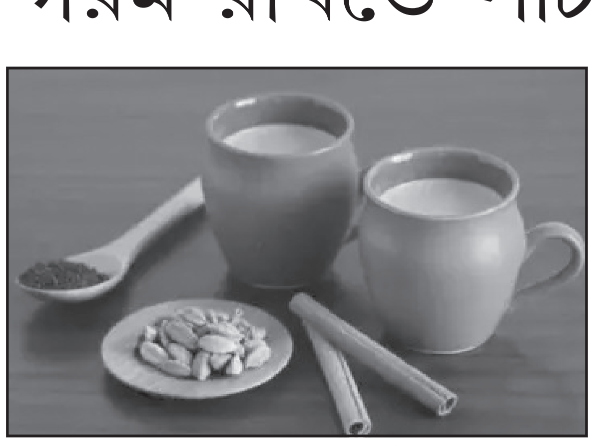

২) লেবু, গোলমরিচের চা

ঠান্ডায় সর্দিকাশি বা ফ্লুয়ের হাত থেকে বাঁচতে, এই চায়ের জুড়ি মেলা ভার। লেবুতে থাকা ভিটামিন সি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং গোলমরিচে মধ্যে থাকা ক্যাপসাইসিন শরীরের তাপমাত্রা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। তবে এই চায়ে দুধ, চিনি না মেশানোই ভাল।

৩) আদা, পুদিনার চা

গলা খুসখুস এবং সর্দিকাশিতে আরাম দেয় আদা, পুদিনার চা। সারা দিনের ক্লান্তি কাটাতেও দারুণ কাজ করে এই চা। অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদানে ভরপুর এই চা গলার ক্ষত সারাতেও সাহায্য করে।

৪) দারচিনি, ছোট এলাচের চা

শুধু ঠান্ডা লাগা বা ঠান্ডায় গা গরম রাখাই নয়, বিপাকহার উন্নত করতেও সাহায্য করে দারচিনি এবং ছোট এলাচ মিশ্রিত বিশেষ এই চা। এই পানীয়ের মধ্যে থাকা অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট রক্ত সঞ্চালনও ভাল রাখে।

৫) দারচিনি, ক্যামোমাইল চা

সারা দিনের কাজের চাপ, উদ্বেগ, ক্লান্তি কাটিয়ে দিতে অব্যর্থ এই চা। উত্তেজিত স্নায়ু শিথিল করতে এবং অনিদ্রাজনিত সমস্যা নিরাময়ে দারুণ কাজ করে ক্যামোমাইল। রোগ প্রতিরোধের জন্য ক্যামোমাইলের সঙ্গে মেশাতে পারেন দারচিনির গুঁড়ো। মন তরতাজা হয়ে উঠবে, আবার শরীরও গরম থাকবে।

ক্রমশ বাড়ছে মাখনার জনপ্রিয়তা, জেনে নিন চাষের পদ্ধতি

মাখনা পদ্মের মতো জলজ উদ্ভিদ। গোলাপি বর্ণের ফুল এবং কাঁটাযুক্ত বলের মতো সবুজ ফল হয়। প্রতিটা ফলে ১০০ থেকে ২০০ টা বীজ থাকে। বীজের শাঁস খাদ্য হিসেবে গৃহীত হয়। মাখনা এক উন্নত মানের ‘ড্রাই ফ্রুট’ হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত। বলা হয়ে থাকে শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলে অনায়াসে মাখনা খেতে পারেন। বিকল্প ফসল হিসেবে মাখনাকে বেছে নিয়েছেন অনেক চাষি। বর্তমান সময়ে এই মাখনা চাষের জনপ্রিয়তা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। লিখেছেন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শস্য বিজ্ঞান বিভাগের গবেষক তাসিকুল ইসলাম। মালদহের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে ধান চাষের প্রাধান্য দেখা গেলেও বিগত কয়েকবছর ধরে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে চাষিদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। ব্যাকটেরিয়াজনিত ধসা টুংরো রোগ, বন্যার প্রকোপ প্রভৃতি ঘটনা এখন প্রায়শই এই জেলার বিভিন্ন অংশে দেখা যায়। বিশেষ করে হরিশ্চন্দ্রপুর এবং তার পার্শবর্তী এলাকাজুড়ে তার প্রাদুর্ভাবটা একটু বেশি। এই সমস্ত কারণে এখানকার চাষিরা শুধুমাত্র ধান চাষের উপর নির্ভরশীল না থেকে বিকল্প ফসল হিসেবে মাখনাকে বেছে নিয়েছেন। বর্তমান সময়ে এই মাখনা চাষের জনপ্রিয়তা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মাখনা আসলে কী?

মাখনা পদ্মের মতো জলজ উদ্ভিদ, এর বিজ্ঞান সম্মত নাম ইউরিয়েল ফেরক্স যা জলজ পদ্মের গোত্রে অন্তর্ভুক্ত। এটি ফক্সনাট নামেও পরিচিত। বিশালাকার গোলাকৃতি ভাসমান সবুজ পাতার উভয়পৃষ্ঠ কাঁটাযুক্ত, পাতার নীচের দিক গাঢ় বেগুনি বর্ণের। গোলাপি বর্ণের ফুল এবং কাঁটাযুক্ত বলের মতো সবুজ ফল হয়। প্রতিটা ফলে ১০০ থেকে ২০০ টা বীজ থাকে। বীজ শক্ত কালো খোসাযুক্ত হয়। বীজের মধ্যে থাকা পেরিস্পারম বা শাঁস খাদ্য হিসেবে গৃহীত হয় যা দেখতে সাদা এবং স্টার্চ প্রকৃতির।

মাখনার ব্যবহার

মাখনা এক উন্নত মানের ড্রাই ফল হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত। বলা হয়ে থাকে শিশু থেকে বৃদ্ধ সবায় অনায়াসে মাখনা খেতে পারেন। মাখনার শাঁসে ৯.৭ শতাংশ প্রোটিন, ০.১ শতাংশ ফ্যাট, ০.৫ শতাংশ খনিজ পদার্থ এবং ৭৬.৯শতাংশ শর্করা থাকে। এছাড়াও এর মধ্যে আয়রন, ক্যারোটিন এবং অন্যান্য খনিজ পদার্থ থাকে। মাখনার খই বিভিন্ন মিষ্টান্ন তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। ক্ষীর, সিমাই, হালুয়া ইত্যাদি তৈরিতেও মাখনার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মাখনা রায়তা, ডাল মাখানির অন্যতম উপাদান হল মাখনা। ঘিয়ে ভাজা মাখনা স্নাক্স হিসেবে খাওয়া যায়। বিভিন্ন রোগের ওষুধ যেমন ডায়েরিয়া, কিডনি জনিত সমস্যা, বাতের সমস্যা প্রভৃতি তৈরিতেও মাখনার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বস্ত্রশিল্পের স্টার্চ তৈরিতে মাখনা কাজে লাগে। মাখনার উপজাত পদার্থগুলি গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগির উন্নতমানের খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

গতানুগতিক পদ্ধতি অনুযায়ী মাখনা ৪-৫ ফুট গভীরতার জলাশয়ে চাষ হয়। তবে মালদহ জেলার বিভিন্ন অংশে নীচু ধানের জমিতে ১ ফুট গভীরতায় মাখনা চাষ করা হয়। জমি হালকা খনন করে ও জল জমিয়ে মাখনা চাষ হয়।

চারা তৈরি

এক একর মাখনা চাষের জন্য সাধারণত ২০০ বর্গ মিটার জায়গায় চারা তৈরি করা হয়। চারা তৈরির জন্য ২-৩ বার গভীর চাষ দেওয়া হয়। জমি তৈরির সময় একর প্রতি ৮০-৯০ কেজি ইউরিয়া, ১৪০-১৫০ কেজি সুপার ফসফেট এবং ২৫-৩০ কেজি পটাশ প্রয়োগ করা হয়। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ৮ কেজি বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং জমিতে ১ ফুট মতো জল দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। তবে সাধারণত জমিতে আগের বছরের ঝরে পরে থাকা বীজ থেকে চারা তৈরি হয়ে যায়।

চারা রোপণ

রোগমুক্ত স্বাস্থ্যবান চারা ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ১মি অ ১মি বা ১.২৫মি. অ ১.২৫মি. দূরত্বে মূল জমিতে রোপণ করা হয়। মূল জমি তৈরির জন্য ২-৩ বার গভীর চাষ দিয়ে মই দিয়ে জমি লেভেল করা হয়। সার হিসেবে একর প্রতি ৭০-৮০ কেজি ইউরিয়া, ৫০-৬০ কেজি ডিএপি এবং ২৫-৩০ কেজি পটাশ প্রয়োগ করা হয়। সঙ্গে ৫-৬ টোন গোবর সারও দেওয়া হয়। জলজ পোকা এবং অন্যান্য ক্ষতিকারক পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ফিউরাডন ৮-১০ কেজি বা ক্লোরপাইরিফস ১০ শতাংশ ও ৪-৫ কেজি একরে দেওয়া হয়। এছাড়াও বিভিন্ন অনুখাদ্য, সামুদ্রিক আগাছা নির্যাস ইত্যাদি প্রয়োগ করা হয়।

ফলন

বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য মাসে গাছে গোলাপি বর্ণের ফুল দেখা যায়। ফুল আসার ৩০-৩৫ দিন পরে ফল পরিপক্ক হয়। পরিপক্ক হওয়ার পর ফল ফেটে যায় এবং বীজগুলি জলে ভাসতে থাকে। ২-৩ দিন এভাবে থাকার পর সেগুলি জলের নীচে ডুবে যায়। ভাদ্র- আশ্বিন মাসে জলের তলায় অনেকগুলি বীজকে কাদাসহ বেশ কয়েক জায়গায় একত্রিত করা হয় এবং গঞ্জা নামক বাঁশের তৈরি যন্ত্রের সাহায্য সেগুলি জল থেকে তোলা হয়। এরপর ওই শিঙের মতো যন্ত্রের মধ্যে বীজগুলিকে ভালভাবে ঘষে পরিস্কার করা হয়। ফলন হিসেবে একর প্রতি ৯০০-১২০০ কেজি বীজ পাওয়া যায়। খই তৈরি বীজগুলিকে প্রথমে রোদে শোকানো হয়। তারপর সেগুলি মাটির পাত্র বা লোহার কড়াইয়ে ২৫০- ৩০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ভাজা হয়। ৫-৬ মিনিট অনবরত নাড়তে থাকতে হয় এবং মাখনার জলীয় অংশের পরিমাণ ২০ শতাংশে আনা হয়। এরপর বীজগুলিকে ২-৩ দিনের জন্য ঘড়ের তাপমাত্রায় রাখা হয়। ২০০-২৫০ গ্রাম বীজ লোহার কড়াইয়ে ২৯০-৩৪০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় আবার ভাজা হয়। এইভাবে ২-৩ টি কড়াইয়ে একটির পর আর একটিতে স্থানান্তরিত করা হয়। শেষ কড়াইয়ে ভাজার সময় ফটাস ফটাস শব্দ হলে ওই গরম বীজ তুলে নিয়ে কাঠের হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলে শক্ত বীজের খোসা ফেটে খই বেরিয়ে আসে। ১০০ কেজি মাখনা বীজ থেকে ৪০- ৪৫ কেজি খই পাওয়া যায়।

আনুমানিক মুনাফা বর্তমান মাখনা বীজের বাজার মূল্য ১৮ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকা প্রতি কুইন্টাল। এক একরে আয়গু ১৮০০০০- ২০০০০০ টাকা (গড় ফলন ১০ কুইন্টাল ধরা হল)। এক একরে খরচগু ৩০০০০- ৫০০০০ টাকাএক একরে লাভগু ১২০০০০- ১৫০০০০ টাকা। বীজ থেকে খই করে বিক্রি করলে লাভের পরিমাণ আরও কিছু বেশি হয়। মাখনা চাষে সমস্যা চাষের শুরু থেকে শেষ অবধি জমিতে জল জমিয়ে রাখতে হয়। মাখনা পরিপক্ক হতে প্রায় ৮-৯ মাস সময় লাগে এবং সারাবছর জলে ডুবে থাকায় মাটির গঠনের বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটে। তাই সেই জমিতে অন্য কোনও ফসল চাষ প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। পাতা খেকো লেদা জাতীয় পোকার খুব সমস্যা দেখা যায়। জমি থেকে মাখনা বীজ তোলাটা খুব জটিল প্রক্রিয়া এবং প্রচুর সুদক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। বীজ থেকে খই বার করতে প্রচুর সময় লাগে এবং সেটা খুব কষ্টকর প্রক্রিয়া। এসব বিভিন্ন সমস্যা থাকা সত্ত্বেও লাভের পরিমাণটা অন্যান্য ফসলের তুলনায় বেশি থাকায় এর চাষ দিন দিন বেড়েই চলেছে।

বিয়ার খেয়ে ২৮ দিন বেহুঁশ যুবক

মদের গ্লাসে চুমুক দেবেন আর হ্যাংওভার হবে না, তেমন আশা করা অনুচিত। কিন্তু তাই বলে ২৮ দিন! মদ্যপানের ২৮ দিন পরেও হুঁশ ফেরেনি ৩৪ বছর বয়সি এক যুবকের। হ্যাংওভার-এর নিরিখে রেকর্ড গড়লেন তিনি।

২৮ দিন আগে ওই যুবক প্রায় ৩৪ লিটার বিয়ার খেয়েছিলেন। অত বিয়ার খাওয়ার ফলে স্বাভাবিক ভাবেই জ্ঞান ছিল না তাঁর।

সেই সঙ্গে সারা শরীরে ব্যথা, মাথা ঘোরা, ঝিম লাগা, চোখে ঝাপসা দেখার মতো উপসর্গগুলিও ছিল। প্রথম দু’দিন আক্ষরিক অর্থেই তিনি বেহুঁশ ছিলেন। তার পর হুঁশ এলেও বাকি সমস্যাগুলি ছিল। চলাফেরার শক্তিও হারিয়েছিলেন। যুবক ভেবেছিলেন, একটু সময় দিলেই ঠিক হয়ে যাবেন। কিন্তু ২০ দিন পরেও শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন না হওয়ায় চিকিতকের কাছে যান। চিকিতক সিটি স্ক্যান করেন। কোনও অস্বাভাবিকতা ধরা না পড়ায় দ্বিতীয় বার সিটি স্ক্যান করানো হয়। দ্বিতীয় বারের সিটি স্ক্যানের রিপোর্টে ধরা পড়ে মাথায় জমাট বেঁধে আছে রক্ত।

অ্যান্টিবডি শরীরের বিভিন্ন কোষে আক্রমণ করতে শুরু করেছে। ফলে শারীরিক দুর্বলতা রয়েছে। স্নায়ুগুলির মধ্যে রক্তক্ষরণ চলছে বলে দৃষ্টিশক্তিও ঝাপসা। আপাতত ওই যুবক চিকিৎসাধীন রয়েছেন। একসঙ্গে অত্যধিক পরিমাণে মদ্যপান নানা শারীরিক সমস্যা ডেকে আনতে পারে বলে জানাচ্ছেন চিকিৎসাকেরা। নিয়মিত মদ্যপান করলেও এত সমস্যা হয় না, যতটা একসঙ্গে অনেকটা পরিমাণ খেয়ে নিলে হয়। অনেক সময় মৃত্যুর ঝুঁকিও থেকে যায়। তাই একবারে বেশি মদ খেতে কঠোর ভাবে নিষেধ করছেন চিকিতকেরা। কারও যদি অন্য কোনও রোগ থেকে থাকে, সে ক্ষেত্রে আরও বাড়াবাড়ি কিছু হতে পারে।

কোন খাবার বেশি খেলে ওজন বাড়বে না, উল্টে কমে যাবে

শরীরের কাজকর্ম সুষ্ঠু ভাবে চালানোর জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। সেই শক্তি আসে খাবার থেকে। শরীর চালানোর জন্য এই শক্তি বাবদ যতটা ক্যালোরি দরকার, খাবারে যদি তার চেয়ে বেশি ক্যালোরি থাকে, তা হলেই শরীরের আনাচ-কানাচে মেদ জমতে শুরু করে। আর কম ক্যালোরি থাকলে, জমা মেদ থেকে শরীর শক্তি তৈরি নেয়।

ফলে মেদ জমতে পারে না শরীরে। তাই সুস্থ থাকার জন্য অনেকেই ক্যালোরি-শূন্য খাবারের খোঁজ করেন। কিন্তু ক্যালোরি-শূন্য খাবার বলে কিছু হয় না। তবে যদি এমন খাবার খাওয়া যায়, যাতে ক্যালোরির পরিমাণ শরীরের চাহিদার চেয়ে অনেকটা কম, তা হলে মেদ কমবে। এমনই একটি খাবার হল টোম্যাটো। তাই ওজন ঝরানোর ডায়েটে স্যালাড হোক বা রান্নায়, টোম্যাটো রাখতে পারেন। টোম্যাটোর রস করে খাওয়াও কিন্তু বেশ উপকারী। জেনে নিন, টোম্যাটো কী ভাবে ওজন ঝরাতে সাহায্য করে।

১) টোম্যাটোতে ক্যালরির মাত্রা কম, জল থাকে বেশ ভাল পরিমাণে। তাই ওজন ঝরানোর ডায়েটে টোম্যাটো বেশি করে রাখাই যায়। টম্যাটো খেলে পেট অনেক ক্ষণ ভরা থাকে, খুব বেশি কোনও কিছুই খেতে ইচ্ছে করে না।

২) টোম্যাটোতে দ্রবণীয় ও অদ্রবণীয় ফাইবার থাকে। ফাইবার হজমশক্তি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। পেট ভাল রাখতে, হজমের গোলমাল কমাতে এর জুড়ি মেলা ভার। কোষ্ঠকাঠিন্যের দাওয়াই হিসাবেও টোম্যাটো খেতে পারেন।

৩) টোম্যাটোতে ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড থাকে। এই যৌগ খিদের প্রবণতা কমাতে সাহায্য করে। তাই উচ্চ ক্যালোরি যুক্ত কোনও কিছুই খেতে তেমন ইচ্ছে করে না।

৪) টোম্যাটোতে থাকা ক্যাপসাইকিন যৌগ বিপাক হার বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। এই যৌগ মেদ পুড়িয়ে শরীরে শক্তির জোগান দেয়।

৫) টোম্যাটোতে লাইকোপেনে নামক একটি অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট থাকে। এই অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট ওজন কমাতে বেশ উপকারী। এই অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট মেদ ঝরাতে ও শরীরে ইনসুলিনের ভারসাম্য ঠিক রাখতে সাহায্য করে। এই দুই মিলিয়ে ওজনও বাগে রাখা সম্ভব হয়।

শনিবার বিধায়ক সুদীপ রায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেসের এক কার্যকারিনী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

অভ্যন্তরীণ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ নিয়ে ভারতের গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব

মনির হোসেন,ঢাকা,নভেম্বর ২৫।। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন বলেছেন, কোনো দেশ যদি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে, তাহলে অবশ্যই বাংলাদেশ তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার চেষ্টা করবে এবং তাদের বোঝানোর চেষ্টা করবে যে, বাংলাদেশের উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই।
বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে ডব্লিউআইওএনের কূটনৈতিক প্রতিবেদক সিধান্ত সিবালকে তিনি বলেন, আপনারা জানেন, প্রতিটি দেশেরই তাদের অধিকার বা এখতিয়ার রয়েছে এবং তারা সবাই আমাদের উন্নয়ন সহযোগী। মাসুদ মোমেন বলেন, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিনয় মোহন কোয়াত্রা ২২ ভারত-মার্কিন বৈঠকের পর ভারতের অবস্থান কী তা আগেই বলেছেন। মাসুদ বলেন, তিনি আমার কাছে এ কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন এবং এই অবস্থানের প্রশংসা করেছেন যে নির্বাচন আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং আমাদের প্রতিষ্ঠান ও জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে এবং সরকারও অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মাসুদ বলেন, বর্তমানে কয়েকটি রাজনৈতিক দল ছাড়া সব রাজনৈতিক দল প্রার্থী মনোনয়ন, বাছাইয়ের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতেছে। আশা করে তিনি বলেন, জনগণের অংশগ্রহণে তারা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করবে এবং বিদেশি পর্যবেক্ষকদের স্বাগত জানানোর জন্য উন্মুক্ত থাকবে, যাতে তারা এসে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে পারে এবং দেখতে পারে যে তারা কতটা অবাধ ও সুষ্ঠু। অপর এক প্রশ্নের জবাবে মাসুদ বলেন, কিছু কিছু কৃষিপণ্য আছে যেখানে ঘাটতি রয়েছে। তিনি বলেন,আমরা যদি ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কিছু নিশ্চয়তা পেতে পারি যে দ্রুত সময়ের মধ্যে এগুলো বাংলাদেশে সরবরাহ করা যেতে পারে, যদি না ভারতে কিছু অভ্যন্তরীণ বাধ্যবাধকতা যেমন ঘাটতি থাকে। সুতরাং, আপনি জানেন, যদি সেই আশ্বাস দেওয়া হলে আমরা তাতে নীতিগতভাবে একমত হবো। তবে প্রাসঙ্গিক প্রতিষ্ঠান ও প্রাসঙ্গিক সংস্থাগুলোকে বাছাই করার সমস্যা এবং এটি কীভাবে করা যেতে পারে, সেই ব্যবস্থা করতে কিছুটা সময় লাগতে পারে। তবে নীতিগতভাবে এটি দুর্দান্ত।
মাসুদ বলেন, শুক্রবার তিনি ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিনয় মোহন কোয়াত্রার সঙ্গে খুব ফলপ্রসূ আলোচনা করেছেন এবং অনেক দ্বিপক্ষীয় বিষয় এবং আঞ্চলিক ও বহুপক্ষীয় বিষয় নিয়েও আলোচনা করেছেন।তিনি বলেন,আমরা ২০২৩ সালে সংঘটিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছি এবং কীভাবে আমরা নিকট ভবিষ্যতে অর্থাৎ ২০২৪ এবং তার পরেও নিজেদের অবস্থান নির্ধারণ করতে চাই। বাংলাদেশ সফলভাবে এলডিসি উত্তরণের মানদণ্ড পূরণ করেছে এবং ২০২৬ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময়সীমা নির্ধারণ করায় তারা সিইপিএ নিয়ে আলোচনা করেন। মাসুদ বলেন, সুতরাং, সমস্ত আন্তর্জাতিক সহায়তা ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হবে, যদিও কিছু দেশ স্বতন্ত্রভাবে ২০২৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশকে কিছু রূপান্তর ব্যবস্থা দিয়েছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব বলেন, ভারত সাফটা"র বিধানসহ বিভিন্ন সহায়তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, যার মাধ্যমে সার্কের অধীনে স্বল্পোন্নত দেশগুলো নির্দিষ্ট কিছু ক্যাটাগরিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে। তাই ২০২৬ সালের পর পরিস্থিতি ভিন্ন হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। তাই আমরা সিইপিএ বা কমপ্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট নিয়ে আলোচনা করছি এবং দুই বাণিজ্য মন্ত্রণালয় একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে, তারা একটি কারিগরি কমিটি গঠন করেছে। তিনি আরও বলেন, আমরা সিইপিএ চালু করতে পারি, বিশেষ করে ২০২৬ সালের নভেম্বরের মধ্যে।
পররাষ্ট্র সচিব ভারতীয় পররাষ্ট্র দপ্তরের সচিবের সঙ্গে পরামর্শের জন্য নয়া দিল্লিতে ছিলেন। সাক্ষাৎকালে পররাষ্ট্র সচিব কানেক্টিভিটি, রোহিঙ্গা সংকট, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের কোটাসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

নিউটাউনে পুকুর থেকে দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিউটাউন, ২৫ নভেম্বর (হি.স.) : নিউ টাউন হাতিয়ারা ঝিলবাগান পূর্বাচলের কাছে একটি পুকুর থেকে দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শনিবার দুপুর ১২টা নাগাদ এলাকার মানুষজন পুকুরে মৃতদেহ ভাসতে দেখেন। এলাকাবাসী দ্রুত ইকোপার্ক থানায় খবর দেয়। তাঁরা এসে দেহ উদ্ধার করেছে।
পুলিশ সূত্রে খবর, আধিকারিকরা ওই ব্যক্তির নাম পরিচয় জানার চেষ্টা করেছেন। ইতিমধ্যেই মৃতদেহ উদ্ধার করে বিধান নগর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ হাসপাতালে পাঠানো হবে। তবে সেই রিপোর্ট এলেই জানা যাবে মৃত্যুর আসল কারণ কী।
২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রসেনজিৎ নাগ বলেন, "পাড়ার লোকেরা ফোন করেছিল। তখন দেখলাম মাঝ বয়সী একটি লোকের মৃতদেহ ভাসছে পুকুরে। আমি এসে দেরী না করে ইকোপার্ক থানার পুলিশকে খবর দিই। যেহেতু জলে ভাসছিল তাই আঘাতের চিহ্ন বুঝতে পারিনি। সবটাই ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে।"

বাংলাদেশের সাতক্ষীরায় ট্রাক-প্রাইভেটকার সংঘর্ষে দুই ভারতীয়র মৃত্যু

মনির হোসেন,ঢাকা,নভেম্বর ২৫।। বাংলাদেশের সাতক্ষীরায় ট্রাক ও প্রাইভেটকারের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই ভারতীয় নাগরিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন।
শনিবার (২৫ নভেম্বর) সকালে সাতক্ষীরা বিজিবি ক্যাম্পের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিদুল ইসলাম। নিহত দুই ভারতীয় নাগরিক হলেন- ছবি বিশ্বাস (৩৬) ও অসীম কুমার (৪৫)। তারা ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। এ ছাড়া সজীব নামে প্রাইভেটকারেটচালক আহত হয়েছেন।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সকালে খুলনা থেকে প্রাইভেটকারযোগে সাতক্ষীরা অভিমুখে আসার সময় বিজিবি ক্যাম্পের সামনে একটি তেলবাহী ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই দুইজন নিহত হন। আহত চালককে আশঙ্কাজনক অবস্থায় সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ওসি মহিদুল ইসলাম জানান, নিহত ওই দুই ভারতীয় নাগরিক রেলপথ মন্ত্রণালয়ে চাকরি করতেন। তাদের লাশ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।

সামশেরগঞ্জে উদ্ধার বালতি ভর্তি তাজা বোমা

সামশেরগঞ্জ, ২৫ নভেম্বর (হি.স.) : মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের হাসুপুরে ফিডার ক্যানেল সংলগ্ন একটি জঙ্গল থেকে বালতি ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার করল পুলিশ। শনিবার সকালে এ ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।
এদিন সকালে বোমাগুলি প্রথমে দেখতে পেয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরাই খবর দেন পুলিশে। খবর পাওয়া মাত্রই এলাকায় ছুটে আসে পুলিশ। যে জায়গায় বোমাগুলি পাওয়া গিয়েছে সেই গোটা জায়গাটিই ঘিরে ফেলা হয়েছে। খবর গিয়েছে বোম্ব স্কোয়াডের কাছেও। বোমার উৎস সন্ধানে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের।
প্রসঙ্গত, দুর্গাপুজোর সময়েও সামশেরগঞ্জে আম বাগানের মধ্যে থেকে উদ্ধার হয়েছিল বোমা। ষষ্ঠীর সকালে সামশেরগঞ্জ থানার খেজুরতলা এলাকা থেকে দুই বালতি বোমা উদ্ধার করেছিল পুলিশ। এবার ফের উদ্ধার হল বোমা।

অর্থ পাচার মামলায় তদন্তের স্বার্থে তল্লাশি অভিযান ইডির

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর (হি.স.) : এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট, রিয়েল এস্টেট ফার্ম সুপারটেক এবং এর প্রতিষ্ঠাতাদের বিরুদ্ধে অর্থ পাচার (মানি লন্ডারিং) মামলার তদন্তের জন্য অনুসন্ধান শুরু করেছে। শনিবার আধিকারিকদের থেকে এই তথ্য জানা গিয়েছে। গুরুগ্রামে রিয়েলটি মেজর ডিএলএফ-এর প্রাঙ্গনে অনুসন্ধান শুরু করেছে ইডি। গত কয়েকদিন ধরেই এই অভিযান চালাচ্ছে ইডি। অভিযান চালিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নথিও পেয়েছে ইডির আধিকারিকরা।

দিনাজপুরে বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী পাইপলাইন ছিদ্র করে তেল চুরি

মনির হোসেন,ঢাকা,নভেম্বর ২৫।। বাংলাদেশের দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলার ফতেজংপুর ইউনিয়নের অংশে বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী পাইপলাইন ছিদ্র করে তেল চুরির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে চারজনকে।
শুক্রবার (২৪ নভেম্বর) সকালে উপজেলার চক ইসবপুর এলাকায় পাইপ লাইনে বিশেষ কায়দায় ছিদ্র করে তেল চুরির বিষয়টি জানতে পারেন সংশ্লিষ্টরা। দুপুরেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন দিনাজপুর জেলা প্রশাসক শাকিল আহমেদ, চিরিরবন্দর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) এ কে এম শরীফুল হক এবং বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী পাইপ লাইনের ঊর্ধতন কর্মকর্তারা। গ্রেপ্তার চারজন হলেন- চিরিরবন্দর উপজেলার উত্তর ভবানীপুর (ডাঙ্গারহাট) গ্রামের বাসিন্দা জাহাঙ্গীর আলম (২৭), পার্বতীপুর উপজেলার সোনাপুকুর গ্রামের বাসিন্দা মানিক শাহ (৪৫), নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার সাশকান্দর গ্রামের বাসিন্দা নাজমুল হক (৬৫) ও একই এলাকার আমিনুল ইসলাম (৪৮)। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চিরিরবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বজলুর রশিদ। তিনি বলেন, এ ঘটনায় থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিষয়টি অধিকতর তদন্ত করা হচ্ছে। আটক চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
ওসি জানান, পাইপলাইনে বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। যাতে করে কোথাও ছিদ্র করা হলে বা সমস্যা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ধরা পরে। তেল চুরি হচ্ছে বিষয়টি মেশিনের সাহায্যে প্রথমে বুঝতে পারেন ভারতীয় প্রকৌশলীরা। তারা পার্বতীপুর ডিপোতে জানালে সেখান থেকে চিরিরবন্দর থানাকে জানানো হয়। তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানটিকে চিহ্নিত করে। এরপর জমির মালিক, জমিতে সেচ দেয়া শ্যালো মেশিনের মালিক, প্রতিষ্ঠানের দুই লাইনম্যানকে আটক করা হয়।
এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক শাকিল আহমেদ বলেন, তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। ওই পাইপ লাইনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিষয়টি পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। উল্লেখ্য, ভারত থেকে কম খরচে এবং কম সময়ে পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল আমদানি করতে এই পাইপলাইন স্থাপন করা হয়। ১৮ মার্চ দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি পাইপলাইনে তেল আমদানি কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। পাইপলাইনটি শেষ হয়েছে দিনাজপুরের পার্বতীপুর বিপিসি রেলহেড ডিপোতে। এটির বাংলাদেশ অংশের পরিমাণ ১২৬.৫৭ কিলোমিটার এবং ভারত অংশে ৫ কিলোমিটার।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অবদান, ডঃ মঙ্গলম স্বামীনাথন জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হচ্ছেন ৬ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): ডঃ মঙ্গলম স্বামীনাথন ফাউন্ডেশন ২০২৩ সালের জন্য সাংবাদিকতা, বিজ্ঞান রিপোর্টিং, শিল্প ও সংস্কৃতি, চিকিৎসা, অসদাচরণ তদন্ত এবং সমাজসেবা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ৬টি মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় পুরস্কার ঘোষণা করেছে। আগামী ২৯ নভেম্বর বিকাল পাঁচটায় দিল্লির শ্রী রাম সেন্টার, মান্ডি হাউসে আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে এই পুরস্কার প্রদান করা হবে। ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ডঃ আর. বালাশঙ্কর বলেছেন, বিজ্ঞান রিপোর্টিংয়ে জাতীয় রাজনৈতিক বক্তৃতায় অবদানের জন্য ডঃ মঙ্গলম স্বামীনাথন জাতীয় পুরস্কার ২০২৩ প্রদান করা হবে দূরদর্শনের (দিল্লি) সিনিয়র উপদেষ্টা সম্পাদক এবং উপস্থাপক অশোক শ্রীবাস্তবকে। শ্রেষ্ঠত্ব ও গবেষণা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগে তাকে এই পুরস্কার দেওয়া হবে।সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য মনোরমা টিভির পরিচালক জনি লুকোস, শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য দৈনিক মাতৃভূমি (কোঝিকোড়)-র আর্ট এডিটর পিভি মদনমোহনন, শিল্প ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য দক্ষিণ ভারতের শীর্ষস্থানীয় প্লেব্যাক গায়ক এম জি শ্রীকুমার, দুর্নীতিকে তুলে ধরার জন্য ওয়েব মিডিয়া মরুনাদান মালয়ালির প্রতিষ্ঠাতা এবং এডিটর-ইন-চিফ সজন সাকারিয়াকে সম্মানিত করা হবে। এছাড়াও স্বামী চৈতন্যানন্দ স্বামী মদুরানন্দ, ভেলিমালাই শ্রী বিবেকানন্দ আশ্রম, কালাপাদি, তামিলনাড়ুকে সমাজসেবার ক্ষেত্রে তাঁদের উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য """শ্রী দত্তোপন্ত থেংগাদি সেবা সম্মান-২০২৩"""" দিয়ে সম্মানিত করা হবে। এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী ডঃ মুরলি মনোহর জোশী।
প্রকৃতপক্ষে, ডঃ মঙ্গলম স্বামীনাথন ফাউন্ডেশন প্রতি বছর সাংবাদিকতা ও সমাজসেবা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা চমৎকার কাজ করে তাদের সম্মাননা প্রদান করে থাকে। সিনিয়র সাংবাদিক এবং প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ আর কে সিনহাকে ২০২০ সালের সাংবাদিকতায় অসামান্য অবদানের জন্য ডঃ মঙ্গলম স্বামীনাথন পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছিল। ২০২১ সালে সাংবাদিকতায় অসামান্য অবদানের জন্য সিনিয়র সাংবাদিক শ্রীরাম যোশীকে এই পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।
মালায়ালম মনোরমার ভারুগিস থমাস এবং শালভ উপাধ্যায় যথাক্রমে ২০২০ এবং ২০২১ সালের জন্য বিজ্ঞান সাংবাদিকতায় অসামান্য অবদানের জন্য ফাউন্ডেশন দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন। ভারত বিকাশ পরিষদ সারা দেশে সেবা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে চমৎকার অবদানের জন্য ফাউন্ডেশন কর্তৃক সম্মানিত হয়েছে। গত বছর, দৈনিক জাগরণ-এর জাতীয় সম্পাদক বিষ্ণু ত্রিপাঠী সাংবাদিকতায় অসামান্য অবদানের জন্য ফাউন্ডেশন কর্তৃক সম্মানিত হয়েছিলেন।

আবার মুম্বইয়ে ফিরতে চলেছেন হার্দিক পান্ডিয়া!

মুম্বই, ২৫ নভেম্বর(হি.স.): আইপিএলএর ১৭তম আসরে আবার দল পরিবর্তন করতে যাচ্ছেন হার্দিক পান্ডিয়া। তিনি গুজরাট টাইটান্স ছেড়ে পুরনো দল মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সে ফিরছেন।
গত দু বছর গুজরাট টাইটান্সের হয়ে দারুণ সময় কাটিয়েছেন হার্দিক। নেতৃত্ব দেন গুজরাটকে। ১৫তম আসরে ১৫ কোটি টাকা খরচ করে দলে নিয়েছিল আহমেদাবাদের ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। তার নেতৃত্বে অভিষেক মরসুমেই শিরোপা পায় গুজরাট। পরের মরসুমেও ফাইনালে ওঠে তারা। তবে ফাইনালে চেন্নাই সুপার কিংসের কাছে হারে গুজরাট।
নতুন দলকে এতসব চমক দেখানোর পরও পান্ডিয়া আবার ফিরতে চান পুরনো ডেরা মুম্বইয়ে। গুজরাট ফ্র্যাঞ্চাইজির একটি সূত্র জানাচ্ছে, হার্দিকের আবার মুম্বাইয়ে ফেরার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। এই মুহূর্তে এর চেয়ে বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়।'

বেঙ্গালুরুতে নিহত ক্যাপ্টেন প্রাঞ্জলকে শেষ শ্রদ্ধা বিপুল সংখ্যক মানুষের

বেঙ্গালুরু, ২৫ নভেম্বর (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে এনকাউন্টারে নিহত ক্যাপ্টেন এম ভি প্রাঞ্জলকে শনিবার বিপুল সংখ্যক মানুষ শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। শুক্রবার রাতে তাঁর মৃতদেহ বেঙ্গালুরুতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে আনেকাল তালুকে তাঁর বাবা-মায়ের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়।
শোকার্তরা ক্যাপ্টেন প্রাঞ্জলের মৃতদেহ প্রদক্ষিণ করে শ্রদ্ধা জানান। বিরোধী দলের নেতা আর অশোক এবং ব্যাঙ্গালোরের গ্রামীণ সাংসদ ডি কে সুরেশ প্রয়াত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।পুষ্পস্তবক অর্পণের পরে, প্রাঞ্জলকে সেনাবাহিনী এবং রাজ্য সরকার গার্ড অফ অনার প্রদান করে। তাঁর মৃতদেহ শেষকৃত্যের জন্য কুদলু গেটের একটি শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে। ৬৩ রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের ২৯ বছর বয়সী প্রাঞ্জলকে শনিবার প্রচুর মানুষ চোখের জলে শেষশ্রদ্ধা জানিয়েছেন। প্রাঞ্জল বুধবার রাজৌরি সেক্টরে জঙ্গিদের সঙ্গে গোলা গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন। তাঁর পরিবারে বাবা-মা ছাড়াও স্ত্রী রয়েছেন। শুক্রবার রাতে তাঁর দেহ এইচএএল বিমানবন্দরে অবতরণ করার পরে তাঁকে শেষশ্রদ্ধা জানান কর্ণাটকের রাজ্যপাল থাওয়ারচাঁদ গেহলত এবং মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। শোকপ্রকাশ করে সিদ্দারামাইয়া শহীদের পরিবারকে ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন।

বিআরএস সরকারের শাসনকালে বীতশ্রদ্ধ ও বিরক্ত তেলেঙ্গানার জনগণ : প্রধানমন্ত্রী মোদী

কামারেড্ডি, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): বিআরএস সরকারের শাসনকালে বীতশ্রদ্ধ ও বিরক্ত তেলেঙ্গানার জনগণ। তেলেঙ্গানার কে চন্দ্রশেখর: রাও-এর সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে এই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার তেলেঙ্গানার কামারেড্ডি জেলায় এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'আমি তেলেঙ্গানায় পরিবর্তনের ঢেউ দেখতে পাচ্ছি। তেলেঙ্গানার জনগণ বিআরএস সরকারের শাসনে বিরক্ত এবং এই শাসন থেকে মুক্তি চাইছে...এবার হাওয়া বিজেপির পক্ষে।'
প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, জনগণ আমাদের ট্র্যাক রেকর্ড দেখেছেন, বিজেপি যাই বলে, তাই করে। আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে আমরা তিন তালাক বন্ধ করব এবং আমরা তা করেছি। আমরা বলেছিলাম যে ৩৭০ ধারা বাতিল করা হবে, মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ, সৈনিকদের জন্য ওয়ান র‍্যাঙ্ক ওয়ান পেনশন এবং আমরা তা পূরণ করেছি। আমরা রাম মন্দির নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম এবং তা করাও হচ্ছে।'

জম্পেশ ঠান্ডা পশ্চিমের জেলায়; তিলোত্তমায় ১৯-এর ঘরে পারদ, গ্রাম বাংলায় শীতের পরশ

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): উত্তুরে ঠান্ডা হাওয়ার আগমণে শীতের আমেজ অনুভূত হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলাতেই। শীত শীত অনুভূত হচ্ছে তিলোত্তমাতেও। বীরভূম, পুরুলিয়ার মতো পশ্চিমের জেলাগুলিতে শীত এখন একটু বেশিই। আপাতত এমনই আবহাওয়া থাকবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আপাতত শুষ্কই থাকবে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া। শীতের আমেজ অনুভূত হবে বিভিন্ন জেলায়, কলকাতায় রাতে ও ভোরের দিকে হালকা ঠান্ডা অনুভূত হবে।
তবে বেলা বাড়তেই শীতের আমেজ উধাও হয়ে যাবে। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। এই মুহূর্তে তুলনামূলক বেশি ঠান্ডা মালুম হচ্ছে পশ্চিমের জেলাগুলিতে। জমজমাট ঠান্ডায় কাঁপছে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি জেলাগুলিতেও। দার্জিলিং-এ এখন বেশ ভালোই ঠান্ডা পড়েছে।

মন-কি-বাত অনুষ্ঠানের ১০৭-তম পর্ব ২৬ নভেম্বর, প্রতিবারের মতো এবারও আগ্রহান্বিত দেশবাসী

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার, ২৬ নভেম্বর মন-কি-বাত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের মানুষের সঙ্গে নিজের মনের কথা ভাগ করে নেবেন। এটি হবে মাসিক এই বেতার অনুষ্ঠানের ১০৭-তম পর্ব। রবিবার বেলা ১১-টায় আকাশবাণী ও দূরদর্শনে প্রধানমন্ত্রীর মন-কি-বাত অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারিত হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবারের মন-কি-বাত অনুষ্ঠানেও জনগণের সঙ্গে নিজের চিন্তাভাবনা ভাগ করে নেবেন।প্রধানমন্ত্রীর মন-কি-বাত অনুষ্ঠান শোনা যাবে আকাশবাণী ও দূরদর্শনের প্রায় সবকটি প্রচার তরঙ্গে বেলা ১১-টা থেকে। এছাড়াও পিএমও, এআইআর, নিউজ, ডিডি নিউজ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ইউটিউব চ্যানেলেও অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হবে। প্রধানমন্ত্রীর মনের কথা শোনার জন্য দেশবাসী সর্বদা উদগ্রীব থাকেন, এবারও প্রধানমন্ত্রী কী বার্তা দেন, তা জানার অপেক্ষায় গোটা দেশ।

২৯-৩০ নভেম্বর সমতলে বৃষ্টি ও পাহাড়ে তুষারপাতের সম্ভাবনা, শীতে কাঁপছে কাশ্মীর উপত্যকা

শ্রীনগর, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): জমজমাট শীতে কাঁপছে সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকা, শীতে কাবু কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখও। কাশ্মীর ও লাদাখের অধিকাংশ স্থানেই এখন হিমাঙ্কের নীচে রয়েছে তাপমাত্রার পারদ। এই পরিস্থিতিতে কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৯-৩০ নভেম্বর কাশ্মীরের সমতলে বৃষ্টি ও পাহাড়ের তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, আগামী ২৭-২৮ নভেম্বর সময়কালে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া থাকবে মূলত শুষ্ক, ১-৩ নভেম্বরও আবহাওয়া থাকবে মেঘাচ্ছন্ন।শ্রীনগর থেকে গুলমার্গ, লেহ থেকে কার্গিল সর্বত্রই তাপমাত্রার পারদ হিমাঙ্কের নীচে পৌঁছে গিয়েছে। রাতের তাপমাত্রা সর্বত্রই নিম্নমুখী, সকালের দিকে আবার কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ছে রাস্তাঘাট। সবমিলিয়ে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহেই জমাটি ঠান্ডায় কাঁপছে ভূস্বর্গ।

আলোয় আসার প্রতীক্ষায় ৪১ জন শ্রমিক, উত্তরকাশির সুড়ঙ্গে উদ্ধার প্রক্রিয়া চলছেই

উত্তরকাশি, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): নভেম্বরের ১২ তারিখ থেকে ২৫ তারিখ হয়ে গেল, এখনও আলোর মুখ দেখতে পারলেন না উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশির সিল্কয়ারা সুড়ঙ্গে আটকে পড়া ৪১ জন শ্রমিক। স্বাভাবিকভাবেই উৎকন্ঠা বাড়ছে, তবে উদ্ধারকারী দলের সদস্যরাও হাল ছাড়ছেন না, বারবার থমকে গেলেও পূর্ণ শক্তি নিয়ে আবারও পুরোদমে উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আর মাত্র কয়েক মিটারের দূরত্ব। সেই দূরত্ব অতিক্রম করে ফেলতে পারলেই ব্যস! উত্তরকাশির ভাঙা সুড়ঙ্গে আটকে থাকা ৪১ জন কর্মীর কাছে পৌঁছে যাবেন উদ্ধারকারীরা। তবে দূরত্ব কম হলেও বার বার বাধার মুখে পড়ছে উদ্ধার অভিযান। উদ্ধারকারী দলের আশা, খুব শীঘ্রই শ্রমিকদের উদ্ধার করা সম্ভব হবে, তবে কত সময় লাগবে তাই কেউ বলতে পারছেন না। তাড়াহুড়ো করার পরিবর্তে শান্ত মাথায় উদ্ধার প্রক্রিয়া চলছে। শনিবার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, অগার ড্রিলিং মেশিনটি টানেল পাইপলাইন থেকে বের করে আনার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ ৬-৯ মিটারের মধ্যে ম্যানুয়াল ড্রিলিং কাজ শুরু করা যেতে পারে। আধিকারিকরা বলেছেন, নতুন ড্রিলিং প্রক্রিয়া ভাল ফলাফল আনতে পারে।

ধোঁয়াশায় 'শ্বাসরুদ্ধ' জাতীয় রাজধানী, দিল্লির বহু এলাকায় বাতাসের গুণমান 'খারাপ'

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লির দূষণ পরিস্থিতি রয়েছে খারাপের পর্যায়েই। বাতাসের গুণমান শনিবারও খারাপই থেকে গেল। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (সিপিসিবি) জানিয়েছে, শনিবার দিল্লির বেশির ভাগ জায়গায় বাতাসের গুণমান (এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স বা এআইকিউ) ছিল 'খারাপ'। সর্বোপরি, শনিবার রাজধানীর অধিকাংশ স্থানেই একিউআই ছিল ৪০০-র ঊর্ধে। শনিবার সকালে ঘন ধোঁয়াশার চাদরে ঢেকে যায় দিল্লির বহু এলাকা। দৃশ্যমানতাও নেমে আসে। ধোঁয়াশা পরিস্থিতি কাটাতে রাজধানীতে লাইট জ্বালিয়ে চলাচল করেছে গাড়ি। ধোঁয়াশায় 'শ্বাসরুদ্ধ' পরিস্থিতি জাতীয় রাজধানীতে, দূষণের কারণে প্রতিদিনই সকালের দিকে কষ্ট অনুভব করছেন দিল্লিবাসী।

আইপিএলে সম্ভবত লখনউ সুপারের মেন্টর হিসেবে ফিরতে পারেন দ্রাবিড়, গুঞ্জন ক্রীড়া মহলে

মুম্বই, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): শোনা যাচ্ছে ভারতীয় দলের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ না হলে, ফের একবার আইপিএলে ফিরতে পারেন 'দ্য ওয়াল'।
ক্রোড়পতি লিগের দুটি অন্যতম ফ্রাঞ্চাইজি লখনউ সুপার জায়ান্ট কিংবা পুরনো দল রাজস্থান রয়্যালসে ফিরতে পারেন কোহলিদের কোচ। তবে জোর জল্পনা, টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচকে দেখা যেতে পারে লখনউ সুপার জায়ান্টসের মেন্টর হিসেবে। তিনি গৌতম গম্ভীরের জায়গায় স্থালিভিষিক্ত হবেন।

আলোয় আসার প্রতীক্ষায় ৪১ জন শ্রমিক, উত্তরকাশির সুড়ঙ্গে উদ্ধার প্রক্রিয়া চলছেই

উত্তরকাশি, ২৫ নভেম্বর (হি.স.): নভেম্বরের ১২ তারিখ থেকে ২৫ তারিখ হয়ে গেল, এখনও আলোর মুখ দেখতে পারলেন না উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশির সিল্কয়ারা সুড়ঙ্গে আটকে পড়া ৪১ জন শ্রমিক। স্বাভাবিকভাবেই উৎকন্ঠা বাড়ছে, তবে উদ্ধারকারী দলের সদস্যরাও হাল ছাড়ছেন না, বারবার থমকে গেলেও পূর্ণ শক্তি নিয়ে আবারও পুরোদমে উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আর মাত্র কয়েক মিটারের দূরত্ব। সেই দূরত্ব অতিক্রম করে ফেলতে পারলেই ব্যস! উত্তরকাশির ভাঙা সুড়ঙ্গে আটকে থাকা ৪১ জন কর্মীর কাছে পৌঁছে যাবেন উদ্ধারকারীরা। তবে দূরত্ব কম হলেও বার বার বাধার মুখে পড়ছে উদ্ধার অভিযান। উদ্ধারকারী দলের আশা, খুব শীঘ্রই শ্রমিকদের উদ্ধার করা সম্ভব হবে, তবে কত সময় লাগবে তাই কেউ বলতে পারছেন না। তাড়াহুড়ো করার পরিবর্তে শান্ত মাথায় উদ্ধার প্রক্রিয়া চলছে। শনিবার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, অগার ড্রিলিং মেশিনটি টানেল পাইপলাইন থেকে বের করে আনার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ ৬-৯ মিটারের মধ্যে ম্যানুয়াল ড্রিলিং কাজ শুরু করা যেতে পারে। আধিকারিকরা বলেছেন, নতুন ড্রিলিং প্রক্রিয়া ভাল ফলাফল আনতে পারে।

এইচএফটি"র শ্রীনগর শাখার নতুন কমিটি গঠিত

আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অফ ত্রিপুরার শ্রীনগর শাখার ১৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার। শ্রীনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এই বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সকাল ১১ টায় অনুষ্ঠিত সভায় সংস্থার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন শ্রীনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক প্রসেনজিৎ রায়, সংস্থার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অশোক কুমার চক্রবর্তী এবং ফাউন্ডেশন এর সদস্যরা। এদিনের সভায় হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অফ ত্রিপুরার শ্রীনগর শাখার পুরনো কমিটি ভেঙে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। নতুন কমিটি তাদের কার্যকালের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে এদিনের সভায় উপস্থিত সদস্যরা আসাবিত করেন।

৭২.৬৪ শতাংশ

● **প্রথম পাতার পর** নেতা শচীন পাইলট। শনিবার ভোটের সকালে তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছেন, জনগণের ভাবাবেগ কংগ্রেসের সঙ্গে রয়েছে। টঙ্ক বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন পাইলট। এদিন সকালে ভোট দেওয়ার আগে জয়পুরের বালাজি মন্দিরে পুজার্চনা করেছেন পাইলট। তারপর জয়পুরের সিভিল লাইন এলাকায় একটি ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়েছেন।

রাজস্থানে কংগ্রেসের জয়ের বিষয়ে প্রবল আত্মবিশ্বাসী কংগ্রেস নেতা শচীন পাইলট। শনিবার ভোটের সকালে তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছেন, জনগণের ভাবাবেগ কংগ্রেসের সঙ্গে রয়েছে। টঙ্ক বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন পাইলট। এদিন সকালে ভোট দেওয়ার আগে জয়পুরের বালাজি মন্দিরে পুজার্চনা করেছেন পাইলট। তারপর জয়পুরের সিভিল লাইন এলাকায় একটি ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়েছেন।

রাজস্থানের বিজেপির সভাপতি সি পি যোশি শনিবার কংগ্রেস সরকারকে আক্রমণ করে বলেন, কংগ্রেস রাজস্থানে তাঁদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাঁরা দুর্নীতিতে লিপ্ত রয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন যোশি। তিনি চিতোরগড়ে এদিন জানান, বিধানসভা নির্বাচনে মানুষ কংগ্রেসকে উপযুক্ত জবাব দেবে। ক্ষমতায় আসার পর কংগ্রেস তাঁর প্রতিশ্রুতি ভুলে গেছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি মানুষের অটুট বিশ্বাস রয়েছে কারণ তিনি যা বলেন তাই করেন উৎসব উদযাপন করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। নিজেদের ভোটে দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করুন। এই উৎসব আপনার ভবিষ্যত নির্ধারণ করে। এই ভোট আপনাদের পরবর্তী পাঁচটি বছর নির্ধারণ করে।'

রাজস্থানে আবারও প্রত্যাবর্তন হবে কংগ্রেসের। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলট। তিনি বলেছেন, আজকের পর বিজেপিকে আর দেখা যাবে না। শনিবার সকালে সরদারপুরার একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন অশোক গেহলট। ভোট দেওয়ার আগে তিনি নিজ সমর্থকদের সঙ্গে দেখা করেন। পোলিং বুথের দিকে যাওয়ার সময় স্থানীয় মানুষজন গেহলটকে অভ্যর্থনা জানান। ভোট দেওয়ার পরই গেহলট বলেছেন, রাজস্থানে আবারও প্রত্যাবর্তন হবে কংগ্রেসের।

এসটিজিটি'র

● **প্রথম পাতার পর** পরীক্ষা দেওয়ার ১ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত ফলাফল প্রকাশ করেনি শিক্ষা দপ্তর। এ—বিষয়ে একাধিকবার টিআরবিটির দ্বারস্থ হয়েও কোন জবাব মিলছে না। কিন্তু এদিকে দেখা যাচ্ছে রাজ্যে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষক নেই। তারপর ও টিআরবিটি নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করছে না। তাই তাঁরা আজ বাধ্য হয়ে সিটি সেন্টারে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। এদিন তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার কাছে অতিসত্বর নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে রাজ্যে শিক্ষক স্বল্পতা দূর করার জন্য কাতর আবেদন জানিয়েছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুহাস :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৪৮৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মোদীজি শুকরিয়া অভিনন্দন কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। মোদীজি শুকরিয়া অভিনন্দন' কর্মসূচিকে সফল করার লক্ষ্যে জেলা বিজেপি সিপাহী জেলা দক্ষিণ অংশের সংখ্যালঘু মোর্চার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সোনামুড়া মণ্ডল কার্যালয়ে। এই বৈঠকে অস্থিত ছিলেন বিজেপি সংখ্যালঘু মোচার রাজ্য সভাপতি তথা হজ কমিটির চেয়ারম্যান সাহা আলম মজুমদার সহ রাজ্য বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম সাহেব সোনামুড়া মণ্ডল সভাপতি স্নেহের বিশ্বজিৎ দাস মহাশয়, সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব স্নেহের শাহাজান মিয়া, জেলা বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার কমিটির সভাপতি জয়নাল আবদীন সাহেব মণ্ডল সংখ্যালঘু মোর্চার মাননীয় সভাপতি এবং অফিস বেয়াস। আগামী ডিসেম্বরের ৭ তারিখ সকাল ১১ ঘটিকার সময় বিশ্রামগঞ্জ প্রশাসনিক ডিএম সাহেবের নিকট মোদীজির শুকরিয়া অভিনন্দন মুসলিম মহিলাদের স্মারকলিপি প্রেরণ করা হবে। উক্ত কর্মসূচি কে সফল করার লক্ষ্যে প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয় ১৯ সদস্য সুনামুরা নগর পঞ্চায়েত বাইস চেয়ারম্যান জনাব শাহাজান মিয়াকে প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়।

ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৫ নভেম্বর।। আজ শনিবার বিশ্রামগঞ্জ এসপি অফিস সংলগ্ন ঈদগা ময়দানের মাঠে বাৎসরের প্রথম ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়,এই মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন আমাদের রাজ্যের সংখ্যালঘু মোর্চার রাজ্য সভাপতি তথা হজ কমিটির চেয়ারম্যান সাহা আলম মজুমদার ও এলাকার মুফতি আলেম সহ বিভিন্ন স্তরের সম্মানীয় গুণীজন ও মাহফিলে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শাহ আলম বাবু জানান যে এই মাহফিল আলোর রং সৃষ্টি করেছে বিশ্রামগঞ্জ সহ বিভিন্ন এলাকার মধ্যে এবং উনি এই মাহফিলে উপস্থিত হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করেন এবং বিশেষ করে মাহফিল কমিটির সমস্ত সদস্যদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করেন আজকের ঈদগাহ মাঠের মাফিল কবুল করার জন্য।

প্রশাসন

● **প্রথম পাতার পর** কন্যা সন্তানকে কাছে দেখতে না পেয়ে তাঁর মা আর্তনাদ শুরু করেছেন। সন্তানকে ফিরে পাওয়ার জন্য তিনি দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন। বিষয়টি জানাজানি হতেই জনমনে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর প্রশাসনও নড়েচড়ে বসেছে। গতকাল সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী অভাবের তাড়নায় সন্তান বিক্রির ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপরই ওই কন্যা সন্তানকে খুঁজে পাওয়ার জন্য খোয়াই জেলা প্রশাসন বিশেষ দল গঠন করেছিল।এ বিষয়ে খোয়াই জেলা শাসক চান্দনি চন্দ্রন জানিয়েছেন, পুলিশ ও চাইল্ড লাইনকে সাথে নিয়ে ডিসিএম সৌরভ দাসের নেতৃত্বে একটি দল গঠন করা হয়েছিল। তেলিয়ামুড়া থেকে ওই দলটি অভাবের তাড়নায় বিক্রি হওয়া শিশু কন্যাটিকে খুঁজে বের করতে অভিযানে নেমেছিল। তাকে খুঁজে পাওয়া গেছে এবং বর্তমানে হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছে। তিনি বলেন, ওই ঘটনায় বিস্তারিত তদন্ত হবে। শিশু কন্যাটির অভিভাবকদের সাথে বিস্তারিত আলোচনার পর পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তাঁর বক্তব্য, কন্যা সন্তানকে বাবা-মার কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে। কিন্তু তাঁরা ওই সন্তানকে নিজের কাছে রাখতে না চাইলে পরবর্তীতে কি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন সে বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করবে প্রশাসন। প্রয়োজনে ওই শিশু কন্যাকে হোমে রাখার ব্যবস্থার বিষয়েও চিন্তাভাবনা করা হবে।তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে জনৈক চিকিৎসক জানিয়েছেন, করবুক থেকে আজ ভোর সাড়ে তিনটা নাগাদ সিডিপিও এবং মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ ওই শিশু কন্যাকে হাসপাতালে এনেছে। পুষ্টির অভাবে শিশুটি শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাই তাকে ও তার মাকে হাসপাতালে ভর্তি রাখা হয়েছে।ওই শিশু কন্যার পিতা জানিয়েছেন, আর্থিক দিক দিয়ে তিনি খুব দুর্বল। ভাঙ্গা ঘরে সন্তানকে রাখা এবং তাকে খাওয়ানো-পড়ানোর সামর্থ্য নেই তাঁর। তাই ৩০ হাজার টাকার বিনিময়ে সদ্যজাত শিশু কন্যাকে বিক্রি করেছিলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী

অভিভাবকদের প্রতি অনুরোধ রাখেন ছেলেমেয়েদের প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখার জন্য। তিনি বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরায় সবচেয়ে বেশী নেশাদ্রব্য আটক করা হয়েছে এবং নষ্ট করা হয়েছে। পাশাপাশি আমাদের রাজ্যের আটটি জেলাতেই ডি-অ্যাডিকশান সেন্টার খোলা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের ইয়ং ইন্ডিয়া তৈরী করতে হলে নেশামুক্ত যুব সমাজ তৈরী করতে হবে। তিনি নেশামুক্ত যুব সমাজ তৈরী করার জন্য সমাজের সকল অংশের জনগণের সহযোগিতা কামনা করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলাশাসক ও সমাহর্তা সাজু বাহিদ এ। উল্লেখ্য এই প্রতিযোগিতায় জেলার মোট এগারটি ফুটবল দল অংশ গ্রহণ করেছে।

চিঠি বিজেপি'র

● **প্রথম পাতার পর** প্রচার করে থাকেন, তাহলে তিনি হলেন নরেন্দ্র মোদী। বিজেপি তাহলে মোদীর নামেও অভিযোগ করুক।রাজস্থানে মোট বিধানসভা আসনের সংখ্যা ২০০, তার মধ্যে ১৯৯টি আসনে এদিন ভোটগ্রহণ চলছে, করনপুর আসনের কংগ্রেস প্রার্থী প্রয়াত হওয়ার কারণে এই আসনে ভোটগ্রহণ হচ্ছে না।মোট পোলিং বুথের সংখ্যা ৫১ হাজার ৫০৭। মোট প্রার্থীর সংখ্যা ১৮৬২, প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ধারণ করছেন প্রায় ৫ কোটি ২৬ লক্ষ ৯০ হাজার ভোটার। ভোটগ্রহণ যাতে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় তাই এক লক্ষ দুই হাজারের বেশি নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। ভোটগ্রহণকে ঘিরে সকাল থেকেই মানুষের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছে। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দও নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন।ভোট দেওয়ার আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেছেন, 'আমি সমস্ত ভোটারদের কাছে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন করেছি...রাজস্থানে সরকার গঠন করতে চলেছে বিজেপি।' বিজেপি নেত্রী বসুন্ধরা রাজে, যিনি ঝালরাপাটন বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তিনি এদিন সকালে ঝালাওয়ারের একটি মন্দিরে প্রার্থনা করছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কৈলাশ চৌধুরী বাড়মেরের বেতুতে একটি ভোট কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন। কৈলাশ চৌধুরী বলেন, 'এটি গণতন্ত্রের উৎসব। রাজস্থানে দুর্নীতি, অপরাধ বৃদ্ধি, ধর্ষণ ও তোষণের ক্রমবর্ধমান ঘটনা থেকে মুক্তির জন্য আমরা সবাই বিজেপিকে ভোট দিয়েছি। কংগ্রেস সরকার ভবিষ্যতে কখনও রাজ্যে ক্ষমতায় আসবে না, কারণ গত পাঁচ বছরে রাজ্যের মানুষের অনেক ক্ষতি হয়েছে...বিজেপি নিশ্চিতভাবেই ১৫০টির বেশি আসন পাবে।'

ছাত্রছাত্রীরা

● **প্রথম পাতার পর** পরিদর্শকের আশ্বাসের পরেও কোনো কাজ না হওয়ায় তিনদিন পর ফের শনিবার সকাল দশ ঘটিকা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত রাস্তা অবরোধ করে রাখে ছাত্রছাত্রীরা। তাদের দাবি প্রথম পর্যায়ে বিদ্যালয় পরিদর্শক আশ্বাস দিলেও তা কোনো কার্যকর হয়নি। শিক্ষকের বদলী রুখতে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। তাই শনিবার ছাত্রছাত্রীদের টানা প্রায় তিন ঘন্টার আন্দোলনে বক্সনগর টু রহিমপুর সড়কের যান চলাচল স্তব্দ হয়ে পড়ে। এতে প্রচুর যাত্রীদের ভোগান্তির শিকার হতে হয়। পরবর্তীকালে ঘটনস্থলে স্থানীয় শাসক নেতৃত্ব খুরশেদ আলম, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান সহ জেলা শিক্ষা আধিকারিক শ্রী মলয় ভৌমিক উপস্থিত হয়ে ছাত্রছাত্রীদের সাথে কথা বলেন এবং শিক্ষক সনীত দেবনাথ আগামী ১লা জানুয়ারি পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ে থাকছেন বলে আশ্বস্ত করলে ছাত্রছাত্রীরা তাদের আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয়। উল্লেখ্য; রহিমপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়টি দ্বাদশ মানের হলেও তাতে পর্যাপ্ত পরিমানে শিক্ষক নেই। সব মিলিয়ে মাত্র চৌদ্দ জন শিক্ষক দিয়ে বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন পরিচালিত হচ্ছে। এদিনের আন্দোলনে শিক্ষকের বদলী রদ করা সহ পর্যাপ্ত শিক্ষকের দাবি জানায় ছাত্রছাত্রীরা।

তৃণমূল নেত্রীর 'বাংলাদেশি ভোটার' মন্তব্য নিয়ে নির্বাচন কমিশনে বিজেপি, রিপোর্ট তলব

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় বাংলাদেশিদের নাম তোলার বিষয়ে মন্তব্য করে বিতর্ক বাধিয়েছেন তৃণমূলের উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত সাংগঠনিক জেলার চেয়ারপার্সন রত্না বিশ্বাস। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল বিজেপি। শনিবার বিজেপির এক প্রতিনিধি দল তৃণমূল নেত্রীর মন্তব্য নিয়ে অভিযোগ জানিয়ে ডেপুটেশন জমা দিয়েছেন নির্বাচন কমিশনে। এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তৃণমূল নেত্রী রত্নার বিরুদ্ধে রিপোর্ট তলব করল কেন্দ্রীয় কমিশন।বিজেপির সেই প্রতিনিধি দলে ছিলেন শিশির বাজোরিয়া, অভিজিৎ দাস এবং প্রতাপ রায়। রত্নার এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তৃণমূলকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি। পাশাপাশি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ ইস্যুতেও সুর চড়িয়েছে তারা।রত্নার মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ঘাসফুল শিবিরকে আক্রমণ শানিয়ে বিজেপি নেতারা বলেছেন, "তৃণমূল কংগ্রেসের বাংলার ভোটারদের উপর আর আস্থা নেই। তাই বাংলাদেশিদের ভোটার লিস্টে তালিকাভুক্ত করার চেষ্টা করছে তারা।গতকাল বারাসতের এক তৃণমূল নেত্রী রত্না বিশ্বাস বাংলাদেশি ভোটারদের তালিকাভুক্ত করার কথা বলেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি জাকিরদা বলে একজনের নামও উল্লেখ করেন। যিনি অনেককে ভোটার করে দিয়েছেন। এভাবে নাগরিকত্ব আইনের সঙ্গে খেলা করা হচ্ছে।" এর পাশাপাশি অযোগ্য ব্যক্তিকে বিএলও নিয়োগ করে ভোটার তালিকা তৈরিতে কাজে লাগানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ বিজেপির। একই ব্যক্তির নাম তিন-চার জায়গায় তোলা হচ্ছে বলেও অভিযোগ বিজেপির।

রত্নার মন্তব্য এবং বিজেপির অভিযোগের প্রেক্ষিতে মুখ খুলেছেন কলকাতার মেয়র তথা তৃণমূল বিধায়ক ফিরহাদ হাকিম। তিনি সাফ জানিয়েছেন, ভোটার লিস্টে নাম তোলার ক্ষমতা তৃণমূলের নেই। এ প্রসঙ্গে ফিরহাদ বলেছেন, "বাংলাদেশিদের ভোটার লিস্টে নাম তোলা নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমাদের ক্ষমতা নেই নির্বাচন কমিশনের তালিকার মধ্যে কারও নাম ঢোকানোর। বাংলাদেশের ভোটার তালিকায় যদি কারো নাম থাকে, আর তাঁর নাম যদি এ দেশের ভোটার তালিকায় থাকে, সে বিষয়টা নির্বাচন কমিশন দেখবে।"এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তৃণমূল নেত্রী রত্নার বিরুদ্ধে রিপোর্ট তলব করল কেন্দ্রীয় কমিশন। ভোটার তালিকায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর মন্তব্য নিয়ে অভিযোগ করে বিজেপি। এর পরই জেলা প্রসাশনের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে কমিশন।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার দশ জন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী

গুয়াহাটি, ২৫ নভেম্বর (হি.স.) : উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) নিজের জোনের মধ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক অনুসন্ধান এবং অভিযানের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান পুনরায় প্রমাণ করল। বর্তমান সপ্তাহের আরপিএফ নিয়মি তল্লাশি এবং অভিযান চালিয়ে আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন থেকে ১০ জন অবৈধ বাংলাদেশি নাগরিকের পাশাপাশি তাদের সাহায্য করার অভিযোগে ০২ জন ভারতীয় দালালকে গ্রেপ্তার করে।

সম্প্রতি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আগরতলা পোস্টের আরপিএফ এবং জিআরপি টিম যৌথভাবে বিএসএফ কর্মীদের সাথে নিয়মিত তল্লাশি ও অভিযান চালানোর সময় আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন থেকে ০৩ জন পুরুষ বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করে। ভারতীয় সীমা অতিক্রম করার কাজে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের সাহায্য করার অভিযোগে একজন ভারতীয় দালালকেও গ্রেপ্তার করা হয়। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পরবর্তী সময়ে ধৃতদের ওসি/জিআরপি, আগরতলার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এরপর একই ধরনের এক তল্লাশি অভিযানে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আগরতলার আরপিএফ ও জিআরপি টিম আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন থেকে ০৭ জন অবৈধ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি অনুপ্রবেশ প্রক্রিয়ায় তাদের সাহায্য করার অপরাধে আরও একজন ভারতীয় দালালকেও গ্রেপ্তার করে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পরবর্তী সময়ে ধৃতদের আগরতলার জিআরপি পোস্টের হাতে তুলে দেওয়া হয়। রেলওয়ে অধিক্ষেত্রের মধ্যে এমন অবৈধ কার্যকলাপ এবং অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে আরপিএফ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে, যার ফলে যাত্রীদের জন্য রেলওয়ে চত্বর নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকে।

৭০ বছর ধরে যারা কাশ্মীর চাইত, সেই পাকিস্তানের মানুষ ভারতবর্ষের আসতে চাইছে : দিলীপ ঘোষ

দুর্গাপুর, ২৫ নভেম্বর (হি. স.): " করোনা আবহের পর, ভারতবর্ষের বাইরে সব দেশে হাহাকার পড়েছে। ৭০ বছর ধরে যারা বলত কাশ্মীর চাই। এখন সেই পাকিস্তানের মানুষ ভারতবর্ষে আসতে চাইছে। তাদের নেতাদের গালি দিচ্ছে। ভাত চাইছে, আটা চাইছে, ঔষধ চাইছে।'' শনিবার সন্ধ্যায় দুর্গাপুরের মায়াবাজারে দলের বিজয়া সম্মেলনে এসে এমনটাই দাবি করেলেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ। একইসঙ্গে বলেন, বাংলাদেশীদের ওপর ভর করে তৃণমূল জিতে আছে।

প্রসঙ্গত, আগামী বছরই লোকসভা নির্বাচন। আর লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে ময়দানে নেমেছে বঙ্গ বিজেপি। রাজ্যে তৃণমূল সরকারের লাগামছাড়া দুর্নীতি, স্বজনপোষনকে হাতিয়ার করে আগামী ২৯ নভেম্বর কোলকাতায় প্রতিবাদ সভার ডাক দিয়েছে বিজেপি। ওইসভাকে সামনে রেখে জেলায় জেলায় সভা মিটিং মিছিল করছে বিজেপি। শনিবার দুর্গাপুর মায়াবাজারে ছিল বিজেপির বিজয়া সম্মেলন। তাতে যোগ দিয়েছিলেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ। এদিন বক্তব্যের আগা গোড়া ছিল রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা। দুদিন আগে তৃণমূলের অধিবেশনকে ঘিরে নব্য ও পুরোনো তৃণমূল নিয়ে অন্তর্দন্দ্বের জল্পনা শুরু হয়েছে। সে প্রসঙ্গে দীলিপ ঘোষ বলেন,' ভারতবর্ষে এরকম ইতিহাস আছে ঔরঙ্গজেবের আমল থেকে। পুরনো রাজাকে বন্দী করে নতুন রাজা হওয়ার। অতীতে মুলায়ম সিংকে আউট করে অখিলেশ ক্ষমতা নিয়েছে। সেরকমই হতে পারে। যারা মমতা ব্যানার্জীর সঙ্গে মার খেয়েছে। তারা ব্র্যাত হতাশ। সবাই ক্ষুব্ধ। ধৈর্য্য নেই, তাই ক্ষমতা হাতে চায় বলে কিছু উটকো নেতা লাগিয়ে রেখেছেন যুবরাজ।"

তিনি আরও বলেন, রাজ্যে স্বৈরাচারী শাসন সর্বোচ্চস্তরে চলে গেছে। গনতন্ত্রকে চেপে মারা হচ্ছে। জেলায় সভা করতে হলেও কোর্টে যেতে হচ্ছে। কোর্টে গনতন্ত্রের জয় হচ্ছে। আর রাজ্য সরকারের মুখ পুড়ছে।' কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তৃণমূলের বঞ্চনার অভিযোগের জবাবে দীলিপ ঘোষ বলেন,' অন্যান্য রাজ্যের থেকে এরাজ্যে কেন্দ্রের বেশী টাকা আসে। বেশী রেশন আসে। আবাস যোজনায়, ১০০ দিনের কাজে বেশী বরাদ্দ আসে। অথচ সেই টাকা লুট করে। আয়লায় সেচ দফতরকে দেওয়া ৫ হাজার কোটি টাকা খরচ হয়নি। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ৫৬ লক্ষ বাড়ীর মধ্যে ১৭ লক্ষ নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। লুটের রাজত্ব গরিব মানুষের জীবন দুঃবিশহ হয়ে গেছে। তাই মানুষ পরিবর্তন চাইছে। আর বিজেপি লুটেরাজত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।'

কেন্দ্রের সহযোগিতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কেন্দ্র সরকার বিনাপয়সায় রেশন দিচ্ছে। গরিব মানুষের বাড়ী দিচ্ছে। আয়ুষ্মান কার্ড দিচ্ছে। শস্য বিমায় বছরে ছ"হাজার করে টাকা দিচ্ছে। আর রাজ্যে তৃণমূলের জামানায় বাংলায় বেকাররা গুজরাটে চাকরীর জন্য যাচ্ছে। চেন্নাইয়ে চিকিৎসার জন্য যাচ্ছে। বেঙ্গালোরে পড়াশোনার জন্য যাচ্ছে। আর রাজ্যকে তৃণমূল উপহার দিয়েছে মাগুর মাছ বিক্রেতা কেষ্ট মন্ডলের মতকে সাড়ে পাঁচ"শ কোটির কোটিপতি, পার্থ চ্যাটার্জীর মত সাড়ে তিন"শ কোটির কোটিপতি।' আফগানিস্তানের লোক পাকিস্তানে ঢুকলে তাড়িয়ে দেয়। দুই দেশই মুসলমানদের। আর আমাদের রাজ্যে দু কোটি রোহিঙ্গা ঢুকল, প্রতিবাদ করতেই বলা হল তারা খেতে পায় না তাই এসেছে।'

তিনি আরও বলেন,' করোনা আবহের পর, ভারতবর্ষের বাইরে সব দেশে হাহাকার পড়েছে। ৭০ বছর ধরে যারা বলত কাশ্মীর চাই। এখন সেই পাকিস্তানের মানুষ ভারতবর্ষে যেতে চাইছে। তাদের নেতাদের গালি দিচ্ছে। ভাত চাইছে, আটা চাইছে, ঔষধ চাইছে। আফগানস্তানে খাবারের হাহাকার। ভারতবর্ষে আফগানিস্তানকে ৫০ লক্ষ টন গম দিচ্ছে।'সম্প্রতি বনগাঁয় এক তৃণমূল নেত্রীর বাংলাদেশীদের ভোটার কার্ড তৈরীর বক্তব্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন,' আমরা আগেও বলেছি। বাংলাদেশের ভোট না পেলে তৃণমূল জিততে পারবে না। সেখান থেকে তৃণমূলের টাকা আসছে, সোনা আসছে, নায়ক নায়িকারা প্রচারে আসছে। বাংলাদেশীদের ওপর ভর করে তৃণমূল জিতে আছে। তার দলের নেতা নেত্রীরাই বলছে। এটা তারই প্রমান।'

প্রেমিককে খুন করে "সহ-বাস" ! দুর্গাপুরে হাড়হিম করা ঘটনায় ধৃত প্রেমিকা ও দাদা

দুর্গাপুর, ২৫ নভেম্বর (হি. স.): প্রেমিককে খুন করে ভাড়াবাড়ির মধ্যেই মৃতদেহের সঙ্গে সারা রাত কাটাল প্রেমিকা এবং তার দাদা। প্রেমিকের মৃতদেহের সঙ্গেই "সহ-বাস" প্রেমিকার! তারপর সকালে ভাড়া ঘরের বাইরে থেকে তালা দিয়ে পালাল প্রেমিকা ও দাদা। দুর্গাপুরে ভিন রাজ্যের যুবক খুনে এমনই হাড়হিম করা চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এল পুলিসি তদন্তে। আর ওই তদন্তের ভিত্তিতে দুর্গাপুর থেকে ধৃত প্রেমিকা আর মালদা থেকে ধৃত প্রেমিকার দাদা। শনিবার ধৃত পুজা পান্ডাকে মহিলাকে দুর্গাপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক তার জামিন খারিজ করে দেন।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরের ফরিদপুর বাউরি পাড়ায় তালাবন্ধ ঘরের ভেতর থেকে ছোটন দুবে নামে এক যুবকের পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ এসে তালা ভেঙে ওই যুবকের পচন ধরা দেহ উদ্ধার করে। তার চোখ ঠিকরে বেরিয়েছিল। পুলিশ জানায়, মৃত যুবকের বাড়ি বিহারের ছাপড়া জেলায়। গান্ধী মোড়ের বেসরকারি হাসপাতালে আত্মীয়ের চিকিৎসা করাতে এসেছে বলে ঘর ভাড়া নিয়েছিল সে। গোটা ঘটনায় বিস্তর রহস্যের দানা বাঁধে। ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। এবং ঘটনাস্থলের নমুনা সংগ্রহ করে ফরেনসিক দল। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ ধারনা হয়, ওই যুবককে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে।

তদন্তে নেমে পুলিশ ছোটন দুবের মোবাইলের কললিস্ট পরীক্ষা করতেই বেরিয়ে আসে দুর্গাপুর থানা এলাকার ধান্ডাবাগ বাগানপাড়ার বাসিন্দা কিশোর পান্ডের স্ত্রী পূজা পান্ডের মোবাইল নাম্বার। সেই সূত্র ধরেই পুলিশ পূজার খোঁজে তল্লাশি শুরু করে। শুক্রবার পূজা পান্ডেকে তার ধান্ডাবাগ বাগানপাড়ার বাড়ির সামনে থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপর দুর্গাপুর মহিলা থানার পুলিশ ও তদন্তকারী অফিসারদের জিজ্ঞাসাবাদের সামনে পূজা ও তার দাদা মিতিন মণ্ডল, ছোটন দুবেকে কেন ও কীভাবে খুন করে তা স্বীকার করে নেয়।পূজাকে জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিস জানতে পারে, ছোটন দুবের সঙ্গে পূজার বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল বেশ কয়েক বছর আগে। সেই সময় দুজনের ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি ক্যামেরাবন্দি করে রেখেছিল ছোটন। পূজার স্বামী পূজার এবং ছোটনের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের কথা জেনে যাওয়ার পর তাদের মধ্যে অশান্তি লেগেই থাকত। পূজার স্বামী কিশোর পান্ডে পুরুলিয়াতে একটি কারখানায় কাজ করেন। সম্প্রতি পূজা যখন ছোটন দুবের সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিল, তখন ছোটন পূজাকে মোবাইলে তাদের ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের তুলে রাখা ছবি দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করছিল বলে অভিযোগ।

১০ অনুপ্রবেশকারী

● **প্রথম পাতার পর** সময় আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন থেকে ০৩ জন পুরুষ বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করে। ভারতীয় সীমা অতিক্রম করার কাজে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের সাহায্য করার অভিযোগে একজন ভারতীয় দালালকেও গ্রেপ্তার করা হয়। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পরবর্তী সময়ে ধৃতদের ওসি/জিআরপি, আগরতলার হাতে তুলে দেওয়া হয়।২৩ নভেম্বর একই ধরনের এক তল্লাশি অভিযানে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আগরতলার আরপিএফ ও জিআরপি টিম আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন থেকে ০৭ জন অবৈধ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি অনুপ্রবেশ প্রক্রিয়ায় তাদের সাহায্য করার অপরাধে আরও একজন ভারতীয় দালালকেও গ্রেপ্তার করে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পরবর্তী সময়ে ধৃতদের আগরতলার জিআরপি পোস্টের হাতে তুলে দেওয়া হয়।রেলওয়ে অধিক্ষেত্রের মধ্যে এমন অবৈধ কার্যকলাপ এবং অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে আরপিএফ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে, যার ফলে যাত্রীদের জন্য রেলওয়ে চত্বর নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকে।

চাঞ্চল্য

● **প্রথম পাতার পর** একটি ইট দিয়ে জনিস মুন্ডার মাথায় আঘাত করলে সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হয় বলে জানায় ভক্ত মুন্ড। এদিকে জনেস মুন্ডা বাড়িতে ফিরে না যাওয়ায় ভক্ত মুন্ডাকে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে এলাকাবাসী। তার কথায় সন্দেহ হয় এলাকাবাসীর খবর পাঠায় মধুপুর থানায়। পুলিশ শুক্রবার আটক করে মধুপুর থানায় জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালালে সে স্বীকার করে জনেশ মুন্ডাকে হত্যা করে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। মধুপুর থানার পুলিশ তার বিরুদ্ধে খুনের মামলা হাতে নিয়ে শনিবার সকালে মধুপুর থানার পুলিশ ডগ স্কোয়ার্ড এবং ফরেনসিক টিম সহ অভিযুক্ত ভক্ত মুন্ডাকে নিয়ে যাওয়া হয়।ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মধুপুর হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ। এদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

বসত ঘর

● **প্রথম পাতার পর** না। তিনি কাজে গিয়েছিলেন। সানীয় মানুষ তাঁর ঘরে আগুন লাগার দৃশ্য দেখতে পেয়ে সাথে সাথে দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছে।কিন্তু দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসার আগেই ঘরে থাকা একটি গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আগুন তীব্র আকার ধারণ করে বলে জানিয়েছেন তিনি।দমকলবাহিনীর দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

তিনি আরও জানিয়েছেন,অগ্নিকাণ্ডে ওই আবু কাসেমের ঘরে থাকা জিনিসপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে বিশালগড় থানার পুলিশ।

প্রাঙ্গন

জেআরসি-র ফ্রেন্ডলি ক্রিকেট সিজন শুরু
অ্যানিমেটরের বিরুদ্ধে শ্বাসরুদ্ধকর জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। প্রথম ম্যাচেই রোমহর্ষক জয়। সাংবাদিক ক্রিকেটারদের বিনোদনমূলক ফ্রেন্ডলি ক্রিকেট ম্যাচ। আয়োজক অ্যানিমেটর। ফ্রেন্ডলি ক্রিকেট ম্যাচ সিজন ফোর শিরোনামে বাধারঘাটের মাতৃপল্লী মাঠে এবারও জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব ঠিক দুই বল বাকি থাকতে সাত উইকেটের ব্যবধানে রোমাঞ্চকর জয় পেয়েছে টিম অ্যানিমেটরের বিরুদ্ধে। অ্যানিমেটরের সঙ্গে ম্যাচ দিয়ে বছরের গোড়াপত্তন, এই নিয়ে চার বছরে পা দিলো। মরশুম শুরুর ম্যাচ। শুরুতে আনুষ্ঠানিকতাও ছিল খানিকটা। বিধায়ক মীনা রানী সরকার মাঠে উপস্থিত থেকে দু দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হয়ে দর্শনীয় ভঙ্গিতে ব্যাটে বলে হিট করে ম্যাচের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার শ্রদ্ধেয় সমীর সমাজপতি, কর্পোরেটর প্রসেনজিৎ লোধ, সমাজসেবক তপন ঘোষ, রতন ঘোষ, কমল দে, গোবিন্দ বাউল, অলক দত্ত, গৌতম দে, নিতাই ভট্টাচার্য, ক্রীড়া সাংবাদিক কিরিটি দত্ত প্রমূখ। টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে আয়োজক টিম অ্যানিমেটর ১০৭ রানের টার্গেট ছুঁড়ে দিলে জেআরসি দুই বল বাকি থাকতে তিন উইকেটের বিনিময়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের সৌজন্য স্বরূপ জেআরসি-র মেঘধন দেব ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ এবং সেরা ব্যিটার্স-এর পুরস্কার পান। এছাড়া, সেরা বোলার হিসেবে বিশ্বজিৎ দেবনাথ, সেরা ফিল্ডার হিসেবে শেখর দেববর্মা পুরস্কৃত হয়েছেন। টিম অ্যানিমেটরের রনদীপ পালের ব্যাটিং এবং রাহুল ঘোষের বোলিংও বেশ নজর কেড়েছে। জেআরসি-র পক্ষে ব্যাটিং লাইনআপে অনির্বাণ দেব, মৃদুল চক্রবর্তী, রবীন্দ্র শর্মা এবং সুব্রত দেবনাথ-এর পাশাপাশি বোলিং লাইন আপে অভিষেক দে, জাকির হোসেনের পারফরম্যান্সও উল্লেখযোগ্য। অন্যান্যদের মধ্যে মিল্টন ধর, বিষ্ণুপদ বণিক, দিব্যেন্দু দে-র ভূমিকাও প্রশংসনীয়। দু-দলেরর ক্যাপ্টেন অভিষেক দে ও প্রসেনজিৎ সাহা দু দলের খেলোয়ারদের দারুন পারফরমেন্সের জন্য ধন্যবাদ জানান। ম্যাচ পরিচালনায় আম্পায়ার বিজয় দাস ও দেবাশীষ ভট্টাচার্যকেও সংবর্ধিত করা হয়। খেলা শেষে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে অ্যানিমেটরের পাইওনিয়ার পেট্রন কৌশিক সমাজপতি, প্রাক্তন ক্রিকেটার সমীর সমাজপতি, জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাপতি তথা সিনিয়র জার্নালিস্ট সুপ্রভাত দেবনাথ, সহ-সভাপতি সান্তনু বণিক প্রমুখ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। সবশেষে সংক্ষিপ্ত ভাষণে জেআরসি-র সচিব তথা টিম ক্যাপ্টেন অভিষেক দে আগামী সময়েও এ ধরনের শুরুর ম্যাচটা এই মাঠে জারি থাকবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন এবং আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান।

জাতীয় স্কুল যোগাসন আসরে দুটি পদক পেয়ে ত্রিপুরা শীর্ষে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। একটি স্বর্ণ এবং একটি রৌপ্য। ত্রিপুরার দখলে দুটি পদক। পদক তালিকায় ত্রিপুরা আপাতত শীর্ষে রয়েছে।
দ্বিতীয় শীর্ষে তামিলনাড়ু এবং তৃতীয় স্থানে গুজরাট।
আগরতলায় আয়োজিত ৬৭ তম জাতীয় স্কুল গেমস এর যোগাসন ইভেন্টের মেগা আসর অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
পাঁচ দিন ব্যাপী আয়োজিত এই যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপ শেষ হবে ২৭ নভেম্বর।
অনূর্ধ ১৭ বালক ও বালিকাদের জাতীয় স্কুল পর্যায়ের যোগাসন প্রতিযোগিতায় তৃতীয় দিনে আজ আর্টিস্টিক বালক ও বালিকা বিভাগের চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বালক বিভাগে ত্রিপুরার রত্নদ্বীপ ভট্টাচার্য ৫৫ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক পেয়েছে।
দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পেয়ে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে যথাক্রমে গুজরাটের আকাশ বার্মা ও মহারাষ্ট্রের শ্রীরাম শচীন সুপসান্ধে। বালিকা বিভাগে তামিলনাড়ুর নাভ্যা এস এইচ ৪৭.১৬ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক পেয়েছে।
ত্রিপুরার পারিজাত সাহা ৪৬.৮৩ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে রৌপ্য পদক পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের আদ্রিজা বিশ্বাস পেয়েছে ব্রোঞ্জ পদক।
উল্লেখ্য রিদমিক ও যোগা ইভেন্টের প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতা শেষে চূড়ান্ত পর্যায়ে কে খেলবে তা স্থির হচ্ছে।
বলা বাহুল্য, ২৬ টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে ৩৪২ জন খেলোয়ার এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে।

অনূর্ধ-১৫ জাতীয় গার্লস ক্রিকেটে হরিয়ানায় লজ্জাকর হার ত্রিপুরার

হরিয়ানা- ৩৪৩/১ ত্রিপুরা-২১

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। জাতীয় ক্রিকেটে লজ্জার পরাজয় ত্রিপুরার। হরিয়ানার বিরুদ্ধে আসরের শেষ ম্যাচে অসহায় আত্মসমর্পন করলো রাজ্যদল। জাতীয় অনূর্ধ-১৫ বালিকাদের ক্রিকেট প্রতিযোগিতায়। ত্রিপুরার পরাজিত হলো বিশাল ৩২২ রানে। রাইপুর ডিস্টিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে হরিয়ানার গড়া ৩৪৩ রানের জবাবে ত্রিপুরা সর্ব সাকুল্যে মাত্র ২১ রান করতে সক্ষম হয়। হরিয়ানার দিয়া যাদব দ্বিশতরান করে।
আসরে সবকটি ম্যাচে পরাজিত হয়ে গ্রুপে শেষের দিকে প্রথম স্থান বিরাজ করে ঘরে ফিরছে পারমিতা-রা। শেষ কোনও বছর ত্রিপুরা এত বড় ব্যবধানে পরাজিত হয়েছে জানা নেই। সকালে হরিয়ানার অধিনায়িকা তানিস্কা শর্মা টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে নির্ধারিত ৩৫ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে পাহাড় সমান ৩৪৩ রান করে। ওপেনিং জুটিতে দলনায়িকা এবং দিয়া যাদব ১০৬ বল খেলে ১৭১ রান যোগ করে বড় স্কোর গড়ার ইঙ্গিত দেয়। তানিস্কা ৪৪ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৬ রান করে। ত্রিপুরার নির্বিশ বোলিংয়ের সামনে এরপর দিয়া এবং আদ্যা গুপ্তা দ্রুত রান তোলার দিকে নজর দেয়। শেষ পর্যন্ত ওই জুটি অবিচ্ছিন্ন থেকে দলকে ৩৪৩ রানে পৌঁছে দেয়। দিয়া ১২৫ বল খেলে ৪০ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১৩ রানে এবং আদ্যা ৪৪ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৯ রানে অপরাজিত থেকে যায়। ত্রিপুরার পক্ষে দিপীকা পাল ৯০ রান দিয়ে একমাত্র উইকেটটি দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে হরিয়ানার গড়া বিশাল রানের নীচে চাপা পড়ে যায় ত্রিপুরা। রাজ্যদল ২০.৩ ওভার ব্যাট করে মাত্র ২১ রান করতে সক্ষম হয়। ওই ২১ রানের মধ্যে ১২ রান আসে অতিরিক্ত খাতে।
দলের ৭ জন ব্যাটসম্যান কোনও রান না করে প্যাভেলিয়নে ফিরে যায়। হরিয়ানার পক্ষে সামাইরা স্যাগাল ৪ রান দিয়ে ৪ টি, নিহারিকা শর্মা কোনও রান না দিয়ে, আনসলে দালাল ১ রান দিয়ে এবং পুরভা যাদব ৮ রান দিয়ে ২ টি উইকেট দখল করে। ত্রিপুরা গ্রুপে ৪ ম্যাচ খেলে সবকটিতেই পরাজিত হয়ে ঘরে ফিরছে।

বিজয় হাজারে ট্রফি : সিকিমের বিরুদ্ধে প্রত্যাশিত জয় ত্রিপুরার

ত্রিপুরা- ৩০০/৯ সিকিম-৯১/৪

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। দ্বিতীয় ম্যাচে এসে জয়ের মুখ দেখলো ত্রিপুরা। পরাজিত করলো দুর্বল সিকিমকে। ভি জে ডি ম্যাথডে ৬৮ রানে। ব্যাঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত বিজয় হাজারে ট্রফি ক্রিকেটে। আলোর ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ত্রিপুরা প্রথমে ব্যাট পেয়ে ৩০০ রান করে। জবাবে সিকিম খেলতে নামার পর বৃষ্টি নামে। শেষ পর্যন্ত ২৫ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ৯১ রান করে সিকিম। ওই সময় ত্রিপুরার স্কোর ছিলো ১৫৯। ফলে ৬৮ রানে জয় পায় ত্রিপুরা। রাজ্যদলের পক্ষে বিক্রম কুমার দাস, রজত দে এবং বিক্রম দেবনাথ অর্ধশতরান করেছেন। সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে ত্রিপুর নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ৩০০ রান করে। ত্রিপুরার ৪ ব্যাটসম্যানের দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ে বড় স্কোর গড়তে সক্ষম হয়। ওপেনার পল্লবা দাস এদিনও ব্যর্থ হয়েছেন। সঙ্গি পেশাদার ক্রিকেটার সুদীপ চ্যাটার্জিও। ওই দুজন দ্রুত আউট হওয়ার পর বিক্রম কুমার দাসের সঙ্গে রুখে দাঁড়ান গনেশ সতীশ। ওই জুটি পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। উইকেটে টিকে থাকার পাশাপাশি স্কোর বোর্ড সচল রাখার দিকেও নজর দেন দুজন। তৃতীয় উইকেটে দুজন ১২১ বল খেলে ১২৮ রান যোগ করেন। বিক্রম ৯২ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৭৬ এবং গনেশ ৫৬ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৮ রান করেন। মণিশঙ্কর মুড়াসিং (১৪) বড় স্কোর গড়তে ব্যর্থ হসে রজত দে-র সঙ্গে রুখে দাড়ান অলরাউন্ডার বিক্রম দেবনাথ। শুরু হয় দ্রুত রান তোলা। ওই জুটি ৮৫ বল খেলে ১০৬ রান যোগ করে ত্রিপুরাকে বড় স্কোর গড়াতে সাহায্য করেন।
রজত ৫৭৬ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৭ এবং বিক্রম ৪৬ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫০ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩৪ রান। সিকিমের পক্ষে পালজোর ৪৭ রানে এবং সুমিত ৬৬ রানে ৩ টি করে উইকেট দখল করেছেন। জবাবে খেলতে নেমে বৃষ্টিত যখন খেলা বন্ধ হয় তখন সিকিম ২৫ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ৯১ রান করেছিলো।
দলের পক্ষে অরুণ ৭৫ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩ এবং আশিষ থাপা ২৯ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ রান করেছিলেন। ত্রিপুরার পক্ষে মণিশঙ্কর মুড়াসিং, পল্লব দাস, জয়দেব দেব এবং সুদীপ চ্যাটার্জি একটি করে উইকেট দখল করেন। আসরে ২ ম্যাচ খেলে ১ টি ম্যাচে জয় পেলো রাজ্যদল।

অনূর্ধ-১৯: চার দিনের ম্যাচ দু-দিনেই শেষ বিদর্ভের কাছেও ইনিংসে পরাজিত ত্রিপুরা

ত্রিপুরা-৯৫ ৭৯ বিদর্ভ-২১৯

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। প্রত্যাশিতভাবেই পরাজিত হলো ত্রিপুরা। ৪ দিনের ম্যাচ শেষ হলো ২ দিনে। পর পর দুই ম্যাচেই ইনিংসে পরাজিত হলো রাজ্যদল। অনূর্ধ-১৯ কোচ বিহার ট্রফি ক্রিকেটে। বিদর্ভ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরা পরাজিত হয় ইনিংস এবং ৪৫ রানে। বিদর্ভের বিরুদ্ধে। প্রথম ইনিংসের পর দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যাটসম্যানদের চূড়ান্ত ব্যর্থতা পরাজয়ের অন্যতম কারন। ত্রিপুরার গড়া ৯৫ রানের জবাবে স্বাগতিক বিদর্ভ প্রথম ইনিংসে ২১৯ রান করেছিলো। ১২৪ রানে পিছিয়ে থেকে ত্রিপুরা দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ৭১ রান করতে সক্ষম হয়। প্রথম দিনের ৪ উইকেটে ১২৮ রান নিয়ে খেলতে নেমে ত্রিপুরার বোলারদের দাপটে শনিবার মোট ২১৯ রানে গুটিয়ে যায় স্বাগতিক বিদর্ভ। দলের পক্ষে তুষার সূর্যবংশী ১১৩ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৬,দেবাশ ঠক্কর ৭৭ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০ এবং বেদান্ত দীঘাদে ৮৯ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৭ রান করেন। ত্রিপুরার পক্ষে অভিক পাল ৫৬ রানে , অর্কজিৎ রায় ৬২ রানে ৩ টি করে এবং সপ্তজিৎ দাস কোনও রান না দিয়ে ২ উইকেট দখল করেন। ১২৪ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ওপেনিং জুটিতে দ্বীপজয় দেব এবং শশিকান্ত বিন ৫৫ বল খেলে ২৮ রান যোগ করেন। এরপরই ত্রিপুরার শিবিরে নামে ধ্বস। শেষ পর্যন্ত ৩৩.১ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ত্রিপুরা মাত্র ৭৯ রান করতে সক্ষম হয়। রাজ্যদলের পক্ষে সপ্তজিৎ দাস ৪৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫, দ্বীপজয় দেব ৫০ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ এবং শশীকান্ত বিন ২৬ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করেন। বিদর্ভের পক্ষে প্রথম মহেশ্বরী ৩৯ রানে ৪ টি, পার্থ খুড়ে ২ রানে ৩ টি এবং অর্জুন ইংলে ১৩ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন।

রাজ্য সাবজুনিয়র দাবা শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। দুদিনব্যাপী রাজ্য সাবজুনিয়র দাবা প্রতিযোগিতা শুরু আজ থেকে। রাজ্য দাবা সংস্থার অফিসবাড়িতে হবে আসর। বিভিন্ন স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা থাকায় এবারের আসরে দাবাড়ুদের অংশগ্রহণ অনেকটাই কম। সংবাদ লিখা পর্যন্ত বালক বিভাগে ১১ জন এবং বালিকা বিভাগে মাত্র ৮ জন দাবাড়ু অংশ নেওয়ার সম্মতি জানিয়েছে। আসরে থেকে জাতীয় অনূর্ধ-১৫ দাবা প্রতিযোগিতার জন্য ত্রিপুরা দল বাছাই করা হবে। ২৭ ডিসেম্বর থেকে মহারাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় আসর। রাজ্য আসর পরিচালনা করবেন আন্তর্জাতিক আরবিটর অনুপম ভট্টাচার্য।

বিশ্ব উশু প্রতিযোগিতায় তিন পদকজয়ীকে অভিনন্দন মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর, (হি.স.): বিশ্ব উশু প্রতিযোগিতায় ভারতের তিন পদকজয়ীকে অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যাণ্ডেলে ছবি-সহ লিখেছেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ১৬-তম বিশ্ব উশু চ্যাম্পিয়নশিপে পদক জয়ের জন্য আমি আমাদের উশু চ্যাম্পিয়ন রোশিবিনা দেবী, কুশল কুমার এবং চভিকে অভিনন্দন জানাই। তাঁদের দৃঢ়তা ও দক্ষতা সত্যিই জাতিকে গর্বিত করেছে। আমিও আত্মবিশ্বাসী যে তাঁদের সাফল্য উশুকে ভারতে আরও জনপ্রিয় করে তুলবে। তাঁদের ভবিষ্যৎ প্রচেষ্টার প্রতি রইল আমার শুভকামনা।"

জাতীয় সিনিয়র মহিলা ফুটবলে সিকিমের কাছেও হারলো ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। হারলো ত্রিপুরা। দ্বিতীয় ম্যাচেও। সিকিমের বিরুদ্ধে। জাতীয় সিনিয়র মহিলাদের ফুটবলে। ব্যাঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরা পরাজিত হয় ৬-০ গেলো। অথচ ব্যাঙ্গালুরু ফুটবল স্টেডিয়ামে এদিন শুরুতেই এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলো ত্রিপুরা। দু-দুটি সহজ সুযোগ শ্রেয়া দেব এবং মৌসুসী ওরাং নষ্ট করে চাপে ফেলে দিয়েছিলো দলকে। আর তাতেই 'কাল' হয়। খেলা শেষে ত্রিপুরার কোচ সুজিত ঘোষ বলেন,'অনেক উন্নতি করেছে বিপক্ষ দল। তবে শুরুতেই যদি আমরা গোল পেয়ে যেতাম তাহলে ম্যাচের ফলাফল অন্যরকম হতো। সহজ সুযোগ হাতছাড়া হওয়ায় গোটা দল চাপে পড়ে গিয়েছিলো। আর তাতেই পরাজয়'। প্রথমার্ধে ত্রিপুরা ২-০ গোল পিছিয়ে ছিলো। ২৭ নভেম্বর ত্রিপুরার তৃতীয় প্রতিপক্ষ অসম। ব্যাঙ্গালুরু ফুটবল স্টেডিয়ামে ওই দিন সকাল ১১ টায় শুরু হবে ম্যাচটি।

বিলোনিয়ায় ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু উদ্বোধনী ম্যাচে জয় পেলো বকাফা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। উদ্বোধনী ম্যাচে জয় পেলো বকাফা ব্লাস্টার্স। নূণ্যতম গোলে পরাজিত করলো রূপাইছনি ওয়ারিয়র্সকে। দক্ষিণ ত্রিপুরা নেশা মুক্ত ফুটবল সুপার লিগ আসরে। নেশা মুক্ত ত্রিপুরার কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে দক্ষিণ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। বি কে আই মাঠে শনিবার আসরের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী ডা: প্রফেসর মানিক সাহা। এছাড়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্তিত চিলেন যুব বিষয়ক ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়, সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া এবং দক্ষিণ জেলার সমস্ত জনপ্রতিনিধিগণ। এই প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ জেলার আটটি ব্লক, দুটি পুর পরিষদ এবং একটি নগর পঞ্চায়েত পৃথকভাবে অংশগ্রহণ করে।
তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ উদ্বোধনী ম্যাচে বকাফা ব্লাস্টার ১-০ গোলে জয়লাভ করে। বিজয়ী দলের পক্ষে জয়সূচক গোলটি করেন বাদল রিয়াং। প্রসঙ্গত: আসরের চ্যাম্পিয়ন দলকে প্রাইজ মানি ৬০ হাজার টাকা এবং রানার্সআপ দলকে ৪০ হাজার টাকা সহ সুদৃশ্য ট্রফি প্রদান করা হবে। আসরকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে।

হারের হ্যাটট্রিকের পর ঘুরে দাঁড়ানোর আশায় কোচ কুয়াদ্রাত

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর(হি.স.): দীর্ঘ ১৮ দিন পর আজ শুরু হচ্ছে আইএসএল। তাই আজ নতুন শুরুর অপেক্ষায় ইস্টবেঙ্গল। হারের হ্যাটট্রিকের পর ঘুরে দাঁড়ানোর আশা করছেন কুয়াদ্রাত। উজ্জীবিত করছেন দলকে। এবার ও দলের ভালো খেলার আশা করেছিলেন সমর্থকরা। এখন পর্যন্ত জয় এসেছে মাত্র একটি। পাঁচ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট। লিগ টেবিলের পয়েন্ট তালিকায় ১০ নম্বরে। খাবরা, সৌভিকরাও বুঝতে পারছেন সমর্থকদের যন্ত্রণা। এদিকে চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর ম্যাচে অনিশ্চিত বোরহা। স্প্যানিশ মিডিও বোরহা চোটের জন্য আজ খেলতে হয়তো পারবেন না। মাঝমাঠের দখল নিতে সাউল ক্রেসপো, সৌভিক, খাবরাদের ওপরই ভরসা রাখতে হচ্ছে স্প্যানিশ কোচকে। অন্য দিকে, ফর্মের ধারেকাছে নেই সিভেরিও। স্প্যানিশ স্ট্রাইকারের পা থেকে গোল পাচ্ছে না ইস্টবেঙ্গল। চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে গোল পেতে মরিয়া সিভেরিও।

ঘূর্ণিঝড় মিধিলি দাপটে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ দেবার প্রয়াস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৫ নভেম্বর।। গত ১৭ নভেম্বর মিধিলির দাপটে প্রচন্ড বৃষ্টির ফলে কল্যাণপুর কৃষি সেক্টরে কৃষকদের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল দপ্তরের তরফে সেই ক্ষতিপূরণ দেবার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। সরকারী তরফে এবং যাদের বীমা করা আছে তারা সকলেই ক্ষতিপূরণ পাবেন বলে কল্যাণপুর কৃষি দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে।

মিধিলির তান্ডবে আমন ধান ও শীতকালীন শাক সব্জির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। কৃষকরা অনেক উৎসাহ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সুসংহত চাষ প্রকল্পের মাধ্যমে আমন ধান চাষ করেছিলেন। কল্যাণপুর কৃষি মহকুমায় গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটি মিলিয়ে মোট ২০ টি এলাকা আছে। এতে আমন ধান চাষ হয়েছিল মোট ২৩৫০ হেক্টরে। আর শীতকালীন সব্জি চাষ হয়েছিল ২৭৫ হেক্টরে।

কল্যাণপুর কৃষি মহকুমার দ্বারিকাপুর, বাগানবাজার,রতিয়া, পশ্চিম ঘিলাতলী, দক্ষিণ ঘিলাতলী, ঘিলাতলী,তোতাবাড়ী, কমলনগর, অমরকলোনী, গোপালনগর, কুঞ্জবন, কল্যাণপুর, খাস কল্যাণপুর ইত্যাদি এলাকা কৃষি প্রধান বলে সবার কাছে পরিচিত। এই সব এলাকার উৎপাদিত সব্জি সারা রাজ্য সহ শিলচর পর্যন্ত পাইকারি ব্যবসায়ীদের হাত ধরে যায়। আর এই সব্জিরই বৃষ্টির ফলে এখন শোচনীয় অবস্থা।

সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত ধনে পাতা, ফুলকপি, বেগুন, সীম সহ অন্যান্য সব্জি। আমন ধান এখন কাটার সময়। যারা ওই বৃষ্টির আগে ধান কেটে ঘরে তুলেছেন। তারা বেঁচে গেছেন। কিন্তু অনেকেরই জমির ধান পুরোপুরি পাকার অপেক্ষায় ছিলো। কিন্তু ১৭ নভেম্বর এর বৃষ্টি ওই ধান কে মাটিতে লুটিয়ে দিয়েছে। ফলে জলে ধান গেছে পঁচে।

সরকারী হিসাবে কল্যাণপুর কৃষি মহকুমায় প্রায় পাঁচ হাজার কৃষক আছেন। সরকারী হিসাবে আমন ধান চাষের টার্গেট ছিলো ২৩৫০ হেক্টরের। এর মধ্যে আংশিক ও সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত ৪৫১ হেক্টর। শতাংশের হিসাবে যা ২৫। অথচ বাস্তবে ক্ষতির পরিমান আরও বেশী বলে কৃষকদের মত। পূর্ব কুঞ্জবন এর কৃষক প্রদ্যুৎ রূদ্র পাল প্রতিবেদককে জানালেন তার ধনে পাতা এই বৃষ্টির ফলে পঁচে গেছে। সীমের ফুল ঝরে গিয়ে সর্বনাশ হয়েছে। বৃষ্টির ফলে ফুল ঝরে যাওয়ায় নুতন সীম আসার আশায় গুঁড়ে বালি। এছাড়াও ধনে পাতা ও ফুল কপির সমূহ ক্ষতি। বেগুন গাছেও বৃষ্টির ফলে পোকার আক্রমণ ঘটেছে।

কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করতে না পারলেও এখন ক্ষতিপূরণ এর আশায়। যাদের এইচ ডি এফ সি ব্যাংকে বীমা করানো আছে তারা বীমার টাকার সাথে রাজ্য সরকার প্রদেয় ক্ষতিপূরণ এর টাকাও পাবেন বলে কৃষি দপ্তর সূত্রে খবর। শীতকালীন সব্জি চাষ এর টার্গেট ছিলো ২৭৫ হেক্টর। এর মধ্যে মিধিলির ফলে আংশিক ও সম্পূর্ণ ক্ষতি হয়েছে

ফল প্রকাশের দাবিতে বিক্ষোভ এসটিজিটি পরীক্ষার্থীদের। ছবি নিজস্ব।

আগরতলা প্রেস ক্লাবে 'শারদীয়া সম্মিলনী'

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। আগরতলা প্রেস ক্লাব ও বাংলা সংস্কৃতি বলয়ের যৌথ উদ্যোগে যে শারদীয়া সম্মিলনী কর্মসূচীটি দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে স্থগিত রাখা হয়েছিল সেই 'শারদীয়া সম্মিলনী' (বিলম্বিত) কর্মসূচীটি আগামী ২৬ নভেম্বর রবিবার বিকাল ৫ টায় আগরতলা প্রেস ক্লাবের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অনুষ্ঠিত হবে।

আগরতলা প্রেস ক্লাব রাজ্যের শিল্প-সাহিত্য চর্চার অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত। বাংলা সংস্কৃতি বলয়ও এমন একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন যারা বাংলা সংস্কৃতি অঙ্গনের গভীরে গিয়ে চর্চা করছে এবং সংশ্লিষ্ট নৃগোষ্ঠীদের সংস্কৃতি চর্চায় সহায়কের ভূমিকা প্রতিপালন করছে। বাংলার ঋতুগুলোকে কেন্দ্র করে আমাদের বহু সাহিত্য সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটেছে। শরৎকালকে উৎসবের কাল বলা হলেও এই শরতকে কেন্দ্র করে বাঙালি অংশের মানুষদের এমনকি সংশ্লিষ্ট নৃগোষ্ঠীর মানুষদের বহু কৃষ্টি-সংস্কৃতি আবৃত্ত হয়ে রয়েছে। মানুষের এই আবেগকে সম্মান দিয়ে আগরতলা প্রেস ক্লাব ও বাংলা সংস্কৃতি বলয় যৌথভাবে বিলম্বে হলেও এই শারদীয়া সম্মেলনীর পুনঃআয়োজন করতে চলেছে। এই শারদীয়া সম্মেলনীতে রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পীরা নিজস্ব সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক ধরে পরিবেশনা করবেন। এই শারদীয়া সম্মেলনীতে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রত্যেক সাংবাদিক ও সংস্কৃতি কর্মীসহ সকল অংশের মানুষদের আবেদন জানাচ্ছে আগরতলা প্রেসক্লাব কার্যকরী কমিটি ও বাংলা সংস্কৃতি বলয়ের আগরতলা সংসদ।

সুস্থ হৃদয়ের উপর আলোচনা চক্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। প্রফেসর ডক্টর দিলীপ কুমার রায় চেরিটেবল ট্রাস্টের উদ্যোগে শুক্রবার ভলান্টারি হেলথ এসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার কনফারেন্স হলে আয়োজন করা হয়েছে এক্সপার্ট টক অন গুড হার্ট এর উপর আলোচনা চক্র।

এই আলোচনা চক্রে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার পিয়ারলেস হাসপাতাল থেকে আগত সিনিয়র কনসালটেন্ট, কার্ডিওভাসকুলার এন্ড থোরাসিক সার্জেন ডক্টর অসীম কুমার দে, নর্থ ইস্ট কালারস পত্রিকার এডিটার সঞ্জীব দেব, প্রফেসর ডক্টর দিলীপ কুমার রায় চেরিটেবল ট্রাস্টের চেয়ারপারসন ডাক্তার শ্রীলেখা রায়, ট্রাস্টের সম্পাদক সুজিত ঘোষ সহ রাজ্যের বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ডাক্তার রায় তার স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে বরণ করে নেন আজকের অতিথি এবং উপস্থিত সকলকে। হার্ট সুস্থ রাখতে ডাক্তার অসীম কুমার দে''র বিভিন্ন পরামর্শ উপস্থিত সকলের সাথে তার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেয়া আজকের এই অনুষ্ঠানে একটি অন্য মাত্রা যোগ করে। ট্রাস্টের পক্ষে সুজিত ঘোষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এই অনুষ্ঠানে আরশি কথা বহুমাত্রিক সংবাদ সংস্থার পক্ষ থেকেও সদস্যারা স্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন।

নারীদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব গণতান্ত্রিক নারী সমিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। নারীদের উপর অত্যাচার, নির্যাতন ও শ্লীলতাহানির ঘটনা বাড়ছে বলে অভিযোগ তুলে রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করেছে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি।শনিবার রাজধানী আগরতলা শহরে নারী সমিতির এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। নারীদের উপর অত্যাচার, নির্যাতন ও শ্লীলতাহানির ঘটনা বাড়ছে বলে অভিযোগ তুলে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির পক্ষ থেকে শনিবার এক বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করা হয়। বিক্ষোভ মিছিলটি রাজধানীর প্যারাডাইস চৌমুহনি এলাকা থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের নারী নেত্রীরা। দেশে নারী নির্যাতন ক্রমশ বাড়ছে। নারীদের নিরাপত্তা নেই। ব্যতিক্রমী নয় ত্রিপুরা। রাজ্যেও আক্রান্ত হচ্ছে নারীরা। নারীদের সুরক্ষা দিতে সরকার পুরোপুরি ভাবে ব্যর্থ। তাই সরকার যাতে নারীদের সুরক্ষার জন্য সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করে তার জন্য সর্বভারতীয় কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে শনিবার প্রত্যেকটি মহকুমায় বিক্ষোভ কর্মসূচি সংঘটিত করা হচ্ছে বলে জানান তারা। নারীদের অধিকার সুরক্ষার আন্দোলনে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন নারী নেত্রীরা।

কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দলের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে প্রদেশ কংগ্রেস। আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে অনুষ্ঠিত সভার শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বললেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা। তাছাড়া, আগামী মাসে প্রিয়াঙ্কার গান্ধীর ত্রিপুরা সফরকে ঘিরে বিভিন্ন বিষয়েও সভায় আলোচনা হয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরার প্রত্যেক সাংগঠনিক জেলা ও ব্লক স্তরের নেতৃত্বদের নিয়ে ওই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামীদিনে দলীয় সংগঠনকে আরো বেশী শক্তিশালী করার জন্যব এই সাংগঠনিক সভায় কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

তাঁর কথায়, আগামী মাসে প্রিয়াঙ্কার গান্ধীর ত্রিপুরা সফরকে ঘিরে বিভিন্ন বিষয়েও আজকের সভায় আলোচনা হয়েছে।এদিন বিভিন্ন ইস্যুতে রাজভবন অভিযান করবে কংগ্রেস বলে জানান তিনি। তাছাড়া, ওই সভায় আগামীদিনের দলীয় কর্মসূচী ও রূপরেখা তৈরী করা হয়েছে।

গাঁজা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৫ নভেম্বর।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাঁজা বিরোধী অভিযানে নেমে আবারো সাফাল্য রাজনগর পিআরবাড়ি থানার পুলিশ। তিন ঘণ্টারও উপর অভিযান চালিয়ে ধ্বংস করলো গাঁজা গাছের চারা। শনিবার ভোর পাঁচটা থেকে শুরু হয়েছে ওই অভিযান। দুপুর অব্দি চলে এই অভিযান। অভিযানে নেমে বারো হাজার চারশ গাঁজা গাছ ধ্বংস করে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযানটি চলে রাজনগর ব্লকের রাজনগর পিআরবাড়ি থানাধীন ঘোষ খামার লেইকপাড়া ও চিকন খেল এলাকায়। ওসি রতন রবি দাসের নেতৃত্বে চলে অভিযান।

ওই অভিযানের সময় সাথে ছিলেন ৬৯ নম্বর বিএসএফ ব্যাটালিয়ন, রাজনগর বনদপ্তরের কর্মী ও রাজনগর পিআরবাড়ি সহ রাঙ্গামুড়া থানার পুলিশ। আগামীদিনেও এই অভিযান জারি থাকবে বলে জানান ওসি রতন রবি দাস।

৩৩ তম কঠিন চিবর দান উৎসব সমাপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৫ নভেম্বর।। গন্ডাছড়া মহকুমার অন্তর্গত ধলাঝাড়ি মৈত্রী বৌদ্ধ বিহারে অনুষ্ঠিত হয়েছে দুইদিন ব্যাপী ৩৩ তম কঠিন চিবর দান উৎসব। প্রথম দিন অর্থাৎ ২৪ নভেম্বর তারিখ সন্ধ্যা থেকে শুরু হয় কঠিন চিবর বুনন। সারারাত ব্যাপী চলে এই কঠিন চিবর বুনন। তার পরদিন অর্থাৎ আজ ২৫ নভেম্বর সকাল ৬ ঘটিকায় বিশ্ব শান্তি মৈত্রী বৌদ্ধ পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় দ্বিতীয় দিনের ধর্মীয় কর্মসূচি।

প্রথম পর্বে বৌদ্ধ মূর্তি দান, সংঘ দান,অষ্ঠপরিষ্কার দান, কল্পতুরু দান,সহ নানাবিধ দান এবং বিভিন্ন দূর দূরান্ত থেকে আগত বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ধর্মীয় আলোচনা করেন। দ্বিতীয় পর্বে যে কঠিন চীবর বুনন হয়েছিল সেই চীবর নিয়ে হয় রেলী এবং এই চীবর ভিক্ষুদের মধ্যে দান করা হয়। জগতের সকল প্রাণীর হিত সুখ মঙ্গলার্থে ভগবান বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করা হয়। দুইদিন ব্যাপী এই কঠিন চীবর দানোৎসবকে ঘীরে বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত ধর্মপ্রান দায়ক দায়িকাদের উপসিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

হায়দ্রাবাদে রাজ্যপালের সাথে সাক্ষাত মথার প্রতিনিধি দলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। হায়াদ্রাবাদে গতকাল রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেি- নাল্লুর সাথে হায়াদ্রাবাদ চ্যাপ্টারের তিপ্রাসা থানসার এক প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকারের সময় প্রতিনিধিদলটি হায়াদ্রাবাদে একটি ত্রিপুরা ভবনে নির্মাণ সহ বিনামূল্যে অ্যাম্বলেন্স পরিষেবা ও নানাবিধ তথ্য পরিষেবা কেন্দ্র খোলার জন্য রাজ্যপালকে অনুরোধ জানান। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেি- নাল্লু জানান, এ বিষয়ে তিনি তেলেঙ্গানা ও ত্রিপুরা সরকারের সাথে কথা বলবেন। তাছাড়াও কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রী জি কিষাণ রেি-র সাথেও এবিষয়ে কথা বলবেন। সাক্ষাৎকালে প্রতিনিধিদলটির পক্ষ থেকে রাজ্যপালকে সংর্বধনাও দেওয়া হয়।

রাজ্যে ৪০ হাজার ইউনিট রক্তের দরকার ঃ টিংকু

নিজস্ব আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। রক্তদান মহৎ দান। ত্রিপুরা ছোট রাজ্য হলেও প্রায় ৪০ হাজার ইউনিট রক্তের দরকার হয়। তাই রাজ্যের বিভিন্ন সংস্থাগুলো সামাজিক কাজে এগিয়ে এসেছে। আজ রাজধানীর এম.বি.বি ক্লাব সংলগ্ন সদ্ভাবনা সামাজিক সংস্থার পক্ষ থেকে আয়োজিত ১০ তম স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে অংশগ্রহণ করে একথা বলেন মন্ত্রী টিংকু রায়। এদিন তিনি সমস্ত রক্তদাতা ও সংস্থার সদস্যদের এইরকম সামাজিক কাজের জন্য সাধুবাদ জানিয়েছেন। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য , আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জানেরা।

এদিন টিঙ্কু রায় বলেন, রক্তদান মহৎ দান। ত্রিপুরা ছোট রাজ্য হলেও প্রায় ৪০ হাজার ইউনিট রক্তের দরকার হয়। তাই রাজ্যের বিভিন্ন সংস্থাগুলো সামাজিক কাজে এগিয়ে এসেছে।

জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চের জনসভার তারিখ পরিবর্তনের দাবি মথা বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ নভেম্বর।। ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন। জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চের জনসভার তারিখ পরিবর্তনের দাবি তিপ্রা মথা বিধায়কের। ডি জি পি কে চিঠি পাঠিয়েছেন বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা। খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের এক বিশেষ ধর্মীয় উৎসব হলো বড়দিন। তাই এদিন রাজধানী আগরতলায় জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চের আহূত জনসভার তারিখ পরিবর্তনের অনুরোধ জানিয়েছেন তিপ্রামথা দলের বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা। তিনি রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশকের কাছেও এই বিষয়ে চিঠি লিখেছেন।

৬ই নভেম্বর রাজ্য পুলিশের কাছে লেখা চিঠিতে বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা এই মর্মে অনুরোধ জানিয়ে লিখেছেন যে, রাজ্যের খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের এক বিশেষ ধর্মীয় উৎসব হলো বড়দিন।তাই চিরাচরিত ঐতিহ্য রক্ষা ও শান্তি রক্ষার স্বার্থে ও যে কোন ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে ২৫শে ডিসেম্বরের আগে বা পরে যে কোন একটি দিনে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চের জনসভার জন্য যেন অনুমতি দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য যে,২৫শে ডিসেম্বর শান্তিপূর্ণ জনসভা করার জন্য আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান(আস্তাবল মাঠ) ব্যাবহার করার অনুমতি চেয়ে ১২ ই অক্টোবর তারিখে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চের তরফে ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক দপ্তরের অধিকর্তার কাছে লিখিতভাবে আবেদন করা হয়েছিল। এখন দেখার বিষয় হলো, রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশক তিপ্রামথা দলের বিধায়কের লেখা চিঠির বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নেন।উল্লেখ করা যায় যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়টি নিয়ে বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ও ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক দপ্তরের অধিকর্তার কাছেও চিঠি লিখেছেন।

ফেলোশিপ পেলেন রাজ্যের কৃতী চিকিৎসকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা,২৫ নভেম্বর।। আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজ ও জি বি পি হাসপাতাল ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ এবং আই জি এম-এর বিশিষ্ট চিকিৎসকদের আজ ফেলোশিপ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

আগরতলার হাঁপানিয়াস্থিত ইনডোর এক্সিবিশন সেন্টারে ২৪ নভেম্বর থেকে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হচ্ছে অ্যানুয়াল কনফারেন্স অব ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ক্লিনিক্যাল মেডিসিন-এর সম্মেলন। আজ এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাজ্যের কৃতী চিকিৎসক ডা. অরুণাভ দাশগুপ্ত, ডা. অরিন্দম দত্ত, ডা. পরিমল সরকার,ডা. পিযূষ দত্ত (অবসরপ্রাপ্ত ,জিবিপি) ডা.প্রণব দত্ত (আইজিএম) ও ডা. স্বপন সরকারকে চিকিৎসা-ক্ষেত্রে তাঁদের অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য ফেলোশিপ সম্মানে ভূষিত করা হয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।